বিষয়ভিত্তিক
আয়াত হাদীস

আই.এস.সি.এ পাবলিকেশন্স

বিষয়ভিত্তিক আয়াত-হাদিস

প্রকাশনায়

আই.এস.সি.এ পাবলিকেশন্স
৫৫/বি, পুরানা পল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৫৭১৩১
ওয়েব : www.iscabd.org
ই-মেইল : iscabd91@gmail.com

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : ২৬ নভেম্বর ২০১৬ খ্রি.

নির্ধারিত মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

BISHOYBHITTIK AYAT-HADITH
Published by I.S.C.A Publications
55/B, Purana Palton (2nd Floor)
Dhaka-1000
Fixed Price : Taka 120.00 Only

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা

ঐতিহাসিক বিদায় হজ্বের মর্মস্পর্শী ভাষণে হযরত রাসূলে কারীম (সা.) মুসলিম উম্মাহর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন- "আমি তোমাদের নিকট দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন সে দু'টিকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো- কুরআন ও সুন্নাহ।" এক আল্লাহতে বিশ্বাসী বান্দা মাত্র মনে-প্রাণে আস্থা রাখেন যে, ইসলামী একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। আর পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার একমাত্র দিকদর্শন হলো পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ।

জীবনের প্রতিটি ধাপে কুরআন ও সুন্নাহর পূর্ণ অনুসরণ একজন মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু কুআন-সুন্নাহর বৃহৎ-বিস্তৃত পরিসর থেকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সহজ সমাধান অনুসন্ধান করে তার ওপর চলা অনেকটা কষ্টসাধ্য। তাই কুরআন ও সুন্নাহর আয়াত ও হাদিসসমূহকে বিষয়ভিত্তিক বিন্যাস করার গুরুত্ব নেহায়েত তাৎপর্যপূর্ণ। এ যাবৎকালে সংকলিত বিষয়ভিত্তিক আয়াত-হাদিসের গ্রন্থসমূহ থেকে আমাদের আয়োজনকে বিশেষ ও ভিন্নতায় উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

এখানে আকাইদ, মোআমালাত, মুআশারাত ও হুসনে আখলাকের সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় সন্নিবেশ করার প্রয়োস চালানো হয়েছে। আমাদের এই সংকলন বিশেষত সমাজ বিপ্লবের স্বপ্নচারী বিপ্লবীদের জন্য এক অনন্য আয়োজন।

বিষয়ভিত্তিক আয়াত-হাদিস সংকলনে সময়, শ্রম, বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সর্বশেষ পাঠক মহলে আমাদের এই আয়োজনের সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য দোআ কামনা করছি।

বিষয়ভিত্তিক

আয়াত-হাদিস

আই.এস.সি.এ পাবলিকেশন্স

তাওহীদ-একত্ববাদ

তাওহীদ

আয়াতঃ

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ [٢:١٦٣]

অর্থঃ এবং তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই। (সূরা বাকারাহঃ আয়াত ১৬৩)

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [٣:٦]

অর্থঃ তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আলে ইমরানঃ আয়াত ৬)

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ [٢٠:٨]

অর্থঃ আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই। (সূরা ত্বহাঃ আয়াত ৮)

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ [٢١:٢٢]

অর্থঃ যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়ে ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র। (সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ২২)

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ [٢٧:٢٦]

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি মহা আরশের মালিক। (সূরা আন নামলঃ আয়াত ২৬)

হাদিসঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ-

অর্থ: হজরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর স্থাপিত। ১. এ বলে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। ২. সালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত দেয়া। ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রমযান মাসে রোযা রাখা।
(সহীহ বুখারী: ১/৮)

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِالله رَبًّا وَبِالإِسْلاَمَ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً-

অর্থ: হজরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে ‘রব’ ইসলামকে ‘দীন’ এবং মুহাম্মাদ (সা.) কে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে, সে ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে। (সহীহ মুসলিম: ১/৩৪)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ-

অর্থ: হজরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির ভালোবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও না করা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই হয়ে থাকে, প্রকৃতপক্ষে সেই পূর্ণ ঈমানদার। (সহীহ বুখারী: ৪/৪৬৮১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈমানের ৭০টিরও বেশি অথবা ৬০টি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম শাখা হচ্ছে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা আর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে পথে বা রাস্তার মধ্য হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দেয়া এবং লজ্জা হলো ঈমানের একটি শাখা। (সহীহ মুসলিম: ১/৩৫)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ-

অর্থ: হজরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন তিনটি বস্তু রয়েছে, যে ব্যক্তির মধ্যে সেগুলো বিদ্যমান থাকবে কেবল সেই এগুলোর কারণে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে। সেগুলো হলো-

১. যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা সকল কিছু হতে অধিক পরিমাণে রয়েছে।

২. যে ব্যক্তি কোন বান্দাকে কেবল আল্লাহর জন্য ভালোবাসে।

৩. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ কুফর হতে মুক্তি দেয়ার পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে অনুরূপভাবে অপছন্দ করে যেমন অপছন্দ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে। (সহীহ বুখারী: ১/২১)

রিসালাত

আয়াত:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ [٢:١١٩]

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্যধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। আপনি দোযখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না। (সূরা বাকারা: আয়াত ১১৯)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [٤:٦٥]

অর্থ: অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অত:পর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। (সূরা নিসা: আয়াত ৬৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ [٨:٢٠]

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং শুনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না। (সূরা আ'রাফ: আয়াত ২০)

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ [١٠:١٠٩]

অর্থ: আর তুমি চল সে অনুযায়ী, যেমন নির্দেশ আসে তোমার প্রতি এবং সবর কর, যতক্ষণ না ফয়সালা করেন আল্লাহ। বস্তুত তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। (সূরা ইউনুস: আয়াত ১০৯)

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا [٣٣:٤٦]

অর্থ: এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (সূরা আহ্যাব: আয়াত ৪৬)

হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَكْمَلَهُ إِلا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ ؟ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ-

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উপমা হচ্ছে এরূপ, এক ব্যক্তি একটি সুন্দর সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করলো। কিন্তু সে এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিলো। অত:পর লোকেরা এসে অট্টালিকাটি ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো এবং তারা বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলো- ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমিই সেই ইট আমি সর্বশেষ নবী।

(সহীহ বুখারি ৪/৩৫৩৫)

عَنْ أَنَس قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ-

অর্থ: হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হই। (বুখারি ১/১৫; মুসলিম ১/৪৪৪)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي-

অর্থ: হজরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সে মহান সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে, মূসাও যদি তোমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তোমরা তার অনুস্মরণ করো, আর আমাকে তোমরা পরিত্যাগ করো, তবে তোমরা নিশ্চিতরূপে সঠিক সত্য পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বাস্তবিক অর্থে মূসা যদি এখন জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুওয়তের সময় পেতেন, তবে নিশ্চয়ই তিনিও আমার অনুস্মরণ করতেন। (দারেমি ও মুসনাদে আহমাদ)

আখেরাত

আয়াত:

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [١:٤]

অর্থ: যিনি বিচার দিনের মালিক। (সূরা ফাতিহা: আয়াত ৪)

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ [٢:١٢٣]

অর্থ: তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও সুপারিশ ফলপ্রদ হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

(সূরা বাকারাহ: আয়াত ১২৩)

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا [١٧:١٤]

অর্থ: পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট।

(সূরা বনি-ইসরাইল: আয়াত ১৪)

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا [١٨:١٠٠]

অর্থ: সেদিন আমি কাফেরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপস্থিত করব।

(সূরা ফাতিহা: আয়াত ৪)

هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ [٣٦:٦٣]

অর্থ: এই সে জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো।

(সূরা ইয়াসিন: আয়াত ৬৩)

হাদিস:

عَنِ اِبْن عُمَر يَقُول قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُر إِلَى يَوْم الْقِيَامَة كَأَنَّهُ رَأْي عَيْن فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْس كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاء اِنْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاء اِنْشَقَّتْ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি কিয়ামতের দৃশ্য দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিক্বাক পাঠ করে। (মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযী)

عن سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ قَالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لأَحَد . رواه البخاري

অর্থ: সাহল ইবনে সায়াদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন মথিত আটার রুটির ন্যায় লালিমাযুক্ত শ্বেতবর্ণ জমিনে একত্রিত করা হবে, যেখানে কারো কোনো ঘর-বাড়ির চিহ্ন থাকবে না। (মুসলিম ৪/২৭৯০)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ -

অর্থ: হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) নবী কারীম (সা.) -এর নিকট হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) মানুষের পা একবিন্দু নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এই পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে, ১. নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? ২. যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে? ৩. ধন-সম্পদ কোথা হতে উপার্জন করেছে? ৪. কোথায় তা ব্যয় করেছে? ৫. এবং সে (দীনের) যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? (তিরমিযী ৪/২৪১৬)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشِرُ عَشْرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ وَأَحْزَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ أَكْثَرَهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَأَشَدُّهُمُ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ أُولَئِكَ هُمُ الأَكْيَاسُ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الآخِرَةِ -

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো: হে আল্লাহর নবী (সা.) লোকদের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও সতর্ক ব্যক্তি কে? উত্তরে নবী (সা.) বললেন, লোকদের মধ্যে

যারা মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করে এবং তার জন্য যে সবচেয়ে বেশি প্রস্তুতি গ্রহণ করে সেই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার লোক। তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা উভয়ই লাভ করতে পারে। (তাবরানী ও মু'জামুস-সগীর)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَزِنُ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ثُمَّ قَرَأَ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন একজন মোটা-তাজা বড় লোককে হাজির করা হবে। আল্লাহর কাছে যার মর্যাদা একটা মশার ডানার সমানও হবে না। অত:পর রাসূল (সা.) অত্র আয়াত পাঠ করতে বললেন, "কিয়ামতের দিন তাদের জন্য মিযান কায়েম করবো না। কারণ, তাদের পরিমাপযোগ্য কোনো কাজ থাকবে না।" (বুখারী ৬/৪৭২৯; মুসলিম ৪/২৭৮৫)

ফেরেশতা

আয়াত:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [٣٥:١]

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক-তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখা বিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সক্ষম।

(সূরা ফাতির: আয়াত ১)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ [٢:٣٠]

অর্থ: আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে, যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ৩০)

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ [٢٦:١٩٣]

অর্থ: বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে।

(সূরা শু'আরা: আয়াত ১৯৩)

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ [٣٨:٧٣]

অর্থ: অত:পর সমস্ত ফেরেশতাই একযোগে সেজদায় নত হল।

(সূরা সোয়াদ: আয়াত ৭৩)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ [٤١:٣٠]

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অত:পর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুতি জান্নাতের সুসংবাদ শোন। (সূরা হা-মীম সেজদাহ: আয়াত ৩০)

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ [٨٢:١٠]

অর্থ: অবশ্যই তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে।

(সূরা ইনফিতার: আয়াত ১০)

হাদিস:

عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم »يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيجْتَمِعُونَ في صَلاَةِ الصُّبْحِ وَصَلاَةِ العَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ- وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ -كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.«متفقٌ عَلَيْهِ.

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের নিকট রাত্র-দিন পালাক্রমে ফেরেশতা আসা-যাওয়া করেন এবং তারা ফজর ও আছরের সময় একত্রিত হন। অত:পর যারা তোমাদের সাথে রাত্রি যাপন করেছেন, তারা আকাশে আরোহণ করেন। তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দাদের কী অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? অথচ তিনি বান্দাদের বিষয়ে অধিক জ্ঞাত। উত্তরে তারা বলেন, তাদেরকে সালাত আদায় করতে দেখে এসেছি এবং তাদের কাছে সালাত আদায়রত অবস্থায় গিয়েছিলাম। (বুখারী ১/৫৫৫; মুসলিম ১/৬৩২)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي السَّمَوَاتِ السَّبْعِ مَوْضِعُ قَدَمٍ وَلا شِبْرٍ وَلا كَفٍّ إِلا وَفِيهِ مَلَكٌ قَائِمٌ أَوْ مَلَكٌ رَاكِعٌ أَوْ مَلَكٌ سَاجِدٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالُوا جَمِيعًا سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ إِلا أَنَّا لَمْ نُشْرِكْ بِكَ شَيْئًا-

অর্থ: হজরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আকাশে ফেরেশতা ছাড়া পা ফেলার মতো এক বিঘত বা হাতের তালু পরিমাণ স্থানও খালি রাখেন নি। তাঁরা কেউ দণ্ডায়মান, কেউ সিজদায় এবং কেউ রুকুতে রত আছেন। তাঁরা কিয়ামতের দিন এক বাক্যে বলে উঠবেন, তোমারই প্রশংসা হে আল্লাহ! আমরা তোমার উপযুক্ত ইবাদাত করতে পারি নি, তবে তোমার সাথে কাউকেও শরীক করি নি। (তাবরানী ২/১৭৫১)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَلَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ كُلُّ جَنَاحٍ مِنْهَا قَدْ سَدَّ الْأُفُقَ يَسْقُطُ مِنْ جَنَاحِهِ مِنَ التَّهَاوِيلِ وَالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ مَا اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) জিবরাঈলকে তাঁর নিজ আকৃতিতে দেখেছেন। তাঁর ছয়শত পাখা রয়েছে, প্রত্যেকটি পাখা আকাশের কিনারা পর্যন্ত পৌঁছেছে।

তাঁর পাখা হতে বিভিন্ন রংয়ের মণি-মুক্তা, ইয়াকুত ঝরে, যে সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। (উসূলুল ঈমান খ. ১, পৃ. ৯৩)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ- سنن أبي داود

অর্থ: হজরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমাকে আল্লাহর আরশ বহনকারী একজন ফেরেশতা সম্পর্কে কিছু বলতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর কানের লতি হতে গর্দান পর্যন্ত সাত শত বছরের রাস্তা। (আবু দাউদ ৪/৪৭২৭)

কিতাবুল্লাহ/আল্লাহর কিতাব

আয়াত:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ [٢:٢]

অর্থ: এ সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ২)

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ [٨٥:٢١]

অর্থ: বরং এটা মহান কুরআন। (সূরা বুরুজ: আয়াত ২১)

تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ [٤٥:٢]

অর্থ: পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ কিতাব। (সূরা জাসিয়াহ: আয়াত ২)

يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا [١٩:١٢]

অর্থ: হে ইয়াহইয়া! দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ কর। আমি তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম। (সূরা মারইয়াম: আয়াত ১২)

হাদিস:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُّصَدَّقٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ-

অর্থ: হজরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কুরআন সুপারিশকারী যার সুপারিশ কবুল করা হবে এবং এমন বিতর্ককারী যার সত্যায়ন করা হবে। অতএব যে কুরআনকে নিজের সামনে রাখবে, কুরআন তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। আর যে কুরআনকে নিজের পেছনে রাখবে, কুরআন তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। (সহীহ ইবনু হিব্বান: হাদিস নং ১২৪, শুয়াবুল ঈমান: ১৮৫৫)

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَبْشِرُوا أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا-

অর্থ: হজরত আবু শুরাইহ্ আল খুজাঈ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের সামনে বেরিয়ে এলেন অত:পর বললেন, তোমরা সু-সংবাদ গ্রহণ করো। তোমরা কি সাক্ষ্য দাওনা যে, আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল? সবাই বলল, হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এই কুরআন একটি রজ্জু যার একটি প্রান্ত আল্লাহ তায়ালার হাতে এবং আরেকটি প্রান্ত তোমাদের হাতে। অতএব তোমরা এটাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। নিশ্চয়ই তোমরা এরপর আর কখনো পথভ্রষ্ট হবে না এবং ধ্বংসও হবে না। (ইবনে হিব্বান: হাদিস ১২২, মু'জামুল কাবীর: হাদিস ৪৯১)

عَنْ عُثْمَانَ رَضِي اللَّهم عَنْهم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ -

অর্থ: হজরত ওসমান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। (সহীহ বুখারী: হাদিস ৫০২৭, আবু দাউদ: হাদিস ১৪৫২)

তাকদির

আয়াত:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ [٢:٦]

অর্থ: নিশ্চিতই যারা কাফের হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না।
(সূরা বাকারাহ: আয়াত ৬)

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [٣:٢٦]

অর্থ: বলুন! ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ২৬)

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا [٤:٧٨]

অর্থ: তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও। বস্তুত তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও, এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে, যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না। (সূরা নিসা: আয়াত ৭৮)

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ [٥٠:٢٩]

অর্থ: আমার কাছে কথা রদবদল হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই। (সূরা ক্বফ: আয়াত ২৯)

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ [٥٤:٤٩]

অর্থ: আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি।
(সূরা ক্বামার: আয়াত ৪৯)

হাদিস:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب فقال ربِّ وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة۔

অর্থ: হজরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন, অত:পর বললেন লিখ! অত:পর বলা হল কি লিখব? কিয়ামত সংগঠিত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর তাকদীর লিখ।

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة۔

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আসমান-জমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৃষ্টির তাকদীর লিখেছেন।

বা'স বা'দাল মাউত/পুনরুত্থান

আয়াত:

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ [٦:٣٦]

অর্থ: তারাই মানে, যারা শ্রবণ করে। আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করে উত্থিত করবেন। অত:পর তারা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

(সূরা ক্বামার: আয়াত ৪৯)

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [٣٠:٥٦]

অর্থ: যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে, তারা বলবে আমরা আল্লাহর কিতাব মতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছি। এটাই পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা তা জানতে না। (সূরা রুম : আয়াত ৫৬)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ [٢٢:٥]

অর্থ: হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অত:পর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। (সূরা হাজ্জ: আয়াত ৫)

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ [٢٢:٧]

অর্থ: এবং এ কারণে যে, কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, কবরে যারা আছে, আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। (সূরা হাজ্জ: আয়াত ৭)

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ [٣١:٢٨]

অর্থ: তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান বৈ নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন।

(সূরা লোকমান: আয়াত ২৮)

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ [٢٦:٨٧]

অর্থ: এবং পূনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করো না।

(সূরা শু'আরা: আয়াত ৮৭)

হাদিস:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولانِ مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولانِ مَا دِينُكَ ؟ فَيَقُولُ دِينِيَ الإِسْلامُ فَيَقُولانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ -

অর্থ: হজরত বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, (মৃতব্যক্তিকে কবরস্ত করার পর) তার শরীরে রূহ ফিরিয়ে দেয়া হয়। অত:পর তার নিকট দুইজন ফেরেশতা আগমন করে এবং তাকে বসায় অত:পর তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার প্রতিপালক কে? অত:পর সে (মৃতব্যক্তি মুমিন হলে) বলবে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। অত:পর তারা জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার দীন কী? সে বলবে আমার দীন ইসলাম। অত:পর তারা জিজ্ঞাসা করবেন এই ব্যক্তি কে? যাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। সে বলবে, তিনি আল্লাহর রাসূল।

ইলম ও তারবিয়াত

ইলম

আয়াত:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ [٩٦:٣]

অর্থ: পাঠ করুন! আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা-দয়ালু। (সূরা আলাক্ব: আয়াত ৩)

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ [٥٨:١١]

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। (সূরা মুজাদালাহ: আয়াত ১১)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ [١٣:١٦]

অর্থ: বলুন! অন্ধ চক্ষুষ্মান কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি অন্ধকার ও আলো সমান হয়। (সূরা রা'দ: আয়াত ১৬)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ [٣٩:٩]

অর্থ: বলুন! যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান। (সূরা যুমার: আয়াত ১১)

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ [٣٥:٢٨]

অর্থ: আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাময়। (সূরা ফাতির: আয়াত ২৮)

হাদিস:

عن أنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنه قالَ طَلَبُ العِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىْ كُلِّ مُسْلِمٍ- رواه ابن ماجه

অর্থ: হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর ওপর ইলম (দ্বীনি ইলম) শিক্ষা করা ফরজ। (ইবনে মাজাহ খণ্ড ১ম পৃ. ২০ হাদিস ২২৪)

عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ–

অর্থ: হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, একজন ফকীহ (দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি) শয়তানের মোকাবেলায় একহাজার মূর্খ আবেদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী । (তিরমিযী খণ্ড ২য় পৃ. ৯৭ হাদিস ২৬৮১)

عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنْ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا-

অর্থ: হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, রাতের কিছু সময় ইলমে দীনের পারস্পরিক আলোচনা করা সারারাত জেগে ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম। (দারেমী খণ্ড ১ম পৃ. ১৫৭ হাদিস ৬১৯)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ-

অর্থ: হজরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দু'ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তাদের একজন আলেম অপরজন আবেদ। তখন হুজুর (সা.) বললেন, তোমাদের মধ্যে একজন সাধারণ মুসলমানের তুলনায় আমার মর্তবা যত বড়, একজন বে-ইলম আবেদের চেয়ে একজন আলেমের মর্তবা তত বড়। (তিরমিযী খণ্ড ২য় পৃ. ৯৮ হাদিস ২৬৮৫)

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا حَسَدَ إِلا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কারীম (সা.) কে বলতে শুনেছি, কোন ক্ষেত্রেই হিংসা করার অনুমতি নেই; দু'টি ক্ষেত্র ব্যতিত। একটি হলো- কোন লোককে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন, সে তা সত্যপথে ব্যয় করার জন্য নিয়োজিত রয়েছে। অপরটি- কোন লোককে আল্লাহ হিকমত দান করেছেন, সে তা দ্বারা ন্যায়বিচার করে এবং অপর লোককে শিক্ষা দেয়। (সহীহ বুখারি খণ্ড ২ পৃ. ৫১ হাদিস ৫০২৫)

তারবিয়াত

আয়াত:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ [٦٢:٢]

অর্থ: তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

(সূরা জুমু'আহ: আয়াত ২)

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ [٢:١٥١]

অর্থ: যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না।

(সূরা বাকারাহ: আয়াত ১৫১)

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ [٩٦:٥]

অর্থ: যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (সূরা আলাক্ব: আয়াত ৫)

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ [٣:٤٨]

অর্থ: আর তাকে তিনি শিখিয়ে দেবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত, ইঞ্জিল।

(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৪৮)

الرَّحْمَٰنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ [٥٥:٤]

অর্থ: করুণাময় আল্লাহ। শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। (সূরা আর রাহমান: আয়াত ১-৪)

হাদিসঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّما بُعُثتُ مُعَلِّما –

অর্থঃ নবী কারীম (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি প্রশিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। (দারেমী খণ্ড ১ম পৃ. ১০৫)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاقًا-

অর্থঃ হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম। (সহীহ বুখারী খণ্ড ১ম পৃ. ৫০৩ হাদিস ৩৫৫৯)

আমল ও তাযকিয়াহ

আমল

আয়াতঃ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا [٢٤:٥٥]

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। (সূরা নূরঃ আয়াত ৫৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ [٦١:٣]

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা যা করনা, তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক। (সূরা সফ: আয়াত ২-৩)

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ [٢:٢٥]

অর্থ: আর হে নবী (সা.) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। (সূরা বাকারাহঃ আয়াত ২৫)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ [٤١:٨]

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। (সূরা হা-মীম সেজদাহঃ আয়াত ৮)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ [٨٥:١١]

অর্থ: যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। এটাই মহাসাফল্য।
(সূরা বুরুজ: আয়াত ১১)

হাদিস:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ-

অর্থ: হজরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর স্থাপিত। ১. এ বলে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। ২. সালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত দেয়া। ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রমযান মাসে রোযা রাখা (সহীহ বুখারী: ১/৮)

عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذَاقَ طَعْمَ الإيمانِ مَنْ رَضِيَ بالله ربًّا وبالإسلام دينًا، وبمحمَّدٍ رَسُولاً - رواه مسلم

অর্থ: হজরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, সেই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ (সা.) কে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছে। (সহীহ মুসলিম খণ্ড ১ম পৃ. ৪৭ হাদিস ৩৪)

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ-

অর্থ: হজরত ক্বাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.) কে বলতে শুনেছি, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট, তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সকল মানুষ থেকে প্রিয় হই। (সহীহ বুখারি খণ্ড ১ম পৃ. ৭ হাদিস ১৫)

তাযকিয়াহ

আয়াত:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا [٩١:١٠]

অর্থ: যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (সূরা শামস: আয়াত ৯-১০)

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ [٨٧:١٥]

অর্থ: নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অত:পর নামায আদায় করে। (সূরা আ'লা: আয়াত ১৪-১৫)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ [٦٢:٢]

অর্থ: তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

(সূরা জুম’আহ: আয়াত ২)

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [٢:١٢٩]

অর্থ: হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।

(সূরা বাকারাহ: আয়াত ১২৯)

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [٢٤:٣٠]

অর্থ: মুমিনদেরকে বলুন! তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। (সূরা নূর: আয়াত ৩০)

হাদিস:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ فَمَا أَنْكَرَ قَلْبُكَ فَدَعْهُ-

অর্থ: হজরত নো’মান ইবনে বশির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই মানব দেহে একটি গোস্তপিণ্ড রয়েছে। ঐ গোস্তপিণ্ডটি যখন পরিশুদ্ধ হয়, মানুষের গোটা দেহ পরিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং ঐ গোস্তপিণ্ডটি যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে গোটা মানবদেহ নষ্ট হয়ে যায়। যেনে রেখ- সেই গোস্তপিণ্ডটি হলো মানুষের ক্বল্‌ব। (সহীহ মুসলিম খণ্ড ২য় পৃ. ২৮ হাদিস ১৫৯৯)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةً وَ صِقَالَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ –

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, এই নশ্বর জগতে সব জিনিসেই ময়লা পড়ে, এবং ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের ময়লা ছাড়াবার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা ও

যন্ত্র রয়েছে, (তেমনিভাবে) ক্বলবের ময়লা ছাড়াবার উপায় একমাত্র আল্লাহর জিকির। (মিশকাত শরীফ খণ্ড ১ম পৃ. ১৯৯ হাদিস ২২৮৬)

তাবলীগ

আয়াত:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ [٧٤:٣]

অর্থ: হে চাদরাবৃত! উঠুন, সতর্ক করুন, আপন পালনকর্তার মাহাত্ম ঘোষণা করুন। (সূরা মুদ্দাস্‌সির: আয়াত ১-৩)

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ [٣:٣٣]

অর্থ: নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম (আ.) নূহ (আ.) ও ইব্রাহীম (আ.) এর বংশধর ও ইমরানের খান্দানকে নির্বাচিত করেছেন।

(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৩৩)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [٤١:٣٣]

অর্থ: যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলমান, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?

(সূরা হা-মীম সেজদাহ: আয়াত ৩৩)

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ[١٦:١٢٥]

অর্থ: আপন পালনকর্তার পথে আহবান করুন, জ্ঞানের কথা দিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। (সূরা নাহল: আয়াত ১২৫)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [٣:١١٠]

অর্থ: তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাঁধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।
(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১১০)

হাদিস:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً۔

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত জানলেও তা অপরের কাছে পৌঁছে দাও। (সহীহ বুখারী খণ্ড ১ম পৃ. ৪৯৯ হাদিস ৩৪৬১)

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ۔

অর্থ: হজরত হুজায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন- অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখবে; নতুবা তোমাদের ওপর শিঘ্রই আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হবে। অত:পর তোমরা (তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য) আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকবে; কিন্তু তিনি তোমাদের দোয়া কবুল করবেন না। (তিরমিযী খণ্ড ২য় পৃ. ৪০ হাদিস ২১৬৭)

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يُغَيِّرُوا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا۔

অর্থ: হজরত জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কারীম (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, একটি জাতির মধ্যে যদি কোন এক ব্যক্তি পাপ কাজে লিপ্ত হয়, আর উক্ত জাতির লোকেরা শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত না রাখে, আল্লাহ সে জাতির ওপর মৃত্যুর পূর্বেই এক ভয়াবহ আজাব চাপিয়ে দিবেন। (আবু দাউদ খণ্ড ২য় পৃ. ৫৯৬ হাদিস ৪৩৩৯)

তানযিম

আয়াত:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا [٣:١٠٣]

অর্থ: আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১০৩)

وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ [٣:١٠١]

অর্থ: আর যারা আল্লাহর কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে, তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে সরল পথের। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১০১)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ [٦١:٤]

অর্থ: আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগলানো প্রাচীর। (সূরা সফ: আয়াত ৪)

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا [٤:١٧٥]

অর্থ: অতএব, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে তিনি তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের আওতায় স্থান দেবেন এবং নিজের দিকে আসার মতো সরল পথে তুলে দেবেন।

(সূরা নিসা: আয়াত ১৭৫)

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [٣:١٠٤]

অর্থ: আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিৎ, যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।

(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১০৪)

হাদিসঃ

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللَّهُ أَمَرَنِى بِهِنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ فَقَالَ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ-

অর্থঃ হজরত নবী কারীম (সা.) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তা করার নির্দেশ দিয়েছেন- ১. সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করবে, ২. নেতার আদেশ মনোযোগ দিয়ে শুনবে, ৩. নেতার আনুগত্য করবে, ৪. হিজরত করবে আর ৫. আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি সাংগঠনিক জীবন থেকে এক বিঘত পরিমান দূরে সরে গেল (অর্থাৎ সংগঠন ত্যাগ করলো) সে ইসলামের রজ্জু তার গর্দান থেকে খুলে ফেলল। তবে সে যদি পূনরায় সংগঠনে প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের নিয়মনীতির দিকে মানুষকে আহবান জানায়, সে জাহান্নামী। তখন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে? তখন রাসূল (সা.) বললেন, যদিও সে রোজা রাখে, নামাজ পড়ে। (তিরমিযী খণ্ড ২য় পৃ. ১১৪ হাদিস ২৮৬৩)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَالإِسْلاَمَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ-

অর্থঃ হজরত আবুযর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সাংগঠনিক জীবন ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে যেন ইসলামের রজ্জু থেকে তার গর্দানকে আলাদা করে নিল। (সুনানে বায়হাকী খণ্ড ৮ম পৃ. ১৫৭ হাদিস ১৬৬১৪)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ قَالَ نَافِعٌ فَقُلْنَا لِأَبِي سَلَمَةَ فَأَنْتَ أَمِيرُنَا -
رواه أبو داود

অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, তিনজন লোক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কোথাও বের হলে তাদের একজনকে নেতা নির্বাচন করে নেওয়া উচিত। (আবু দাউদ খণ্ড ১ম পৃ. ৩৫১ হাদিস ২৬০৯)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ فَإِيَّاكُمْ وَالشَّيْطَانَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ-

অর্থ: হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, মেষপালের বাঘের মতো মানুষের বাঘ (শত্রু) হলো শয়তান। পাল থেকে বিচ্ছিন্ন কোন মেষকে সহজেই বাঘ ধরে নিতে পারে। সাবধান! তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়োনা; বরং সংঘবদ্ধ থাকবে। (মুসনাদে আহমাদ খণ্ড ৫ম পৃ. ২৩৩ হাদিস ২২০৯০)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য অস্বীকার করে সংগঠন পরিত্যাগ করলো এবং সে এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যু বরণ করলো। (সহীহ মুসলিম খণ্ড ২য় পৃ. ২২৭ হাদিস ১৮৪৮)

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْه لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ -

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, সংগঠন ছাড়া ইসলাম হয় না; নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন হয় না; আর আনুগত্য ব্যতিত নেতৃত্ব কল্পনা করা যায় না। (সুনানে দারেমী খণ্ড ১ম পৃ. ২৮৩)

ইনকিলাব

আয়াত:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ [٦١:٩]

অর্থ: তিনি তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্যদীন নিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবধর্মের ওপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (সূরা সফ: আয়াত ৯)

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ [٨:٦٠]

অর্থ: আর প্রস্তুত কর, তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শুক্রুদের ওপর এবং তোমাদের শক্রুদের ওপর। (সূরা আনফাল: আয়াত ৬০)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ [٨:٣٩]

অর্থ: আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। (সূরা আনফাল: আয়াত ৩৯)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ [٦١:٤]

অর্থ: আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগলানো প্রাচীর। (সূরা সফ: আয়াত ৪)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [٦١:١١]

অর্থ: হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ দিয়ে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। (সূরা সফ: আয়াত ১১)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ [٢:٢١٦]

অর্থ: তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ২১৬)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ [٣:١٤٢]

অর্থ: তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্য্যশীল। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৪২)

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا [٤:٧٥]

অর্থ: আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করুন, এখানকার অধিবাসীরা অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। (সূরা নিসা: আয়াত ৭৫)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ [٨:٦٥]

অর্থ: হে নবী, আপনি মুমিনদেরকে উৎসাহিত করুন! জিহাদের জন্য। (সূরা আনফাল: আয়াত ৬৫)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ [٩:٧٣]

অর্থ: হে নবী! কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফিকদের সাথে, তাদের ওপর কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল দোযখ এবং তা হলো নিকৃষ্ট ঠিকানা। (সূরা তাওবাহ: আয়াত ৭৩)

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [٩:٣٦]

অর্থ: আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (সূরা তাওবাহ: আয়াত ৩৬)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ [٩:١١١]

অর্থ: আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে অত:পর মারে ও মরে। (সূরা তাওবাহ: আয়াত ১১১)

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [٩:٤١]

অর্থ: তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার। (সূরা তাওবাহ: আয়াত ৪১)

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ [٩:٢٠]

অর্থ: যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম। (সূরা তাওবাহ: আয়াত ২০)

হাদিস:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ-

অর্থ: হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের জান, মাল ও মুখ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। (আবু দাউদ: খণ্ড ১ম, পৃ. ৩৩৯, হাদিস ২৫০৪, মুসনাদে আহমাদ: খণ্ড ৩য়, পৃ. ১২৪, হাদিস ১২২৫৪)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمانٌ بِاللهِ وَجِهادٌ في سَبيلِهِ-

অর্থ: হজরত আবুযর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম- হে আল্লাহর নবী! কোন আমলটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম? হুজুর (সা.) বললেন, আল্লাহর ওপর ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। (সহীহ বুখারি: খণ্ড ১ম, পৃ. ৩৪২, হাদিস ২৫১৮, সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১ম, পৃ. ৬২, হাদিস ৮৪)

জিহাদ

আয়াত:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ [٢٢:٣٩]

অর্থ: যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। (সূরা হজ্জ: আয়াত ৩৯)

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ [٤٧:٣٥]

অর্থ: অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহবান করিও না, তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহই তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না। (সূরা মুহাম্মাদ: আয়াত ৩৫)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ [٦٦:٩]

অর্থ: হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।

(সূরা তাহরীম: আয়াত ৯)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ [٨:٦٥]

অর্থ: হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে উৎসাহিত করুন, জিহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের ওপর থেকেও, তার কারণ ওরা জ্ঞানহীন।

(সূরা আনফাল: আয়াত ৬৫)

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [٩:٤]

অর্থ: তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অত:পর যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।

(সূরা তাওবাহ: আয়াত ৪)

হাদিস:

عَنْ أَبِي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ- رواه مسلِمٌ

অর্থ: **হজরত আবু সাঈদ খুদরী** (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বলতে শুনেছি- তোমাদের কেউ যদি (সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে) কোন অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে দেখে, তাহলে অন্যায়ের মূলোৎপাটনে সে যেন বাহুশক্তি প্রয়োগ করে। আর যদি এ পরিমাণ শক্তি অর্জিত না হয়, তাহলে যেন বাকশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়ের মূলোৎপাটনে সচেষ্ট হয়। যদি সে পরিমাণ শক্তি অর্জিত না হয়, তাহলে অন্তরে দৃঢ় পরিকল্পনা করবে, যেন অদূর ভবিষ্যতে অন্যায়ের উৎসমূল নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। এটা হলো ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।

(সহীহ মুসলিম: খণ্ড ১ম, পৃ. ৫১, হাদিস ৪৯, আবু দাউদ: খণ্ড ২য়, পৃ. ৫৯৬, হাদিস ৪৩৪০)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا -

অর্থ: হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহর পথে একটা সকাল অথবা একটা বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। (সহীহ বুখারী: খণ্ড ২য়, পৃ. ৯৪৯, হাদিস ৬৪৫১, সহীহ মুসলিম: খণ্ড ২য়, পৃ. ১৩৪, হাদিস ১৮৮১)

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وقَدْ دُمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلا إِصْبَعٌ دَمِيتِ - وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ-

অর্থ: হজরত যুনদুব ইবনে সুফিয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত, কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর একটি আঙ্গুল আঘাতে রক্তাক্ত হলে তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন। "তুমি তো একটি আঙ্গুল ছাড়া আর কিছুই নয়, তুমি তো আল্লাহর পথেই রক্তাক্ত হয়েছ। (সহীহ বুখারী: ৪/২৮০২)

খিলাফত

আয়াত:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ [٣٨:٢٦]

অর্থ: হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। (সূরা ছোয়াদ: আয়াত ২৬)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا [٢٤:٥٥]

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। (সূরা নূর: আয়াত ৫৫)

قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ [٧:١٢٩]

অর্থ: তারা বলল, আমাদের কষ্ট ছিল তোমার আগমনের পূর্বে এবং তোমার আগমনের পরে। তিনি বললেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশের প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর। (সূরা আ'রাফ: আয়াত ১২৯)

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ [١٠:١٤]

অর্থ: অত:পর আমি তোমাদেরকে জমীনে তাদের ওপর প্রতিনিধি বানিয়েছি যাতে দেখতে পারি তোমরা কি কর। (সূরা ইউনুস: আয়াত ১৪)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ [٢:٣٠]

অর্থ: আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন- আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়মিত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ৩০)

হাদিস:

عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا-

অর্থ: হজরত আব্দুর রহমান বিন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, আমাকে রাসূল (সা.) বলেছেন, তুমি নেতৃত্ব/পদ-পদবী চেয়ে নিবে না। কেননা তুমি যদি চাওয়ার মাধ্যমে নেতৃত্ব লাভ কর তবে তোমাকে উক্ত পদের হাওয়ালা করা হবে (অর্থাৎ আল্লহর পক্ষ থেকে কোন সাহায্য আসবে না)

আর যদি চাওয়া ব্যতীত তোমাকে নেতৃত্ব দেয়া হয় তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে সাহায্য করা হবে।

عَنْ أَبُو بَكْرَةَ قَالَ انى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ-

অর্থ: হজরত আবু বকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি রাগান্বিত অবস্থায় বিচারক কোনভাবেই দুই ব্যক্তির (বাদী-বিবাদী) মাঝে ফায়সালা করবে না।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ-

অর্থ: হজরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম এবং মাজলিসের দিক দিয়ে সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্টতম এবং মাজলিসের দিক দিয়ে দূরতম ব্যক্তি অত্যাচারী বাদশাহ।

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ-

অর্থ: হজরত ইবনে বুরাইদাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, বিচারক তিন প্রকার, তন্মধ্যে একজন জান্নাতী বাকী দু'জন জাহান্নামী। ১. যে ব্যক্তি হক বুঝল এবং তদানুযায়ী বিচার করল সে জান্নাতী ২. যে ব্যক্তি হক বুঝল কিন্তু তদানুযায়ী বিচার করল না বরং অত্যাচার করল সে জাহান্নামী। ৩. যে ব্যক্তি অজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার করলো সে জাহান্নামী ।

عَنْ أُمِّ حُصَيْنٍ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ قَالَتْ أَرَاهُ قَالَ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا-

অর্থ: হজরত উম্মে হুসাইন (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যদি তোমাদের ওপর নাক কর্তিত কোন গোলামকেও কর্তৃত্ব দেয়া হয় তিনি তোমাদেরকে কিতাবুল্লাহ দ্বারা পরিচালনা করেন তবে তোমরা তার কথা শ্রবণ কর এবং আনুগত্য করো।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا -أخرجه مسلم

অর্থ: হজরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি দুইজন শাসক তোমাদের কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করে তবে দ্বিতীয় জনকে হত্যা করো।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ-

অর্থ: হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে আল্লাহ আমার উম্মতের যে কোন বিষয়ে যদি কাউকে কর্তৃত্ব দেয়া হয় এবং সে তাদেরকে কষ্ট দেয় তুমিও তাদেরকে কষ্ট দাও। আর যদি সে প্রজাবর্গের সাথে সদয় হয় তুমিও তাদের সাথে সদয় হও।

عن أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَكُونُوا كَذَلِكَ يُؤَمَّرُ عَلَيْكُمْ-

অর্থ: হজরত আবূ ইসহাক (রহ.) তার বাবার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা যেমন হবে তোমাদের শাসকও তেমন হবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ-

অর্থ: হজরত আবদুল্লাহ বিন আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিচারকের সাথেই রয়েছেন যাবৎ না বিচারক সীমালঙ্ঘন করেছে (অত্যাচার করেছে) বিচারক যখন অত্যাচার করে

আল্লাহ তার নিকট হতে দূরে সরে যান এবং শয়তান তার সাথে লেগে থাকে।

বাই'আত

আয়াত:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٦٠:١٢]

অর্থ: হে নবী! ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের বাই'আত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের বাই'আত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (সূরা মুমতাহিনাহ্: আয়াত ১২)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ [٤٨:١٠]

অর্থ: যারা আপনার কাছে আনুগত্যের বাই'আত করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের বাই'আত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর রয়েছে।

(সূরা ফাত্হ: আয়াত ১০)

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا [٤٨:١٨]

অর্থ: আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অত:পর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (সূরা ফাত্হ: আয়াত ১৮)

হাদিস:

عن ابى عبد الرحمن قال سمعت رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

অর্থ: হজরত আবূ আব্দুর রহমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে বায়আতের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল না, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুই বরণ করে নিল। (মুসলিম)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَةِ فِي العُسْرِ وَاليُسْرِ وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالحَقّ أَيْنَمَا كُنّا لاَ نَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لاَئِمٍ- متفق عليه

অর্থ: হজরত উবাদা বিন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাতে এই মর্মে বায়আত গ্রহণ করেছি, যে আগ্রহ, অনাগ্রহ সর্বাবস্থায় শ্রবণ এবং আনুগত্যে অটল থাকবো। কোন বিষয়েই আমীরের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবনা। সদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো। যেখানেই থাকি হক্ব কথা বলবো এবং এ ব্যাপারে কোন তিরস্কারীর তিরস্কার পরোয়া করবো না।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعْنَاهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَيَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাতে শ্রবণ এবং আনুগত্যের ব্যাপারে বাই’আত গ্রহণকালে তিনি আমাদের বলতেন, তোমাদের সাধ্যানুযায়ী।

عَنْ مُجَاشِعِ السَّلْمِيِّ قال أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَا وأَخِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ قَدْ مَضَتِ الْهِجْرَةُ لأَهْلِهَا فَقُلْتُ عَلَى مَا نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قال عَلَى الإِسْلاَمِ والْجِهَادِ-

অর্থ: হজরত মুজাশি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার ভাইকে নিয়ে রাসূলাল্লাহ (সা.) এর দরবারে হাজির হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আমাদেরকে হিজরতের বায়আত করান। রাসূল (সা.) বললেন, (হিজরতের বায়আত তো আর হবে না) হিজরত তো আপন সাথী (মুহাজির) সহকারে গত হয়ে গিয়েছে। আমরা বললাম, তবে কিসের ওপর বায়আত করাবেন? রাসূল (সা.) বলেন, ইসলাম এবং জিহাদের ওপর।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ولا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ-

অর্থ: হজরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ (সা.) বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ পাক তিন প্রকার মানুষের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ কঠিন শাস্তি (তন্মধ্যে একজন সে ব্যক্তি) যে কোন ইমামের হাতে কেবল দুনিয়াবী ফায়দা হাসিলের জন্য বাই'আত করে। সে যা চায় ইমাম যদি তা দেয় তবে বায়আতে গৃহীত শর্তাবলী পুরা করে অন্যথায় নয়। (বুখারী : হাদীস নং ৬৯২৩, পৃ: ১০৭১, ২য় খণ্ড, ২৯নং পারা)

ইসলামী রাজনীতি

আয়াত:

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا [٤:١٠٥]

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না। (সূরা নিসা: আয়াত ১০৫)

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ [٥:٤٩]

অর্থ: আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন, যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তার মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহের কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান।(সূরা মায়িদাহ: আয়াত ৪৯)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ [٤٢:١٠]

অর্থ: তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে সোপর্দ। ইনিই আল্লাহ আমার পালনকর্তা আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং তাঁরই অভিমুখী হই। (সূরা শু'রা: আয়াত ১০)

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ [٥:٥٠]

অর্থ: তারা কি জাহিলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে? (সূরা মায়িদাহ: আয়াত ৫০)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ [١٣:٤١]

অর্থ: তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সমানে সঙ্কুচিত করে আসছি? আল্লাহ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।
(সূরা রা'দ: আয়াত ৪১)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [٥:٤٤]

অর্থ: যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের। (সূরা মায়িদাহ: আয়াত ৪৪)

হাদিস:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِـي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বনি ইসরাইলদের নেতৃত্ব দিতেন নবীগণ। যখনই একজন নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখনই তারপরে আরেকজন নবী আসতেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই। আমার পরে হবে খলিফা এবং তাদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে। সাহাবায়ে কেরামগণ বললেন, তাহলে (তাদের ব্যাপারে) আমাদেরকে আপনি কি নির্দেশ দিবেন? রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা একজনের পর অপরজন ধারাবাহিকভাবে সকলের বাইয়াত পূর্ণ কর। তোমরা তাদেরকে তাদের অধিকার পূর্ণ করে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের অধিনস্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। (বুখারী : বাবু মা-যুকিরা আন বনী ইসরাঈল, ৩১৯৬)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِـي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ وَيَعْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَسَيَكُونُ

بَعْدَهُمْ خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ مَا لا يَعْلَمُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ أَنْكَرَ بَرِئَ وَمَنْ أَمْسَكَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণীত, রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার পরে এমন কিছু খলিফা আসবেন যারা তাদের জ্ঞান অনুসারে আমল করবেন এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হবে তারা তা পালন করবেন। আর তাদের পরে এমন কিছু শাসক আসবে তারা যা জানে না তার ওপর আমল করবে এবং তারা তা করবে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়নি। অত:পর যে তাদের অস্বীকার করবে সে দায়মুক্ত। আর যে (তাদের আনুগত্য থেকে) বিরত থাকবে সেও দায়মুক্ত। তবে যে (তাদের প্রতি) সন্তুষ্ট থাকবে ও তাদের অনুস্মরণ করবে (সে দায়বদ্ধ হবে)। (সহীহ ইবনে হিব্বান : যিকরুল বায়ানি বিআন্নাল মুলুকা ইউতলাকু আলাইহিম)

ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি

আয়াত:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [٩:٤]

অর্থ: তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অত:পর যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন।

(সূরা তাওবাহ: আয়াত ৪)

وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ [٩:١٢]

অর্থ: আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কেন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে।
(সূরা তাওবাহ: আয়াত ১২)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [٩:٧]

অর্থ: মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহর নিকট ও তাঁর রাসূলের নিকট কিরূপে বলবৎ থাকবে। তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ মসজিদুল-হারামের নিকট। অতএব, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য সরল থাকে, তোমরাও তাদের জন্য সরল থাক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন। (সূরা তাওবাহ: আয়াত ৭)

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ(٢٠) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ [١٣:٢٠]

অর্থ: যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা বোধশক্তি সম্পন্ন। এরা এমন লোক, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।(সূরা রা'দ: আয়াত ২০-২১)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا [١٧:٣٤]

অর্থ: আর এতিমের মালের কাছেও যেয়ো না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাংঙ্খা ছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পন করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
(সূরা বনি ইসরাইল: আয়াত ৩৪)

হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, যে আল্লাহর প্রতি ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন কল্যাণকর কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে। (মুসলিম : বাবুল হসসি আলা ইকরামিল জারি, ওয়াদ দইফি, ৬৯)

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ غَزَاهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدَرَ فَنَظَرُوا فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدُّ عُقْدَةً وَلَا يَحُلُّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ-

অর্থ: হজরত সুলাইম ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত মুয়াবিয়া ও রোমবাসিদের মাঝে একটি চুক্তি লিপিবদ্ধ ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ না হতেই মুয়াবিয়া (রা.) তার বাহিনী নিয়ে রোম সীমান্তের দিকে রওয়ানা করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই তিনি তাদের ধাওয়া করবেন। পথিমধ্যে তার নিকট উপস্থিত হলো এক ঘোড় সাওয়ার। তিনি বলেছেন, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। চুক্তি রক্ষা করো, চুক্তি ভঙ্গ করোনা। তার দিকে তাকাতেই মুয়াবিয়া (রা.) দেখলেন, তিনি আমর বিন আবাসা (রা.) । মুয়াবিয়া (রা.) বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, যার সাথে কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি হয় তার পক্ষে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে তাতে কোন পরিবর্তন সাধন করা বৈধ নয়। তার পরে

এটাও বৈধ নয় যে সে চুক্তি শত্রুর পক্ষে নিক্ষেপ করবে। হাদীস শুনে মুয়াবিয়া (রা.) তার সৈন্য নিয়ে ফিরে আসলেন। (তিরমিযী : বাবু মা-জালা ফিল গাদরি, ১৫০৬)

عَنْ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ مَكَّةَ كَتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا وَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لا تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ كُنْتَ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ امْحُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلا يَدْخُلُونَهَا إِلا بِجُلْبَانِ السِّلاحِ -

অর্থ: হজরত বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন রাসূল (সা.) হুদায়বিয়ার সন্ধিতে সন্ধিবদ্ধ হলেন, তখন হজরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) সন্ধির বিষয়গুলো লিখলেন। আর তিনি লিখলেন, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)" মুশরিকরা (আপত্তি তুলে) বলল, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বাক্যটি লিখবেনা। যদি তুমি রাসূলই হয়ে থাক, তাহলে তো আমরা তোমার সাথে লড়াই করতাম না। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) আলী (রা.) কে বললেন, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বাক্যটি মুছে ফেল। আলী (রা.) বললেন, এটা মুছে ফেলার মত এমন কাজ আমি পারবো না। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর নিজ হাত দ্বারা "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অংশটি মুছে ফেললেন। আর তাদের সাথে এই মর্মে সন্ধিবদ্ধ হলেন যে, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ তিন দিনের বেশির জন্য মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না। আর সাথে কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী : বাবু কাইফা ইউকতাবু হাযা মা সলাহা ২৫০০)

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা

আয়াত:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ [٢٢:٤١]

অর্থ: তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভূক্ত। (সূরা হজ্জ: আয়াত ৪১)

হাদিস:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً-

অর্থ: হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার নেতার মাঝে এমন কিছু দেখে যা অপছন্দনীয়, সে যেন ধৈর্য্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা থেকে এক বিঘত পরিমাণ বেরিয়ে গেল, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।

(বুখারী : বাবু ক্বাওলিন নাবিয়্যি ছাতারাওনা বা'দি উমুরান তুনকিরুনাহু, ৬৫৩০)

عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنْ إِجْلاَلِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِى فِيهِ وَالْجَافِى عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِى السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ-

অর্থ: হজরত আবু মূসা আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, কুরআনের বাহক যদি তাতে অতিরঞ্জিত কিছু না করে তাকে সম্মান করা এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার অন্তর্ভূক্ত।

(আবু দাউদ : বাবুন তানজিলিন্নাসি মানাজিলাহুম, ৪২০৩)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي ثَلاثٌ الاسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ وَحَيْفُ السُّلْطَانِ وَالتَّكْذِيبُ بِالْقَدَرِ-

অর্থ: হজরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ে আশংকা করি। ১. তারকারাজির মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা। ২. শাসকদের পক্ষ থেকে অত্যাচার। ৩. তাকদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। (আহমদ : হাদীসু জাবের ইবনে সামুরাতা, ১৯৯১৬)

ইসলামী অর্থব্যবস্থা

আয়াত:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [٢:٢٧٥]

অর্থ: যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মত! অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অত:পর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [٢:١٨٨]

অর্থ: তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না। এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [٤:٢٩]

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ [٣٥:٢٩]

অর্থ: যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে, এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না।

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [٥١:١٩]

অর্থ: এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক ছিল।

হাদিস:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ফরজ ইবাদাতের পরে হালাল রুজির সন্ধান করাও ফরজ।

(বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমান ৮৪৮২, আলবানী একে জয়ীফ বলেছেন)

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ

وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي-

অর্থ: হজরত আবু হুমাইদি আস সায়েদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) একদা বনিসুলাইম গোত্রের ইবনুল লতাবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত উত্তোলনের কাজে নিযুক্ত করলেন। অত:পর যখন (যাকাত) সে হিসেব দিতে আসল সে বলল, এটা তোমাদের সম্পদ আর এটা আমার জন্য হাদিয়া (হিসেবে দেওয়া হয়েছে)। অত:পর রাসূল (সা.) বললেন, তুমি কি তোমার পিতা মাতার ঘরে বসে থাকতে পারলে না, অত:পর দেখতে তোমার জন্য হাদিয়া নিয়ে আসা হয় কি না? যদি তুমি তোমার দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক! অত:পর রাসূল (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করলেন, আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও তাঁর গুণ-কীর্তন করলেন, অত:পর বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে কোন কাজে নিযুক্ত করি যে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। অত:পর সে (কর্মকর্তা) এসে বলে, এটা তোমাদের সম্পদ আর এটা আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দেয়া হয়েছে। তাহলে সে কি তার পিতা মাতার ঘরে বসে থাকতে পারে না, দেখুক কেউ তার জন্য হাদিয়া নিয়ে আসে কি না? আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ যখন অন্যায়ভাবে কোন কিছু গ্রহণ করে, অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে এগুলো (কাঁধে) বহণ করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমনভাবে, সে উট বহণ করবে আর তা ছিঁ ছিঁ করবে, অথবা গাভী বহণ করবে যা হাম্বা হাম্বা করবে অথবা বকরি বহণ করবে যা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে চিৎকার করবে। অত:পর রাসূল (সা.) তাঁর হাত এমনভাবে উত্তোলন করলেন যে তার বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি আমার

দায়িত্ব পৌঁছিয়ে দিয়েছি? (রাসূল সা. এর এই অবস্থা) আমার চোখ দেখেছে এবং আমার কান শ্রবণ করেছে।
(বুখারী : বাবু ইহতিয়ালিলআমেলে লিইউহদা লাহু, ৬৪৬৪)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيّ و الى فأنا أولى بالمؤمنين-

অর্থ: হজরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুমিনদের জন্য আমার ভালোবাসা তার নিজসত্তার চাইতেও বেশি। যে ব্যক্তি (মৃত্যু বরণের সময়) সম্পদ রেখে গেল, তা তার পরিবার পরিজনের জন্য। আর যে ব্যক্তি ঋণ বা অসহায় সন্তান রেখে গেল তার দায় দায়িত্ব আমার ওপর। কেননা মুমিনদের প্রতি আমার ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি। (সহীহ ইবনু হিব্বান : ফাসলুন ফিস সালাতি আলাল জানাযাতি, ৩১২৭)

ইসলামী বিচারব্যবস্থা

আয়াত:

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا [٤:١٠٥]

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না।
(সূরা নিসা: আয়াত ১০৫)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [٤:٥٨]

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের

কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায় ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। (সূরা নিসা: আয়াত ৫৮)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ [٥٧:٢٥]

অর্থ: আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিবেন, কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (সূরা হাদিদ: আয়াত ২৫)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [١٦:٩٠]

অর্থ: আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (সূরা নাহল: আয়াত ৯০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا [٤:١٣٥]

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চাইতে বেশি। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা

পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পর্কেই অবগত।

(সূরা নিসা: আয়াত ১৩৫)

হাদিস:

عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرٍ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ ومَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, সাবধান! তোমরা সবাই রাখালের ন্যায় দায়িত্বশীল এবং [কিয়ামতের দিন] প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি লোকদের ওপর আমীর [নেতা] হয়েছে, তাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, সে তার অধীনস্থদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছে? আর প্রত্যেক পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর স্ত্রী, তার স্বামীর ঘর-সংসার ও তার সন্তানাদির রক্ষণাবেক্ষণকারিণী, তাকে এসব ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। গোলাম তার মনীবের সম্পদের দায়িত্বশীল, তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতএব, তোমরা সকলে দায়িত্বশীল এবং তোমাদের সকলকে তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৭১৩৮, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ১৮২৯, সুনানু আবী দাউদ : হাদীস নং ২৯২৮)

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ الله في ظِلِّهِ يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ إمامٌ عادِلٌ وشابٌّ نَشَأَ في عِبادة الله تعالى ورَجُلٌ قَلْبُه مُعَلَّقٌ بالمساجد ورَجُلانِ تَحَابَّا في الله اجْتَمَعَا عليه

وتَفَرَّقَا عليه ورجلٌ دَعَتْه امْرأةٌ ذاتُ مَنْصِبٍ وجَمَالٍ فقال إِنِي أَخاف الله ورجلٌ تصدَّق بصَدَقَةٍ فأَخْفَاهَا حتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُه ما تُنْفِقُ يَمِينُه ورجلٌ ذكر الله خالياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে নবী কারীম (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সাত ব্যক্তি এমন রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আরশের ছায়ার নীচে স্থান দিবেন। যেদিন তাঁর আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। [অর্থাৎ কিয়ামতের দিন]। [১] ন্যায়পরায়ণ শাসক। [২] ওই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে বেড়ে ওঠে। [৩] ওই ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদের সাথে লেগে থাকে। [৪] ওই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্যই একে অপরকে ভালোবাসে। আল্লাহর ভালোবাসাকে কেন্দ্র করেই তারা একত্রিত হয় আবার একে কেন্দ্র করেই তার বিচ্ছিন্ন হয়। [৫] ওই ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চ বংশধারী ও সুন্দরী রমণী [অপকর্মের] দিকে আহ্বান করে। তখন সে [তার ডাকে সাড়া না দিয়ে] বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি। [৬] ওই ব্যক্তি যে এমন গোপনভাবে আল্লাহর পথে ব্যয় করে যে তার বাম হাত জানে না, তার ডান হাত কি ব্যয় করেছে। [৭] ওই ব্যক্তি যে নির্জনে বসে আল্লাহকে ডেকেছে এভাবে তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এসেছে।

(সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৬৬০, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ১০৩১, সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ২৩৯১)

ন্যায়বিচার

আয়াত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [٥:٨]

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও

ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর! এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।
(সূরা নিসা: আয়াত ১৩৫)

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ [٤٢:١٥]

অর্থ: সুতরাং আপনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং হুকুম অনুযায়ী অবিচল থাকুন আপনি তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবেন না। বলুন, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সমবেত করবেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন হবে। (সূরা শু'রা: আয়াত ১৫)

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ [٣٨:٢٢]

অর্থ: যখন তারা দাউদের কাছে অনুপ্রবেশ করল, তখন সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা বলল, ভয় করবেন না; আমরা বিবদমান দুটি পক্ষ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব, আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।
(সূরা ছোয়াদ: আয়াত ২২)

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ [٣٨:٢٦]

অর্থ: হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর

অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়। (সূরা ছোয়াদ: আয়াত ২৬)

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا [٦٥:٢]

অর্থ: অত:পর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে। এর দ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন। (সূরা তালাক্ব: আয়াত ২)

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ [٩٥:٨]

অর্থ: আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্টতম বিচারক নন?
(সূরা ত্বীন: আয়াত ৮)

হাদিস:

عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ-

অর্থ: হজরত ইবনে বুরাইদা হতে তার পিতার সূত্রে নবী কারীম (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেছেন, বিচারক তিন প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার জান্নাতী এবং দুই প্রকার জাহান্নামী। যে ব্যক্তি সত্য ও বাস্তবতা জেনে সে অনুযায়ী বিচার করে, সে জান্নাতী। আর যে সত্য বা বাস্তবতা জেনেও বিচারের ক্ষেত্রে যুলম করে, সে জাহান্নামী এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞতাস্বারে তথা সত্য ও বাস্তবতা সম্পর্কে না জেনেই মানুষের বিচার করে, সেও জাহান্নামী। (সুনানু আবী দাউদ : হাদীস নং ৩৫৭৩, সুনানু ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ২৩১৫, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ২১৭২, সহীহুল জামে' : হাদীস নং ৪৪৪৬)

عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عند الله على مَنَابِرَ من نُورٍ عن يَمِينِ الرَّحْمنِ وكلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, সুবিচারক লোক [কিয়ামতের দিন] মহান আল্লাহর নিকট তাঁর ডান হাতের পার্শ্বে (মহান আল্লাহর উভয় হাতই ডান হাত) নূরের মিম্বরের ওপর বসা থাকবে। যারা তাদের বিচার-ফায়সালায়, স্বীয় পরিবার ও তাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি মেনে চলে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ১৮২৭, সুনানুন নাসাঈ : হাদীস নং ৫৩৭৯, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ৬৪৯২)

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَفَقِيرٌ عَفِيفٌ مُتَصَدِّقٌ-

অর্থ: হজরত ইয়ায ইবনে হিমার (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, তিন প্রকার লোক জান্নাতী। [১] ন্যায়-পরায়ণ ও সঠিক বিচার-ফায়সালাকারী বাদশা। [২] দয়ালু ব্যক্তি, প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন ও মুসলমানদের জন্য যার হৃদয় নম্র ও উদার। [৩] অভাবী ব্যক্তি, যে কারো কাছে হাতপাতা হতে বিরত থাকে, সাথে সাথে দানও করে।
(সহীহ ইবনু হিব্বান : হাদীস নং ৭৪৫৩, মুসতাদরাক হাকেম : হাদীস নং ৭০০৫, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ২১৮৪)

চোরের শাস্তি

আয়াত:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [٥:٣٨]

অর্থ: যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। (সূরা মায়িদাহ: আয়াত ৩৮)

হাদিস:

عن أبي أُميّةَ المَخْزوميِّ رضي الله عنه قالَ أُتي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلِصٍّ قد اعترف اعترافاً ولم يوجدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فقالَ لهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخَالُكَ سرقت قال بلى فأعاد عليه مرَّتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع وجيءَ بهِ فقالَ استغفِرِ الله وتُب إليه فقال أستغفر الله وأتوبُ إليه فقال اللهُمَّ تُب عَلَيه ثلاثاً- أخرجه أبو داود

অর্থ: হজরত আবু উমাইয়্যাহ মাখযূমী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) এর দরবারে এক চোরকে উপস্থিত করা হলো। সে চুরির কথা স্বীকার করল। কিন্তু তার কাছে চুরিকৃত কোনো মাল পাওয়া গেল না। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি চুরি করেছ? জবাবে সে বলল, হ্যাঁ। এভাবে আরো দু'বার বা তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে প্রত্যেক বারেই সে স্বীকার করল। তখন তিনি তার হাত কর্তন করার নির্দেশ দিলেন। হাত কর্তন করার পর তাকে আবার উপস্থিত করা হলো। তখন নবী কারীম (সা.) তাকে বললেন, তুমি ইস্তেগফার কর এবং আল্লাহর নিকট তাওবা কর। তখন সে বলল, 'আমি আল্লাহর নিকট তাওবা করছি এবং তাঁর দিকে মনোনিবেশ করছি। তখন নবী কারীম (সা.) বললেন, হে আল্লাহ আপনি তার তাওবা কবুল করুন। (আবু দাউদ : হাদীস নং ৪৩৮০, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ২২৫০৮)

ডাকাত, লুটকারীর শাস্তি

আয়াত:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [٥:٣٣]

অর্থ: যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (সূরা মায়িদাহ: আয়াত ৩৩)

হাদিস:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ وَأَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ قَالَ أَنَسٌ فَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَحَدَهُمْ يَنْكُتُ الأَرْضَ بِفِيهِ حَتَّى مَاتُوا وَإِنَّمَا قَالَ حَمَّادٌ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِفِيهِ حَتَّى مَاتُوا۔

অর্থ: হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উরায়না গোত্রের কিছু লোক আল্লাহর রাসূল (সা.) এর সময়ে মদীনায় এল। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হলো না [এতে তারা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ল]। তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা যদি আমাদের উটের কাছে যেতে আর তার দুধ এবং প্রসাব পান করতে [তাহলে তোমাদের রোগ নিরাময় হয়ে যেত]। তারা তাই করল। [ফলে তাদের অসুখ সেরে গেল। অত:পর তারা ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে গেল এবং আল্লাহর রাসূল (সা.) এর রাখালকে হত্যা করল ও তাঁর উটগুলি লুট করে নিয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল (সা.) তাদের সন্ধানে লোক পাঠালেন। তাদেরকে ধরে আনা হলো। অত:পর তিনি তাদের হাত পা কেটে দিলেন। তপ্তলৌহ শলাকা দিয়ে তাদের চোখ ফুঁড়ে দিলেন এবং উত্তপ্ত বালুতে ফেলে রাখলেন। অবশেষে তারা মারা গেল। (সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ১৬৭১, সুনানু ইবনে মাযাহ : হাদীস নং ২৫৭৮)

ব্যভিচারীর শাস্তি

আয়াত:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ[٢٤:٢]

অর্থ: ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ’ করে বেত্রাঘাত কর। (সূরা নূর: আয়াত ২)

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [٤:١٥]

অর্থ: আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। অত:পর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন। (সূরা নিসা: আয়াত ১৫)

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [١٧:٣٢]

অর্থ: আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। (সূরা বনি ইসরাইল: আয়াত ৩২)

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [٦:١٥١]

অর্থ: নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য। (সূরা আনআম: আয়াত ১৫১)

হাদিস:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ-

অর্থ: হজরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা আমার কাছ থেকে [দ্বীনের হুকুম] শিখে নাও। আল্লাহ তাদের জন্য [মহিলাদের] একটি পথ করে দিয়েছেন, যদি অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত মহিলার সাথে যিনা করে তবে তাদের একশ বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছরের জন্য নির্বাসনে দিতে হবে। আর যদি বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত মহিলার সাথে যিনা করে তবে তাদের

একশ বেত্রাঘাত এবং রযম করতে হবে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ১৮৯০, সুনানু ইবনে মাযাহ : হাদীস নং ২৫৫০)

عَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ   قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَقَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ كُلَّهَا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ-

অর্থ: হজরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বাইয়াত কর যে, আল্লাহর সাথে কিছু শরীক করবে না, তোমরা চুরি করবে না, তোমরা যিনা করবে না। অত:পর তিনি এই আয়াত পুরোটা পাঠ করলেন, "অতএব" তোমাদের মধ্যে যে কেহ (এ সকল অঙ্গীকার) পূর্ণ করবে তার পুরষ্কার রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোন একটিতে লিপ্ত হবে, সে এর জন্য দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করবে এবং এই শাস্তি হবে তার কাফফারা। আর যে ব্যক্তি এর কোন একটিতে লিপ্ত হবে, অত:পর আল্লাহ তার বিষয়টি গোপন রাখলেন, ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দিতে পারেন আবার ইচ্ছে করলে শাস্তিও দিতে পারেন"। (সহীহ বুখারী : আল হুদুদ কাফফারাতুন, ৬২৮৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মকমূলক কাজ থেকে বিরত থাক। সাহাবায়ে কিরামগণ (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) সেগুলো কী কী? তিনি (সা.) বললেন, ১.আল্লাহর সাথে শিরক করা ২. জাদু টোনা করা ৩. আল্লাহ যে প্রাণকে হত্যা করা হারাম করেছেন অন্যায়ভাবে তা

হত্যা করা ৪. সুদ খাওয়া ৫. এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা ৭. সতীসারলা মু'মিন নারীর ব্যাপারে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া। (সহীহ বুখারী : বাবু ক্বাওলিল্লাহি তা'য়ালা "ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকূলূনা আমওয়ালাল ইয়াতামা যুলমান ২৫৬০)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنِكْتَهَا لاَ يَكْنِي قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মায়েজ ইবনে মালেক (রা.) নবী কারীম (সা.) এর নিকট (যিনার আত্মস্বীকৃতি নিয়ে) এলেন, রাসূল (সা.) তাকে বললেন, সম্ভবত তুমি চুম্বন করেছ, অথবা আঁচড় কেটেছ অর্থাৎ স্পর্শ করেছ, অথবা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছ। তিনি বললেন, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) । রাসূল (সা.) বলেছেন, তাহলে তুমি কি তার সাথে সহবাস করেছ? রাসূল (সা.) এটা কোন ইঙ্গিত ছাড়াই জিজ্ঞেস করেছেন। অত:পর তাকে পাথর মারার আদেশ দেয়া হলো। (সহীহ বুখারী : বাবু ইয়াকুলুল ইমামু লিল মুকিররি লাআল্লাকা লামাছতা, আও গামাযতা, ৬৩২৪)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيًّا لَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِئْ بِهَا فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَصَلُّوا عَلَيْهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لله تعالى-

অর্থ: হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) বর্ণনা করেন, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা নবী কারীম (সা.) এর নিকট এমন অবস্থায় আসল যে, সে ব্যভিচারের মাধ্যমে গর্ভধারণ করেছে। অত:পর সে বলল, হে

আল্লাহর নবী (সা.)! আমি হদের (যিনার শাস্তির) উপযোগী হয়েছি, সুতরাং আপনি আমার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করুন। অত:পর নবী কারীম (সা.) মহিলার অভিভাবককে ডেকে বললেন, তার সাথে ভাল ব্যবহার কর। আর যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ করবে তখন তাকে (মহিলাকে) আমার কাছে নিয়ে আসবে। অভিভাবক এমনটিই করল। অত:পর নবী কারীম (সা.) আদেশ করলেন, অত:পর তার ওপর তার কাপড়কে বেঁধে দেয়া হলো, তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হলো। (সে মারা গেলে) অত:পর রাসূল (সা.) তার জানাজার নামাজ পড়ালেন। ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি এমন ব্যক্তির জানাজা পড়বেন? অথচ সে যিনা করেছে! রাসূল (সা.) বললেন, এই মহিলা এমন তাওবা করেছে, যদি তা মদীনার সত্তরটি পরিবারের মধ্যেও বণ্টন করে দেয়া হয় তবুও তা তাদের তাওবার জন্য যথেষ্ট হবে। আর তুমি কি এর চাইতে উত্তম কোন তাওবা পাবে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে শেষ করে দিয়েছে। (সহীহ মুসলিম : বাবু মান ইতিরাফা আলা নাফসিহি বিয যিনা, ৩২০৯)

আত্মহত্যার শাস্তি

আয়াত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا [٤:٣٠]

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন কিংবা

জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য।

হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ في نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فيها أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَديدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأُ بِها في بَطْنِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أَبَدًا-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) এর সূত্রে নবী কারীম (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পাহাড় হতে পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করল, তার ঠিকানা হবে জাহান্নামের আগুনে। সে চিরকাল তাতে পাহাড় হতে পড়ে আত্মহত্যা করতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ তার হাতে থাকবে। সে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল বিষপান করতে থাকবে। যে ব্যক্তি কোনো লৌহ-যন্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, তার সেই লৌহ তার হাতে থাকবে। সে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল সেটা দ্বারা তার পেটে আঘাত করতে থাকবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৫৭৭৮, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ১০৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ-

অর্থ: হজরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি গলায় ফাঁস লাগিয়ে বা গলা টিপে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে অনুরূপ আত্মহত্যা করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোনো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে অনুরূপ আত্মহত্যা করতে থাকবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ১৩৬৫)

অপবাদ দাতার শাস্তি

আয়াত:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [٢٤:٤]

অর্থ: যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অত:পর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই না'ফরমান। (সূরা নূর: আয়াত ৪)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ [٢٤:٦]

অর্থ: এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। (সূরা নূর: আয়াত ৬)

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [٢٤:٩]

অর্থ: এবং পঞ্চমবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে। (সূরা নূর: আয়াত ৯)

হাদিস:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا۔

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক, কেননা ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা এবং তোমরা অপরের দোষ তালাশ করো না এবং

অপরের গোপনীয়তা তালাশ করো না এবং গর্হিত কাজে প্রতিযোগিতা করিও না এবং হিংসা করিও না এবং রাগ করিও না এবং দোষচর্চা করিও না এবং তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।

হত্যাকারীর শাস্তি

আয়াত:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ [٥:٣٢]

অর্থ: এ কারণেই আমি বনী-ইসলাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে, এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুত এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে। (সূরা নিসা: আয়াত ১৫)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [٣:٢١]

অর্থ: যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে, আর সেসব লোককে হত্যা করে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। (সূরা নিসা: আয়াত ১৫)

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [٤:٩٣]

অর্থ: যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্ষুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

(সূরা নিসা: আয়াত ১৫)

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ [٦:١٤٠]

অর্থ: নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজ সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতাবশত কোন প্রমাণ ছাড়াই হত্যা করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যেসব দিয়েছিলেন, সেগুলোকে আল্লাহর প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে হারাম করে নিয়েছে। নিশ্চিয়ই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সুপথগামী হয়নি।

(সূরা নিসা: আয়াত ১৫)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا [١٧:٣١]

অর্থ: দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ। (সূরা নিসা: আয়াত ১৫)

হাদিস:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, অন্যায় ভাবে যতগুলো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এর গুনাহের একটা অংশ আদম (আ.) এর প্রথম সন্তান (কাবিল) এর আমল নামায় যোগ হতে থাকে। কেননা সেই দুনিয়াতে সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন ঘটায়। (সহীহ বুখারী: হাদিস ৩৩৩৫, সহীহ মুসলিম: ১৬৭৭)

মদের বিধান

আয়াত:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا [٢:٢١٩]

অর্থ: তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে, তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়।
(সূরা বাকারাহ: আয়াত ২১৯)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [٤:٤٣]

অর্থ: হে ঈমাণদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর (নামাযের কাছে যেও না) ফরয গোসলের অবস্থায়ও যতক্ষণ না গোসল করে নাও। (সূরা নিসা: আয়াত ৪৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٥:٩٠]

অর্থ: হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। (সূরা মায়িদাহ: আয়াত ৯০)

হাদিস:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ - متفق عليه-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি যিনা বা ব্যভিচারী করে, তখন সে ঈমানদার অবস্থায় থাকে না। [অর্থাৎ তার ঈমান তার থেকে বের হয়ে ছায়ার মতো ওপরে ঝুলতে থাকে, যখন সে এ পাপ হতে মুক্ত হয় তখন তা পুনরায় তার মধ্যে ফিরে আসে]। যখন কোনো মদ্যপায়ী মদ পান করে, তখন সে ঈমানদার অবস্থায় থাকে না। যখন কোনো চোর চুরি

করে, তখনও সে ঈমানদার অবস্থায় থাকে না। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৫৫৭৮, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ৫৭, সুনানুন নাসাঈ : হাদীস নং ৪৮৭০)

عن ابْنِ عُمَرَ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ লানত করেছেন, মদের ওপর, তা পানকারীর ওপর, যে পান করায় তার ওপর, যে তা নিংড়ায় এবং যার নির্দেশে নিংড়ায় তার ওপর, যে ব্যক্তি তা বহন করে এবং যার জন্য বহন করে যে বিক্রি করে তার ওপর, যে তা খরিদ করে তার ওপর, আর যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রহণ করে তার ওপর। (সুনানু আবী নাউদ : হাদীস নং ৩৬৭৪, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ৫৭১৬, মুসনাদে আবী ইয়ালা : হাদীস নং ৫৫৮৩, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ২৩৫৬)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ-

অর্থ: হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মদের সাথে সংযুক্ত দশ শ্রেণীর লোককে অভিসম্পাত করেছেন। এরা হলো, মদ প্রস্তুতকারী, মদ তৈরির ফরমায়েশকারী, মদ পানকারী, মদ বহনকারী, যার জন্য মদ বহন করা হয়, মদ পরিবেশনকারী, মদ বিক্রেতা, এর মূল্য ভোগকারী, মদ ক্রয়কারী এবং যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়। (সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ১২৯৫, সুনানু ইবনে মাযাহ : হাদীস নং ৩৩৮১, জামিউল উসূল : হাদীস নং ৩১৩২, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ২৩৫৭)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ-

অর্থ: হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, মাদকাসক্ত ব্যক্তি [তাওবা বিহীন] মারা গেলে মহান আল্লাহর সাথে এমনভাবে তার সাক্ষাত হবে যেন সে একজন মূর্তিপুজক। (মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ২৪৫৩, সহীহ ইবনু হিব্বান : হাদীস নং ৫৩৪৭, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা : হাদীস নং ২৩৬৪)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر-

অর্থ: হজরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা মদ হতে বেঁচে থাক। কেননা তা সকল

মন্দকর্মের চাবিকাঠি। (মুসতাদরাক হাকেম : হাদীস নং ৭২৩১, শুআবুল ঈমান : হাদীস নং ৫১৯৯, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা : হাদীস নং ২৭৯৮, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ২৩৬৮)

কিসাস ও দিয়াত

আয়াত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [٢:١٧٨]

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অত:পর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যাক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

(সূরা বাকারাহ: আয়াত ১৫)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [٤:٩٢]

অর্থ: মুসলমানের কাজ নয় যে, মুসলমানকে হত্যা করে; কিন্তু ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং রক্তবিনিময় সমর্পন করবে তার স্বজনদেরকে; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। অত:পর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং

যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে। অত:পর যে ব্যক্তি না পায়, সে আল্লাহর কাছ থেকে গোনাহ মাফ করানোর জন্য উপর্যুপরি দুই মাস রোযা রাখবে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা: আয়াত ৯২)

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [٤:٩٣]

অর্থ: যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা নিসা: আয়াত ৯৩)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ [٥:٤٥]

অর্থ: আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখমসমূহের বিনিময়ে সমান যখম। অত:পর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ থেকে পাক হয়ে যায়। (সূরা মায়িদাহ: আয়াত ৪৫)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا [١٧:٣٣]

অর্থ: সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন; কিন্তু ন্যায়ভাবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি। অতএব, সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে। নিশ্চয়ই সে সাহায্যপ্রাপ্ত। (সূরা বনি ইসরাইল: আয়াত ৩৩)

হাদিস:

عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها أقتلك

فلان فأشارت برأسها أن لا ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين-

অর্থ: হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ইহুদী একটি দাসীকে তার অলঙ্কারের কারণে হত্যা করল। দাসীটিকে মুমূর্ষ অবস্থায় আল্লাহর রাসূল (সা.) এর নিকট নিয়ে আসা হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাকে কি অমুক মেরেছে? সে তার মাথা দিয়ে ইশারা করল যে, না। এরপর তিনি দ্বিতীয়বার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে তার মাথা দিয়ে ইশারা করল যে, না। এরপর তৃতীয়বার তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার সে মাথা দিয়ে ইশারা করল যে, হ্যাঁ। অত:পর আল্লাহর রাসূল (সা.) ইহুদীকে দুটি পাথরের মাঝে পিষ্ট করে হত্যা করলেন।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ১৬৭২, সুনানু ইবনে মাযাহ : হাদীস নং ২৬৬৬)

عن عَبْدُ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, এই তিনটি কারণের যে কোনো একটি কারণ ব্যতীত আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী কোনো মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ নয়। [১] বিবাহিত ব্যভিচারী। [২] প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ। [৩] [মুসলিম] জামাআত থেকে পৃথক হয়ে দীন-ইসলাম পরিত্যাগকারী।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ১৬৭৬, সুনানু আবী দাউদ : হাদীস নং ৪৩৫২)

আমানত

আয়াত:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [٤:٥٨]

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ তোমাদিগকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। (সূরা নিসা: আয়াত ৫৮)

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا [٣٣:٢٧]

অর্থ: তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘর-বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূ-খণ্ডের মালিক করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা অভিযান করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি সর্বশক্তিমান। (সূরা আহজাব: আয়াত ২৭)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا [٣٣:٧٢]

অর্থ: আমি আকাশ এবং পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অত:পর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হল; কিন্তু মানুষ তা বহণ করল। নিশ্চয়ই সে জালেম-অজ্ঞ। (সূরা আহজাব: আয়াত ৭২)

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ [٢:٢٨٣]

অর্থ: যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় কর! (সূরা বাকারাহ: আয়াত ২৭৩)

হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে তোমার নিকট আমানত রেখেছে তার আমানত ফিরে দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত আত্মসাৎ করেছে তার আমানত আত্মসাত করো না। (আবু দাউদ হাদিস ৩০৬৮)

শিরক

আয়াত:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا [٤:٤٨]

অর্থ: নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল।

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [٣١:١٣]

অর্থ: যখন লোকমান তার পুত্রকে বলল, হে বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়।

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا [٧٢:٢٠]

অর্থ: বলুন! আমি তো আমার পালনকর্তাকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ [٥:٧٢]

অর্থ: তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিয়ম-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ। অথচ মসীহ বলেন, হে বণী-ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি

আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।

হাদিস:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال الله تبارك وتعالى أنا أغْنَى الشُّركاء عن الشِّرك مَن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه- رواه مسلم

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আমি মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র। যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে আমাকে ছাড়া আর কাউকেও শরীক করা হয়েছে, আমি তার সাথে সম্পর্কহীন। তার সম্পর্ক তার সাথে যাকে সে শরীক করেছে। (ইবনে মাজাহ ২/৪২০২)

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ-

অর্থ: হজরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে কারীম (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি লোক দেখানো সালাত পড়ল সে শিরক করল। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানো রোযা রাখল সেও শিরক করল। (মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ-صحيح البخاري

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ হতে বিরত থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে সাতটি পাপ কী কী? তিনি বললেন, এগুলো হলো- ১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, ২. যাদু করা, ৩. শরীয়তের অনুমোদন ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা, ৬. জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা এবং ৭. পূতঃপবিত্র ঈমানদার মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ আনা। (বুখারী ৪/২৭৬৬)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَوَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ-

অর্থ: হজরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে মরেছে, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। (মুসলিম ১ম খ.)

عَنْ أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتانِي آتٍ مِنْ رَبّي فَأَخْبَرَني أَنَّهُ مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِي لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قلْتُ وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ وَإِنْ زَنى وَإِنْ سَرَقَ-

অর্থ: হজরত আবু যর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, জিবরাঈল (আ.) আমাকে এ মর্মে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে ইন্তিকাল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে তারপরও কী? তিনি বললেন, যদিও সে ব্যভিচার ও চুরি করে। (সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৫/২১৪৩৩)

শাফায়াত

আয়াত:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ [٢:٤٨]

অর্থ: আর সে দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না; কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যও পাবে না।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ [٢:١٢٣]

অর্থ: তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কার ও সুপারিশ ফলপ্রদ হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্ত ও হবে না।

হাদিস:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَنَا فَاعِلٌ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ قَالَ اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ ؟ قَالَ فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ ؟ قَالَ فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنَ-

অর্থ: হজরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আবেদন করলাম, তিনি যেন কিয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, ঠিক আছে আমি সুপারিশ করব। আমি তাঁকে জিজ্ঞাস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে কোথায় খুঁজব? তিনি বললেন, সর্ব প্রথম তুমি আমাকে পুলসিরাতে ওখানে খুঁজবে। আমি বললাম, আপনাকে যদি পুলসিরাতে না পাই? তিনি বললেন, তাহলে মিযানের কাছে খুঁজবে। আমি আবার বললাম, যদি মিযানের ওখানেও না পাই? তিনি বললেন, তাহলে হাউযে কাউসারের নিকট খুঁজবে। এ তিনটি স্থানের যে কোন একটিতে আমি অবশ্যই থাকব।

(সুনানুত তিরমিযী: হাদিস নং ২৪৩৩, মুসনাদু আহমাদ: হাদিস নং ১২৮২৫)

عَنْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ-

অর্থ: হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একদল মানুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুপারিশের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। তারপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যাদের নাম রাখা হবে ‘জাহান্নামী’।

(সহীহ বুখারি: হাদিস নং ৬৫৬৬, সুনানাত তিরমিযী: হাদিস নং ২৬০০)

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الاشجعى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي آنِفًا فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ و هى لمن مات لا يشرك بالله شيئا-

অর্থ: হজরত আউফ ইবনে মালেক আল-আশজাঈ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার রবের পক্ষ থেকে আমার নিকট একজন আগমনকারী আসলেন। তারপর তিনি আমাকে এ দু’য়ের মাঝে এখতিয়ার দিলেন যে, আমার উম্মতের অর্ধেক সংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা আমি [তাদের জন্য] শাফাআতের সুযোগ গ্রহণ করব? আমি শাফাআতের সুযোগটিই গ্রহণ করলাম। আর তা ওই সকল লোকের জন্য, যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে।

(সুনানুত তিরমিযী: হাদিস নং ২৪৪১, সুনানু ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৪৩১৭)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ إِنَّ أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! কিয়ামতের দিন আপনার শাফায়াত দ্বারা কে বেশি সৌভাগ্যবান

হবে? তখন তিনি বললেন, ইলমে হাদিসের প্রতি তোমার যে আগ্রহ, তা দেখে আমার ধারণা ছিল যে, এই হাদিস সম্পর্কে তোমার আগে আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করবে না। (জেনে রাখ) কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ দ্বারা সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সে-ই হবে, যে অন্তরের অন্তস্থল হতে একনিষ্ঠভাবে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে। (সহীহ বুখারি: হাদিস নং ৬৫৭০, মুসনাদু আহমাদ: হাদিস নং ৮৮৫৮)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ-

অর্থ: হজরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক সুপারিশ করবেন। নবীগণ, অত:পর আলেমগণ, অত:পর শহীদগণ। (সুনানু ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৪৩১৩)

আল্লাহর জিকির বা তাসবীহ

আয়াত:

قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ [٣:٤١]

অর্থ: তিনি বললেন, হে পালনকর্তা আমার জন্য কিছু নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার জন্য নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলবে না। তবে ইশারা ইঙ্গতে করতে পারবে এবং তোমার পালনকর্তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে আর সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৪১)

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ [٧:٢٠٥]

অর্থ: আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বে-খবর থেকো না। (সূরা আ'রাফ: আয়াত ২০৫)

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [١٣:٢٨]

অর্থ: যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তিলাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।

(সূরা রা'দ: আয়াত ২৮)

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ [٢:١٥٢]

অর্থ: সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ১৫২)

হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, দুটি বাক্য এমন রয়েছে যা আল্লাহর নিকট সীমাহীন প্রিয়, মুখে পড়তে খুব সহজ। [কিন্তু] আমলের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী। [আর] সে বাক্য দুটি হলো- سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ "[সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম]। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৬৪০৬, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২৬৯৪, সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ৩৪৬৭, সুনানু ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ৩৮০৬)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحَمْدُ لِلَّهِ-

অর্থ: হজরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, সর্বোত্তম যিকির হলো- لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ]। আর সর্বোত্তম দুআ হলো- الحَمْدُ لِلَّهِ [আল হামদুলিল্লাহ]। (সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ৩৩৮৩, সুনানু ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ৩৮০০, সহীহ ইবনু হিব্বান : হাদীস নং ৮৪৬, মুসতাদরাক হাকেম : হাদীস নং ১৮৭০, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ১৫৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرِ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে বান্দা খালেস অন্তরে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বাক্যটি পাঠ করে তার জন্য অবশ্যই আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। এমনকি তার সেই বাক্য আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তবে শর্ত হলো, ওই ব্যক্তি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। (সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ৩৫৯০, সুনানুল কুবরা : হাদীস নং ১০৬৬৯, জামিউল উসূল : হাদীস নং ২৪৫৩, সহীহুল জামে’ : হাদীস নং ৫৬৪৮)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفةولا إله إلا الله في كفةمالت بهن لا إله إلا الله-

অর্থ: হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, হজরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা‘আলাকে বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে এমন একটি বাক্য শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করব এবং আপনাকে ডাকব। তখন আল্লাহ তা‘আলা বললেন, হে

মূসা! তুমি لا إله إلا الله বাক্যটি পাঠ কর। তখন হজরত মূসা (আ.) বললেন, হে আল্লাহ! এ বাক্যটি তো আপনার সকল বান্দাই পাঠ করে। আমি আমার জন্য আপনার কাছ থেকে বিশেষ কিছু চাচ্ছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মূসা! যদি সাত আসমান এবং সাত জমিনও তাতে যা কিছু আছে সব এক পাল্লায় রাখা হয় আর لا إله إلا الله -কে এক পাল্লায় রাখা হয় তাহলে এর পাল্লাই ভারী হবে।

(সুনানুল কুবরা [নাসাঈ] : হাদীস নং ১০৬০২,সহীহ ইবনু হিব্বান : হাদীস নং ৬২১৮, মুসতাদরাক হাকেম : হাদীস নং ১৯৩৬, মাজমাউয যাওয়াইদ : হাদীস নং ১৬৮০২, মুসনাদু আবী ইয়ালা : হাদীস নং ১৩৯৩, শরহুস সুন্নাহ : [বগভী] হাদীস নং ১২৭৩, মিরকাতুল মাফাতীহ : হাদীস নং ২৩০৯)[৩৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ إِنَّ أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আপনার শাফাআত বা সুপারিশ দ্বারা কারা বেশি লাভবান হবে? তখন নবীজি বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমার ধারণা ছিল, এ হাদীসের ব্যাপারে তোমার চেয়ে আগে কেউ আমাকে প্রশ্ন করবেনা। কারণ হাদীসের জ্ঞান লাভ করার ব্যাপারে তোমার মধ্যে সীমাহীন আগ্রহ আমি দেখেছি। শুনে রাখ! কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত দ্বারা ওই ব্যক্তিই সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে, যে তার অন্তরের পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও বিশ্বস্ততা দিয়ে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলবে। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৬৫৭০, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ৮৮৪৪, জামিউল উসূল : হাদীস নং ৭০১১, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ১৫২০)

তাকওয়া

আয়াত:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [٤٩:١٣]

অর্থ: হে মানব! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন। (সূরা হুজরাত: আয়াত ১৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [٥٩:١٨]

অর্থ: মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্য সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (সূরা হাশর: আয়াত ১৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ [٣:١٠٢]

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক আর অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।
(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১০২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ [٩:١١٩]

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।
(সূরা তাওবাহ: আয়াত ১১৯)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ [١٦:١٢٨]

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেযগার এবং যারা সৎকর্ম করে। (সূরা নাহল: আয়াত ১২৮)

হাদিস:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ انْظُرْ فَإِنَّكَ لَيْسَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى-

অর্থ: হজরত আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম (সা.) তাঁকে বলেছেন, দেখ! একমাত্র 'তাকওয়া' ছাড়া কোনো লাল বা কালো ব্যক্তির ওপর তোমার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। (মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ২১৪০৭, মাজমউয যাওয়াইদ : হাদীস নং ১৩০৭৮, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ২৯৬২, সহীহুল জামে' : হাদীস নং ১৫০৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, অধিকাংশ কোন আমলটি মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন, তাকওয়া বা আল্লাহভীতি, সদাচরন ও উত্তম চরিত্র। তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো, অধিকাংশ কোন আমলটি মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, মুখ ও লজ্জাস্থান। (সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ২০০৪, সহীহ ইবনু হিব্বান : হাদীস নং ৪৭৬, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা : হাদীস নং ৯৭৭, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ১৭২৩)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ الأَعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا-

অর্থ: হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেছেন, হে আয়েশা! ছোট্ট বদ আমলসমূহ হতেও বেঁচে থাক। কেননা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে। (সুনানু ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ৪২৪৩, সুনানু দারেমী : হাদীস নং ২৭৬৮, সহীহ ইবনু হিব্বান : হাদীস নং ৫৫৬৮, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ২৪৭২, সিলসিলা আহদীসুস সহীহা : হাদীস নং ৫১৩)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيرُهُ مِنْ النَّارِ وَلَا أَنَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ۔

অর্থ: হজরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত তোমাদের কোনো ব্যক্তিকে তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না এবং তাকে জাহান্নাম হতে মুক্তও করতে পারবে না। এমনকি আমিও আল্লাহ তা'আলার রহমত ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করতে এবং জাহান্নাম হতে মুক্ত হতে পারব না। (সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২৮১৭, জামিউল উসূল : হাদীস নং ৯০, সহীহুল জামে' : হাদীস নং ৭৬৬৭)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنْ الشَّعَرِ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُوبِقَات قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُهْلِكَاتِ۔

অর্থ: হজরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা অনেক কাজ কর, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও সরু [তথা অতি সাধারণ ও নগণ্য]। কিন্তু আমরা নবী কারীম (সা.) এর যামানায় সেগুলোকে অনেক বড় অপরাধ তথা ধ্বংসাত্মক বস্তু বলে মনে করতাম। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৬৪৯২, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ১২৬০৪, জামিউল উসূল : হাদীস নং ৯৩৯৬)

তাওয়াক্কুল

আয়াত:

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ [١١:٥٦]

অর্থ: আমি আল্লাহর ওপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদেগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালনকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই।

(সূর হুদ: আয়াত ৫৬)

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ [١٢:١٠١]

অর্থ: হে পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতাও দান করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। হে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা, আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও পরকালে। আমাকে ইসলামের ওপর মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে স্বজনদের সাথে মিলিত করুন। (সূরা ইউসুফ: আয়াত ১০১)

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا [٣٣:٣]

অর্থ: আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট।

(সূরা আহযাব: আয়াত ৩)

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا [٦٥:٣]

অর্থ: এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।

(সূরা তালাক: আয়াত ৩)

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ [٣٩:٣٨]

অর্থ: যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে-আল্লাহ। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ

করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই ওপর নির্ভর করে।

(সূরা যুমার: আয়াত ৩৮)

হাদিস:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا-

অর্থ: হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথার্থ নির্ভরশীল হতে তবে পাখিদের যেভাবে রিযিক দেওয়া হয় তোমরাও সেভাবে রিযিকপ্রাপ্ত হতে। এরা সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে। (সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ২৩৪৪, সুনানু ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ৪১৬৪, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ২০৫, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা : হাদীস নং ৩১০)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ-

অর্থ: হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পেছনে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। তুমি আল্লাহর [বিধানের] হিফাজত কর, আল্লাহ তোমার হিফাজত করবেন। তুমি আল্লাহর [বিধানের] হিফাজত করলে তুমি তাঁকে [তাঁর সাহায্য] তোমার সামনে দেখতে পাবে। তুমি যখন কিছু চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। যখন সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখ ! গোটা উম্মত যদি তোমার কোনো উপকার সাধন করার জন্য

একত্রিত হয়ে যায়, তাহলে তারা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না, হ্যাঁ কেবল ততটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে দিয়েছেন। আর তারা যদি তোমার কোনো ক্ষতি সাধন করার জন্য একত্রিত হয়ে যায় তবু তারা তোমার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, হ্যাঁ কেবল ততটুকু যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে দিয়েছেন। [লিপিবদ্ধ সম্পন্ন হবার পর] কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সহীফাও শুকিয়ে গেছে। (সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ২৫১৬, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ২৬৬৯, জামিউল উসূল : হাদীস নং ৯৩১৫, মুসনাদু আবী ইয়ালা : হাদীস নং ২৫৫৬)

ইস্তেক্বামত/দৃঢ়তা

আয়াত:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [١١:١١٢]

অর্থ: অতএব, তুমি এবং তোমার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই সুদৃঢ় থাক, যেমন তোমায় হুকুম দেয়া হয়েছে এবং সীমা লঙ্ঘন করবে না, তোমরা যা কিছু করছ, নিশ্চয়ই তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

(সূরা হুদ: আয়াত ১১২)

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ [٣٢:٣٠]

অর্থ: অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে। (সূরা সাজদাহ: আয়াত ৩০)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [٤٦:١٣]

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ অত:পর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না।

(সূরা আহকাফ: আয়াত ১৩)

হাদিস:

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ، فَاسْتَقِمْ۔

অর্থ: হজরত সুফইয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাক্বাফী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ইসলামের এমন একটি বিষয় বলে দিন, যা আপনার পরে আর কাউকে আমি জিজ্ঞেস করব না, [আবু উসামার বর্ণনা মতে আপনি ব্যতীত আর কাউকে জিজ্ঞেস করব না।] তখন তিনি বললেন, তুমি বল, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। অত:পর [এর ওপর] অবিচল থাক [অর্থাৎ সামগ্রিক বিষয়ে মহান আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতকে আঁকড়ে ধরে রাখো]। (সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ৩৮, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ১৫৪১৬, জামিউল উসূল : হাদীস নং ১৭)

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا۔

অর্থ: হজরত সুফইয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাক্বাফী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন, যেটাকে আমি মজবুত করে ধরে রাখব। তখন তিনি বললেন, তুমি বল, ‘আমার রব আল্লাহ’। অত:পর অবিচল থাক। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার ব্যাপারে যেসব বিষয়ে ভয় করেন, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ কোনটি? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের জিহ্বাকে ধরলেন এবং বললেন, ‘এটা’। (সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ২৪১০, সুনানু ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ৩৯৭২, জামিউল উসূল : হাদীস নং ৯৪০৪, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ২৮৬২)

পরামর্শ

আয়াত:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ [٣:١٥٩]

অর্থ: আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অত:পর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করুন আল্লাহ তাওয়াক্কুল কারীদের ভালবাসেন।

(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৫৭)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ [٤٢:٣٨]

অর্থ: যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। (সূরা আশ শুয়ারা: আয়াত ৩৮)

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا [٤:١١٤]

অর্থ: তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করতো তা স্বতন্ত্র। যে একাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি তাকে অনেক ছওয়াব দান করব। (সূরা নিসা: আয়াত ১১৪)

হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের নেতারা হবেন ভালো মানুষ, ধনীরা হবেন দানশীল এবং তোমাদের কার্যক্রম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন মাটির উপরিভাগ নিচের ভাগ হতে উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের নেতারা হবে খারাপ লোক, ধনীরা হবে কৃপণ এবং নেতৃত্ব যাবে নারীদের হাতে, তখন পৃথিবীর উপরের অংশের চেয়ে নিচের অংশ হবে উত্তম। (তিরমিযী : বাবু মা জা'আ ফিন নাহি আন সাব্বির রিয়াহি,২১৯২, আলবানী একে দুর্বল বলেছেন)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِي قَوْمٍ يَسُبُّونَ أَهْلِي مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ۔

অর্থ: হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকদের সামনে খুৎবা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পরে তিনি বললেন, যারা আমার পরিবারের কুৎসা করে বেড়াচ্ছে, তাদের সম্পর্কে আমার প্রতি তোমাদের কী পরামর্শ আছে? আমি কখনও তাদের মধ্যে কোনরুপ মন্দ কিছু দেখি নাই। (বুখারী : বাবু ক্বাওলিল্লাহি তায়ালা “ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম”৬৮২২)

আনুগত্য

আয়াত:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٣:٣١]

অর্থ: বলুন! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৪১)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [٤:١٣]

অর্থ: এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাত সমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল মহা সাফল্য। (সূরা নিসা: আয়াত ১৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ [٨:٢٠]

অর্থ: হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না। (সূরা আনফাল: আয়াত ২০)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ [٩:٦٣]

অর্থ: তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে যে মোকাবেলা করে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে দোযখ; তাতে সব সময় থাকবে। এটিই হল মহা-অপমান। (সূরা তাওবাহ: আয়াত ৬৩)

হাদিস:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَمَنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلا طَاعَةَ۔

অর্থ: হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দায়িত্বশীল যে পর্যন্ত কোন পাপ কাজের আদেশ না করবে, সে

পর্যন্ত তার আদেশ শুনা ও মেনে নেয়া প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য, তা তার পছন্দ হোক বা নাই হোক। তবে সে যদি কোন পাপ কাজের আদেশ করে, তখন তার কথা শুনা বা আনুগত্য করার কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী : বাবুস সাময়ী ওয়াত তায়াতি লিল ইমামি ৬৬১১, মুসলিম : বাবু উজুবি ত্বআতিল উমারা, ৩৪২৩)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخَرِينَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ-

অর্থ: হজরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) একটি সেনাদল পাঠালেন এবং তাদের ওপর একজন দায়িত্বশীল নিযুক্ত করলেন। অত:পর (দায়িত্বশীল) আগুন জ্বালিয়ে তাতে ঝাঁপ দেয়ার জন্য সবাইকে নির্দেশ দিল। তারা কয়েকজন তাতে ঝাঁপ দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করল, অপর কয়েকজন বলল, আমরা তো আগুন থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে এসেছি (ইসলাম গ্রহণ করেছি)। অত:পর তারা বিষয়টি রাসূল (সা.) এর নিকট উল্লেখ করলেন। যারা আগুনে প্রবেশ করতে চেয়েছিল, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যদি তারা আগুনে প্রবেশ করত তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তারা সে আগুনেই থাকত। অবশিষ্টদেরকে রাসূল (সা.) বললেন, অন্যায় কাজের কোন আনুগত্য নেই, কেবল ভালো কাজেই আনুগত্য করা যাবে। (বুখারী : বাবু মাজা'আ ফী ইজাযাতি খবরিল ওয়াহিদি, ৬৭১৬)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। যে আমার অবাধ্য হল, সে আল্লাহরই অবাধ্য হল। যে আমীরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমীরের আদেশ অমান্য করল, সে প্রকৃতপক্ষে আমারই আদেশ অমান্য করল। আর নেতা হচ্ছে ঢালস্বরুপ তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করা হয়, এবং তার মাধ্যমেই (শত্রু বাহিনী থেকে) রক্ষা পাওয়া যায়। যদি সে আল্লাহভীতি তথা তাক্বওয়ার আদেশ দেয় এবং ইনসাফ কায়েম করে, তবে নিশ্চয়ই সে তার প্রতিদান পাবে। আর যদি সে এর বিপরীত করে তাহলে এর দায়ভার তার উপরেই বর্তাবে। (বুখারী : বাবু ইউক্বাতালু মিন ওয়ারাঈল ইমামি ২৭৩৭)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ قَالَ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে তার হাতকে খুলে ফেলল, কিয়ামতের দিনে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমনভাবে যে, তার বলার কিছু থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মারা গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম : বাবু উযূবি মুলাযামাতি জামাআতিল মুসলিমীন, ৩৪৪১)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দায়িত্বশীল থেকে এমন বিষয় দেখে যা, সে অপছন্দ করে তখন সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি সংগঠন থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল এবং এ অবস্থায়

মৃত্যুবরণ করল, সে যেন জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (বুখারী : বাবু ক্বাওলিন নাবিয়্যি ছা-তারাওনা বা’দি উমূরান তুনকিরুনাহা, ৬৫৩১)

ত্যাগ ও কুরবানী

আয়াত:

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ [٢:١٥٥]

অর্থ: এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ১৫৫)

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [٢:١٥٦]

অর্থ: যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।
(সূরা বাকারাহ: আয়াত ১৫৬)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ [٢:٢١٤]

অর্থ: তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের ওপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনি ভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ২১৪)

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ [٢٩:٢]

অর্থ: মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?
(সূরা আনকাবুত: আয়াত ২)

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ [٢٩:٣]

অর্থ: আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে। (সূরা আনকাবুত: আয়াত ৩)

হাদিস:

عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ايْمُ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنِ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ وَلَمَنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا-

অর্থ: হজরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি রাসুল (সা.) কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই সে সৌভাগ্যবান, যাকে পরীক্ষার ফিৎনা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, নিশ্চয়ই সে সৌভাগ্যবান, যাকে পরীক্ষার ফিৎনা থেকে মুক্ত করা হয়েছে, নিশ্চয়ই সে সৌভাগ্যবান, যাকে পরীক্ষার ফিৎনা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, আর যাকে পরীক্ষা করা হয়েছে অত:পর সে ধৈর্য্য ধারণ করেছে তার জন্য তো রয়েছে অশেষ সু-সংবাদ। (আবু দাউদ : বাবু ফিন্নাহই আনিস সাইয়ি ফিল ফিৎনাতি, ৩৭১৯)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ-

অর্থ: হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিপদ ও পরীক্ষা যত কঠিন হবে, তার প্রতিদানও তত বড় হবে। আর আল্লাহ তা'আলা যখন কোন

সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন, তখন তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। যে ব্যক্তি (পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে) খুশী থাকে, আল্লাহও তার ওপর খুশী হন। আর যে, অসন্তুষ্ট হয়, আল্লাহও তার ওপর অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী : বাবু মা জা'আ ফিস সাবরি আলাল বালা ই, ২৩২০)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ-

অর্থ: হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষের ওপর এমন এক যুগ আসবে, যখন দীনদারের জন্য দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মতোকঠিন হবে। (তিরমিযী : বাবু মা জা. আ আন সাব্বির রিয়াহি, ২১৮৬)

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا إِلَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ-

অর্থ: হজরত খাব্বাব ইবনুল আরত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট (আমাদের ওপর নির্যাতন সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম এমন অবস্থায় যে, তিনি তখন তাঁর চাদরটিকে বালিশ বানিয়ে কাবার ছায়ায় বিশ্রামনিচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আমাদের জন্য কি দোয়া করবেন না? তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বেকার ঈমানদার লোকদের অবস্থা ছিল এই যে, তাদের কারো জন্য গর্ত খোড়া হতো, অত:পর গর্তে নিক্ষেপ করা হতো, অত:পর করাত নিয়ে এসে মাথার ওপর স্থাপন করা হতো এবং তাকে দিখণ্ডিত করে ফেলা হতো। কিন্তু এত

কিছুর পরও তাকে দীন থেকে সরানো যেত না। কারো শরীর লোহার চিরুনী দিয়ে আচড়িয়ে হাড় থেকে মাংস ও স্নায়ু তুলে ফেলা হতো কিন্তু এতেও তাকে তার দীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আল্লাহর কসম! অবশ্যই এই দীন পূর্ণতা লাভ করবে এমনকি তখন যে কোন আরোহী সানআ থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ (নিরাপদে) পাড়ি দিবে। এ দীর্ঘ সফরে সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না এবং মেষ পালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া আর কারো (চোর, ডাকাত) ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা বড়ই তাড়াহুড়া করছো। (বুখারী : বাবু আলামাতিন নবুয়্যাতি ফিল ইসলামী, ৩৩৪৩)

আল্লাহর পথে ব্যয়

আয়াত:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ [٢:٢١٥]

অর্থ: তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও-যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-আপনজনের জন্য, এতিম দের জন্য, অসহায়দের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহর জানা রয়েছে। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ২১৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ [٢:٢٥٤]

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ২৫৪)

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [٢:٢٦١]

অর্থ: যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।

(সূরা বাকারাহ: আয়াত ২৬১)

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ [٣:٩٢]

কস্মিণকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে তোমরা ব্যয় না কর। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৯২)

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ [٦٣:١٠]

অর্থ: আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (সূরা মুনাফিকুন: আয়াত ১০)

হাদিস:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! কোন অবস্থায় দান ফলাফলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম? রাসূল (সা.) বললেন, তোমার সুস্থ ও উপার্জনক্ষম অবস্থায় দান। যখন তোমার দরিদ্র হওয়ারও

ভয় থাকে এবং ধনী হওয়ারও আশা থাকে। তুমি প্রতিনিয়তই দান-খায়রাত করতে থাকবে। এমনকি তোমার প্রাণ গ্রীবাদেশে পৌঁছা পর্যন্ত বলতে থাকবে অমুকের জন্য এটা তমুকের জন্য এটা, আর তোমার বিশ্বাস আছে যে তা পৌঁছানো হবে। (বুখারী, হাদীস ২/১৪১৯)

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ-

অর্থ: হজরত ইবনে ফাতিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে আল্লাহর পথে একটি জিনিস ব্যয় করল, তার জন্য সাতশত গুণ সাওয়াব লেখা হবে। (জামে’ তিরমিযী, হাদীস ৪/১৬২৫)

عَنْ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার নিকট যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণও স্বর্ণ থাকে, তাহলে তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পরও তার সামন্য কিছু আমার কাছে অবশিষ্ট থাকুক তা আমি পছন্দ করি না। তবে হ্যাঁ দেনা পরিশোধের জন্য সামান্য যেটুকু প্রয়োজন। (কেবলমাত্র সেটুকু রেখে বাকিটুকু আল্লাহর পথে দান করে দিব) (সহীহ বুখারী, হাদীস ৮/৬৪৪৫)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ, وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ-

অর্থ: হজরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সর্বোত্তম দীনার হলো ঐ দীনার যা নিজের সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের জন্য ব্যয় করা হয়। আর সে দীনারও উত্তম যে দীনার জিহাদের উদ্দেশ্যে রক্ষিত পশুর জন্য ব্যয় করা হয়। আর সে দীনারও উত্তম, যে দীনার জিহাদে অংশগ্রহণকারী স্বীয়-সাথীগণের জন্য খরচ করে। (মুসলিম, হাদীস ২/৯৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাক, আমিও তোমাকে দান করব। (বুখারী, ৭/৫৩৫২)

ওয়াদা পালন

আয়াত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [٥:١]

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে তা ব্যতীত। কিন্তু এহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন।

(সূরা মায়িদাহ: আয়াত ১)

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [١٦:٩١]

অর্থ: আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।

(সূরা নাহল: আয়াত ৯১)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ [٢٣:٨]

অর্থ: এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে।

(সূরা মু'মিনুন: আয়াত ৮)

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا [٣٣:١٥]

অর্থ: অথচ তারা পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।
(সূরা আহযাব: আয়াত ১৫)

হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.)-নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। ১. যখন সে কথা বলে মিথ্যা কথা বলে। ২. যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে। ৩. আর যখন তার কাছে আমানত রাখা হয় বিশ্বাসঘাতকতা করে। (বুখারী : বাবু আলামাতিল মুনাফিকি, ৩২, মুসলিম বাবু বায়ানি খিসালিল মুনাফিকে, ৮৯)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ- رواه البخاري

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা.) বলেন, চারটি গুণ যার মাঝে আছে সে খাঁটি মুনাফিক! আর যার মাঝে চারটির যে কোন একটি রয়েছে, তার মাঝে নিফাকের একটি চিহ্ন রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা না ছাড়ে। ১. যখন আমানত রাখা হয়, বিশ্বাসঘাতকতা করে। ২. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ৩. যখন চুক্তি করে তা লংঘন করে। ৪. এবং যখন ঝগড়া করে গালাগালি করে। (বুখারী : বাবু আলামাতিল মুনাফিকী, ৩৩; মুসলিম : বাবু বায়ানি খিসালিল মুনাফিকী, ৮৮)

عن أَبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ أِسْتِهِ يومَ القِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدَرِ غَدْرِهِ ألا وَلا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أمِيرِ عَامَّةٍ -رواه مسلم

অর্থ: হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেকটি প্রতারকের জন্য (প্রতারণার নিদর্শনস্বরূপ) একটি করে পতাকা থাকবে। তার প্রতারণার পরিমাণ অনুযায়ী তাদের পতাকাসমূহ উঁচু-নিচু করা হবে। জেনে রাখ! জননেতার চেয়ে বড় কোন প্রতারক হতে পারে না। (মুসলিম : বাবু তাহরিমিল গাদরি, ৩২৭২)

عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ الله تَعَالَى ثَلاَثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أجْرَهُ- رواه البخاري

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি স্বয়ং অবস্থান করব। ১. যে ব্যক্তি আমার নামে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তা ভঙ্গ করেছে, ২. যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করেছে, ৩. যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করে পূর্ণ কাজ আদায় করে নেয়, অথচ তার বিনিময় দেয় না।(বুখারী : বাবু ইসমে মান বাআ হুররান, ২০৭৫)

ইসলামী পোষাক

আয়াত:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ [٧:٢٦]

অর্থ: হে বনী-আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবর্তীণ করেছি সাজ সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (সূরা আ'রাফ: আয়াত ২৬)

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [٣٥:١٢]

অর্থ: দু'টি সমুদ্র সমান হয় না, একটি মিঠা ও তৃষ্ণানিবারক এবং অপরটি লোনা। উভয়টি থেকেই তোমরা তাজা গোশত আহার কর এবং পরিধানে ব্যবহার্য গয়নাগাটি আহরণ কর। তুমি তাতে তার বুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা ফাতির: আয়াত ১২)

হাদিস:

عَنْ ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় দৃষ্টিনন্দন পোশাক পরিধান করবে কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ তা'আলা অসম্মানিত পোশাক পরিধান করাবেন।

عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ-

অর্থ: হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা সাদা পোশাক পরিধান করো কেননা তা তোমাদের জন্য উত্তম পোশাক এবং তোমাদের মৃতদেরও তা দ্বারা কাফন পরিধান করানো হয়।

মুহাসাবা/পর্যালোচনা

আয়াত:

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ [٢١:١]

অর্থ: মানুষের হিসাব-কিতাবের সময় নিকটবর্তী; অথচ তারা বেখবর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। (সূরা আম্বিয়া: আয়াত ১)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [١٦:٩٣]

অর্থ: আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা নাহল: আয়াত ৯৩)

رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ [٣:١٩٣]

অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! অত:পর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষত্রুটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে।

(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৯৩)

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ [٤٣:٤٤]

অর্থ: এটা আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য উল্লেখিত থাকবে এবং শীঘ্রই আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন। (সূরা যুখরুফ: আয়াত ৪৪)

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ [٧:٦]

অর্থ: অতএব, আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রাসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব রাসূলগণকে।

(সূরা আ'রাফ: আয়াত ৬)

হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يخُونُه وَلاَ يكْذِبُهُ وَلاَ يظلمهُ وإنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ فَإِنْ رَأَى بِهِ أَذًى فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দেয় না এবং লাঞ্চিত করে না। তার সাথে মিথ্যা বলেনা এবং তার প্রতি জুলুম করে না। তোমরা প্রত্যেকেই তার ভাইয়ের আয়না। তার কোন ত্রুটি দেখলে সে যেন তা দূর করে দেয়। (জামে তিরমিযী)

হিযাব/পর্দা

আয়াত:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ [٧:٢٦]

অর্থ: হে বনী-আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (সূরা আ'রাফ: আয়াত ২৬)

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [٢٤:٣٠]

অর্থ: মুমিনদেরকে বলুন! তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। (সূরা নূর: আয়াত ৩০)

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٢٤:٣١]

অর্থ: ঈমানদার নারীদেরকে বলুন! তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা নূরঃ আয়াত ৩১)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا [٣٣:٥٩]

অর্থ: হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা আহযাবঃ আয়াত ৫৭)

হাদিসঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া অপর ব্যক্তির ঘরে উকি দিবে তবে সে ব্যক্তির চোখ উপড়ে ফেলা ঘরওয়ালার জন্য বৈধ হবে। (মুসলিম)

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي- رواه مسلم

অর্থ: হজরত জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে হঠাৎ কোন দৃষ্টি যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে তড়িৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার নির্দেশ দেন।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ إِلا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلامِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ-

অর্থ: হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা রাস্তার দ্বারে বসা থেকে নিজেদের বিরত রেখো। সাহাবাগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা পরস্পরে আলাপচারিতার জন্য এছাড়া কোন উপায় যে নেই? (রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ঠিক আছে) যদি তোমাদের বসতেই হয় (অন্যথায় নয়) তবে রাস্তার প্রাপ্য অধিকার টুকু তাকে দিয়ে দিও। সাহাবাগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ রাস্তার প্রাপ্য অধিকার কী? রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, রাস্তার অধিকার (হক্ব) হলো- ১. দৃষ্টি সংযত রাখা ২. কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা ৩. সালামের উত্তর প্রদান করা ৪. সৎকাজের আদেশ করা ৫. অসৎকাজের নিষেধ করা। (বুখারী)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنْ الرِّجَالِ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) পুরুষদের বেশভূষা গ্রহণকারিণী মহিলাদের এবং মহিলাদের বেশভূষা গ্রহণকারী পুরুষদের লা'নত করেছেন।

عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةًرواه الترمذى

অর্থ: হজরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বরেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, প্রতিটি চোখই যিনা করে। কোন মহিলা যদি সুগন্ধি লাগিয়ে কোন লোকসমাবেশের পার্শ্বে চলাচল করে তবে সে মহিলা যিনা কারিনী মহিলা।

নিকাহ/বিবাহ

আয়াত:

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [٢:٢٢١]

অর্থ: আর তোমরা মুশরেক নারীদেরকে বিয়ে করোনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরেক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে এবং তোমরা (নারীরা) কোন মুশরেকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরেকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা দোযখের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ২২১)

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [٤:٤]

অর্থ: আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।

(সূরা নিসা: আয়াত ৪)

وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا [٤:٢٢]

অর্থ: যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না। কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে। এটা অশ্লীল, গযবের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ। (সূরা নিসা: আয়াত ২২)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا [٤:٢٣]

অর্থ: তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকণ্যা; ভগিনীকণ্যা তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাকরী, দয়ালু।

(সূরা নিসা: আয়াত ২৩)

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [٢٤:٣٢]

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা নূর: আয়াত ৩২)

হাদিস:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الدّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدّنْيَا المَرْأَةُ الصّالِحَةُ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সমগ্র দুনিয়াটাই হলো সম্পদ। অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু সম্পদস্বরূপ,আর দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী। (সুনানে নাসায়ী, ৬/৩২৩২)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ-

অর্থ: হজরত যাবের (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করবে, সম্ভব হলে সে যেন তাকে একবার দেখে নেয়। (আবু দাউদ, হাদীস ২/২০৮২)

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحِنَّاءُ وَالسِّوَاكُ وَالتَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ-

অর্থ: হজরত আবূ আইয়ুব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, চারটি বিষয় হলো রাসূলদের সুন্নাত। লজ্জা, সুগন্ধি ব্যবহার, মিসওয়াক এবং বিবাহ। (তিরমিযী, হাদীস ৩/১০৮০)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً-

অর্থ: হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সবচেয়ে বরকতের বিয়ে হচ্ছে সেই বিয়ে, যাতে খরচ খুব কম করা হয়। (আহমদ, হাদীস ৪১/২৪৫২৯)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عَوْنُهُمُ الْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالْمُتَزَوِّجُ يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তা'য়ালা নিজের দায়িত্ব মনে করেন। (১) ঐ খতদাতা ব্যক্তি, যে তার খতের মূল্য পরিশোধের চেষ্টা করে। (২) সেই বিবাহিত যুবক, যে চরিত্রের হিফাযতের উদ্দেশ্যে বিবাহ করে। (৩) সেই মুজাহিদ যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ)

মাহার

আয়াত:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا [٤:٤]

অর্থ: আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।

(সূরা নিসা: আয়াত ৪)

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [٢:٢٣٦]

অর্থ: স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য

অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী। যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সৎকর্মশীলদের ওপর দায়িত্ব।
(সূরা বাকারাহ: আয়াত ২৩৬)

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[٢:٢٣٧]

অর্থ: আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে সে (অর্থাৎ, স্বামী) যদি ক্ষমা করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সেসবই অত্যন্ত ভাল করে দেখেন। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ২৩৭)

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [٢:٢٤١]

অর্থ: আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেয়া পরহেযগারদের ওপর কর্তব্য। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ২৪১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [٣٣:٤٩]

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ কর, অত:পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নাই। অত:পর তোমরা তাদেরকে কিছু দেবে এবং উত্তম পন্থায় বিদায় দেবে। (সূরা আহযাব: আয়াত ৪৯)

হাদিস:

عَنْ مَيْمُونٍ الْكُرْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ   سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ خَدْعَةً حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِ دِينَهُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ-

অর্থ: হজরত মাইমুন আল-কুরদী তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো নারীকে কম কিংবা বেশি মহর ধার্য করে বিবাহ করল; কিন্তু তার অন্তরে নারীর এই মহরের হক আদায়ের নিয়ত ছিলনা, তাহলে সে এই নারীকে ধোঁকা দিয়েছে। মহরের টাকা পরিশোধ না করে এই অবস্থায় সে যদি মারা যায়, তাহলে কিয়ামতের দিন সে ব্যভিচারী বা যিনাকারী হিসেবে মহান আল্লাহর দরবারে হাযির হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো ঋণ নিল; কিন্তু এই ঋণের হক তার ঋণদাতাকে পরিশোধ করার নিয়ত তার ছিল না, তাহলে সে তাকে ধোঁকা দিয়ে তার সম্পদ নিয়ে নিল। সে যদি তার এই ঋণ পরিশোধ না করা অবস্থায় মারা যায়, তাহলে একটি চোর হিসেবে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে। (মু'জামুস সগীর : হাদীস নং ১১১, মাজমাউয যাওয়াইদ : হাদীস নং ৬৬৫৪, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ১৮০৭)

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشّا قالت أتدري ما النش؟ قال قلت لا قالت   نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه-رواه مسلم

অর্থ: হজরত আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হজরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, আপন স্ত্রীদের জন্য হুযুর (সা.) এর মাহর কত ছিল? তিনি বলেন, আপন স্ত্রীদের জন্য তাঁর মাহর ছিল বার উকিয়া এবং এক নশ। হজরত আয়েশা (রা.) বলেন,

তুমি কি চেন নশ কি? সে বলল না। হজরত আয়েশা বলেন, অর্ধেক উকিয়া। এই পাঁচশত দিরহাম ছিল রাসূল (সা.) এর আপন স্ত্রীদের জন্য মাহার।

أن عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ قال لا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً -

অর্থ: হজরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন, সাবধান! তোমরা নারীদের মহর বেশি নির্ধারণ করোনা কেননা তা যদি দুনিয়ায় সম্মানের এবং আখেরাতে তাকওয়ার কারণ হয়, তবে তার জন্য সবচেয়ে বেশি হকদার ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) । অথচ আমি রাসূল (সা.) কে বার উকিয়ার বেশি মহর দিয়ে কোন স্ত্রীকে বিবাহ করতে এবং তাঁর কোন কন্যাকে বিয়ে দিতে দেখিনি।

ওলীমা

হাদিস:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ-

অর্থ: হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) এর শরীরে কুসুম রংয়ের চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, এটা কি? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি খেজুর দানার ওজন পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বরকত দান করুন। একটা বকরী দ্বারা হলেও ওলীমা কর। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৫১৫৩, সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ১৪২৭)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, যে ওলীমায় শুধু ধনীদের দাওয়াত করা হয় এবং গরীবদের দাওয়াত দেওয়া হয় না, ওই ওলীমা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আর যে ব্যক্তি (সুন্নাহসম্মত) দাওয়াত কবুল করে না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে নাফরমানী করে। (সহীহ বুখারি: হাদিস নং ৫১৭৭, সুনানু আবী দাউদ: হাদিস নং ৩২৪২)

ওসিয়ত

আয়াত:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [٢:١٨٠]

অর্থ: তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য ওসীয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবকিছু শুনেন ও জানেন। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ১৮০)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [٢:٢٤٠]

অর্থ: আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে। অত:পর যদি সে স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞতা সম্পন্ন।

(সূরা বাকারাহ: আয়াত ২৪০)

হাদিস:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ-

অর্থ: হজরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলমানের এটা উচিৎ নয় যে, দুটি রাত কাটাবে অথচ তার কাছে ওসীয়ত করার মতো কোন জিনিস থাকা সত্ত্বেও তার ওসীয়ত তার কাছে লিখিত থাকবে না। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ২৭৩৮, সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ১৬২৭)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ نَعَمْ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, আমার পিতা সম্পদ রেখে ইন্তেকাল করেছেন, কিন্তু ওসীয়ত করে যাননি। আমি যদি তাঁর পক্ষ হতে সদকা করি তাহলে তার গোনাহ মাফ হবে কি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ। (সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ১৬৩০, সুনানুন নাসাঈ: হাদিস নং ৩৬৫২)

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَلا أَمَةً وَلا شَيْئًا إِلا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً-

অর্থ: হজরত আমের ইবনুল হারেস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরাধিকার হিসেবে কোন দীনার, দিরহাম, দাস এবং দাসী রেখে যাননি। কেবল মাত্র তাঁর সাদা রঙের খচ্চরটি, যেটাতে তিনি সওয়ার হতেন। আর তার হাতিয়ার ও একটু যমীন, যা তিনি মুসাফিরদের জন্য সদকা করে গিয়েছেন। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৪৪৬১, সুনানুন নাসাঈ: হাদিস নং ৩৫৯৪)

তাওবাহ

আয়াত:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [٤:١٧]

অর্থ: অবশ্যই আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে, অত:পর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ।

(সূরা নিসা: আয়াত ১৭)

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا [٤:١٨]

অর্থ: আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মাথার ওপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকেঃ আমি এখন তাওবা করছি। আর তাওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা নিসা: আয়াত ১৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [٦٦:٨]

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবা কর-আন্তরিক তাওবা। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা,

আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর ওপর সর্ব শক্তিমান।
(সূরা তাহরীম: আয়াত ৮)

হাদিস:

عن ابن عُمَر عَنِ النَّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ إِنَّ الله يقْبَلُ توْبَةَ العبْدِ مَالَم يُغَرْغِر-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বান্দার তাওবাহ কবুল করেন। (তিরমিযী হাদিস ৫/৩৫৩৭)

عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطعُ الهجرةُ حتى تَنقطعَ التوبة ولا تنقطعُ التوبة حتى تطلعَ الشمسُ من مغربهَا-

অর্থ: হজরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তাওবাহ’র দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না। আর সূর্য যে পর্যন্ত পশ্চিম আকাশে উদিত না হয় সে পর্যন্ত তাওবাহ’র দরজা বন্ধ হবে না। (আবু দাউদ হাদিস ৩/২৪৭৯)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ -

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যদয়ের পূর্বে (কিয়ামতের পূর্বে) তাওবাহ করবে তার তাওবাহ আল্লাহ তা’আলা কবুল করেন।
(সহীহ মুসলিম হাদিস ৪/২৭০৩)

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا-

অর্থ: হজরত আবু মূসা আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যদয় (কিয়ামত) না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতে তার ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকেন। যাতে দিনের গুনাহগার তাওবাহ করে। আর তিনি

দিনে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে রাতের গুনাহগার তাওবাহ করে। (মুসনাদে আহমাদ হাদিস ৩২/১৯৫২৯)

মৃত্যু

আয়াত:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ [٣:١٨٥]

অর্থ: প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৭৫)

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا [٤:٧٨]

অর্থ: তোমরা যেখানেই থাক না কেন! মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও। বস্তুত তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও! এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে? যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না। (সূরা নিসা: আয়াত ৭৮)

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [٦٢:٨]

অর্থ: বলুন! তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখোমুখি হবে, অত:পর তোমরা অদৃশ্য, দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে। (সূরা জুমআহ: আয়াত ৮)

وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [٦٣:١١]

অর্থ: প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন। (সূরা মুনাফিকুন: আয়াত ১১)

হাদিস:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَاشِرَ عَشَرَةٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ وَأَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَأَشَدُّهُمُ اسْتِعْدَادًا لَهُ أُولَئِكَ هُمُ الأَكْيَاسُ ذَهَبُوا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الآخِرَةِ-

অর্থ: হজরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দশম ব্যক্তি হয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম। তখন এক আনসারী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর নবী! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সবচেয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি কে? তখন তিনি বললেন, যারা মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য কঠোরভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তারাই সে সকল বুদ্ধিমান যারা দুনিয়ার আভিজাত্য ও ইজ্জত এবং পরকালের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গেল। (আল-মু'জামুস সগীর: হাদিস নং ১০০৮, সুনানু ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৪২৫৯)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ لَيْسَ

ذَاكَ وَلَكِنَّ الاسْتِحْيَاءَ مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْتَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা আল্লাহকে যথযথভাবে লজ্জা কর। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল-হামদুলিল্লাহ, আমরা তো নিশ্চয়ই লজ্জা করি। তিনি বললেন, তা নয়, বরং আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, তুমি তোমার মাথা এবং এতে যা কিছু আছে তা সংরক্ষণ করবে এবং পেট ও এতে যা কিছু আছে তা হেফাজত করবে। আর যে ব্যক্তি পরকালের আশা করে, সে যেন দুনিয়াবী আড়ম্বর ছেড়ে দেয়। যে ব্যক্তি এসব কাজ করতে পারে সেই আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করে বলে বিবেচিত হবে। (সুনানুত তিরমিযী: হাদিস নং ২৪৫৮, মুসনাদু আহমাদ: হাদিস নং ৩৬৭১)

عَنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ-

অর্থ: হজরত উবাই ইবনে কা’ব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতের দুই-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলতেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর। কম্পন সৃষ্টিকারী প্রথম শিঙ্গাধ্বনি এসে পড়েছে এবং তার পরপর আসবে পরবর্তী শিঙ্গাধ্বনি। মৃত্যু তার ভয়াবহতা নিয়ে হাজির হয়েছে। মৃত্যু তার ভয়াবহতা নিয়ে হাজির হয়েছে। (সুনানুত তিরমিযী: হাদিস নং ২৪৫৭, মুসতাদরাকে হাকেম: হাদিস নং ৩৫৭৮)

عَنِ عَمْرِ بن مَيْمُوْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ-

অর্থ: হজরত আমার ইবনে মাইমূন (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, পাঁচটি বস্তু আসার পূর্বেই পাঁচটি বস্তুর মূল্যায়ন কর। ১. তোমার বার্ধক্যের পূর্বে, তোমার যৌবনকে। ২. তোমার অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে। ৩. তোমার অভাবের পূর্বে তোমার প্রাচুর্যের। ৪. তোমার ব্যস্ততার পূর্বে, তোমার অবসরের। ৫. তোমার মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনের। (সুনানুল কুবরা [নাসাঈ] : হাদিস নং ১১৮৩২, মুসতাদরাকে হাকেম: হাদিস নং ৭৮৪৬)

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া পর্যন্ত আদম সন্তানের পা তার প্রভু (আল্লাহ) এর কাছ থেকে সরতে পারবে না। ১. তার জীবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে ব্যয় করেছে? ২. তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে? ৩. তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে? ৪. এবং কীকী খাতে তা ব্যয় করেছে? ৫. আর সে যা কিছু জ্ঞান অর্জন করেছিল তাদানুযায়ী কী আমল করেছে? (সুনানুত তিরমিযী: হাদিস নং ২৪১৬, জামিউল উসূল: হাদিস নং ৭৯৭০)

মীরাস

আয়াত:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا [٤:٧]

অর্থ: পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশী। এ অংশ নির্ধারিত। (সূরা নিসা: আয়াত ৭)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا [٤:٨]

অর্থ: সম্পতি বন্টনের সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিছু সদালাপ করো। (সূরা নিসা: আয়াত ৮)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا [٤:٩]

অর্থ: তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল অক্ষম সন্তান-সন্ততি ছেড়ে গেলে তাদের জন্য তারাও আশঙ্কা করে; সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে। (সূরা নিসা: আয়াত ৯)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [٤:١١]

অর্থ: আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেনঃ একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান। অত:পর যদি শুধু নারীই হয় দু' এর অধিক, তবে তাদের জন্য ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অত:পর

যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।

(সূরা নিসাঃ আয়াত ১১)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [٤:١٢]

অর্থ: আর তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়; ওছিয়্যতের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্য এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওছিয়্যতের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয়-ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে ওছিয়্যতের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। (সূরা নিসাঃ আয়াত ১২)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [٤:١٧٦]

অর্থ: মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায় অতএব, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদিগকে কালালাহ এর মীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন, যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং এক বোন থাকে, তবে সে পাবে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয়, তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। তার দুই বোন থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হবে আল্লাহ তোমাদিগকে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।

(সূরা নিসা: আয়াত ১৭৬)

হাদিস:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

অর্থ: হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য অংশ না দিয়ে চলে যায়, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন জান্নাতের অংশও তাকে দিবেন না।

ব্যবসা

আয়াত:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [٢:٢٧٥]

অর্থ: যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে, ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মত! অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অত:পর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ২৭৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [٢:٢٨٢]

অর্থ: হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ২৭২)

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [٢:٢٨٣]

অর্থ: আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় কর! তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ

তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ২৭৩)

হাদিস:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا-

অর্থ: হজরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের খেজুর বাগান এবং যমীন ইহুদীদের দিয়েছিলেন, তারা নিজেদের অর্থে কাজ করবে, আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ফসলের অর্ধেক পাবেন। (সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ১৫৫১, সুনানুন নাসাঈ: হাদিস নং ৩৯৩০)

عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ-

অর্থ: হজরত উসমান তথা ইবনুল আসওয়াদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হজরত সুলাইমান ইবনে আবু মুসলিম আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি আবু মিনহালকে সোনা-রূপার নগদ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এবং আমার এক অংশীদার নগদ ও বাকীতে একবার কিছু জিনিস ক্রয় করলাম। এরপর বারা ইবনে আযেব (রা.) আমাদের কাছে এলে আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি এবং আমার শরীক যায়েদ ইবনে আরকাম এমন করেছিলাম। তারপর আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নগদ যা ক্রয় করেছ তা রাখ আর

বাকীতে যা কিনেছ তা ফিরিয়ে দাও। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ২৪৯৭, সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ১৫৮৯)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদেরকে খায়বারের জমি এ শর্তে দেন যে, তারা সেগুলোতে শ্রম দিবে, চাষাবাদ করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তারা লাভ করবে। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ২৪৯৯, সুনানুল কুবরা: হাদিস নং ৪৬৪৭)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করেন, তখন তারা (মদীনাবাসী) দুই বছর বা তিন বছর মেয়াদে খেজুর আগাম বেচা-কেনা করত। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি খেজুরের মূল্য আগাম প্রদান করে, সে যেন নির্দিষ্ট মাপ, নির্দিষ্ট ওজন এবং নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করে। (সহীহ বুখারি: হাদিস নং ২২৪০, সুনানু ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ২২৮০)

عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ وَعَنْ بَيْعِ الوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ-

অর্থ: হজরত আবুল বাখতারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর (রা.) কে খেজুর আগাম বিক্রি করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন, ব্যবহার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে এবং নগদ মূল্যের বিনিময়ে বাকীতে এরূপ বিক্রি করতে নিষেধ করা

হয়েছে। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ২২৪৭, জামিউল উসূল: হাদিস নং ৪২৬)

সুদ ও ঘুষ

আয়াত:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [٢:٢٧٥]

অর্থ: যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মত! অথচ আল্লা'হ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অত:পর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ২৭৫)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [٢:٢٧٦]

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে।

(সূরা বাকারাহ: আয়াত ২৭৬)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [٢:٢٧٨]

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।

(সূরা বাকারাহ: আয়াত ২৭৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٣:١٣٠]

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো।

(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৩০)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ [٣٠:٣٩]

অর্থ: মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না।

(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৩৯)

হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ-

অর্থ: হজরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, খোরমার পরিবর্তে খুরমা, গমের পরিবর্তে গম, যবের পরিবর্তে যব, লবণের বিনিময়ে লবণ লেনদেন করা হলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণে সমতা থাকতে হবে ও যখন তখন আদান প্রদান হতে হবে। যে ব্যক্তি বেশি দিবে, বা বেশি গ্রহণ করবে, সে সুদের কাজ সম্পন্নকারী সাব্যস্ত হবে, কিন্তু যদি বিভিন্ন জাতীয় বস্তু হয়, তবে কোনো ক্ষতি নেই। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৮৮, সুনানুন নাসাঈ, হাদীস নং ৪৫৫৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বরেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে বেঁচে থাক। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো কীকী? তিনি বললেন, [১] আল্লাহর সাথে [কাউকে] শরীক করা। [২] যাদু-টোনা করা। [৩] আইনসম্মত বিধান ব্যতীত কাউকে হত্যা করা। [৪] অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা। [৫] সুদ খাওয়া। [৬] জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা। [৭] সতী-সাধ্বি নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।

(সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৬৪৫৭, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ৮৯)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَم فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا-

অর্থ: হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, আজ রাতে আমি স্বপ্নে দুজন লোককে দেখলাম। তারা আমার কাছে এসে আমাকে নিয়ে একটি পবিত্র ভূমিতে গেল। আমরা চলতে চলতে একটি রক্ত নদীর তীরে পৌঁছে গেলাম। নদীর মধ্যখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল আর নদীর তীরে একটি লোক দাঁড়িয়েছিল যার সামনে ছিল কিছু পাথর। এরপর নদীর মাঝে দাঁড়ানো ব্যক্তি তীরের দিকে অগ্রসর হলে তীরে দাঁড়ানো লোকটির মুখমণ্ডল লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করল এবং সে আগে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য করল। এভাবে যখনই সে উঠে আসার চেষ্টা করছে তখনই তীরের লোকটি তার মুখ লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে মারছে, যার ফলে সে [পূর্বস্থানে] ফিরে যাচ্ছে এবং পূর্ববর্তী অবস্থান গ্রহণ করছে। নবীজি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? [কী কারণে তার এ শাস্তি?] তারা

বলল, নদীর মধ্যে দাঁড়ানো যে লোকটিকে দেখলেন, সে এক সুদখোর। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ২০৮৫, জামিউল উসূল : হাদীস নং ১০১১, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ১৮৪৫)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ(هُمْ سَوَاءٌ)

অর্থ: হজরত যাবের (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের দলীল লেখক এবং এর সাক্ষীদ্বয়- সবার ওপর অভিসম্পাত করেছেন। আর তিনি বলেছেন, এরা সবাই সমান [অর্থাৎ সবাই গোনাহগার হবে]। (সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ১৫৯৮, মুসনাদু আবী ইয়ালা : হাদীস নং ১৮৪৯, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ১৮৪৭)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, সুদ হলো সত্তর প্রকারের পাপের সমষ্টি। যার মধ্যে সবচেয়ে সহজটি হলো, আপন মায়ের সাথে ব্যভিচার বা যিনা করা। [নাঊযুবিল্লাহ] (সুনানু ইবনে মাযাহ : হাদীস নং ২২৭৪, মুসনাদু বাযযার : হাদসি নং ৮৫৩৮, শুআবুল ঈমান : হাদীস নং ৫১৩৪, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ১৮৫৮, সহীহুল জামে’ : হাদীস নং ৩৫৪১, ফয়যুল ক্বাদীর : হাদীস নং ৪৫০৭)

উত্তম চরিত্র

আয়াত:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [٣٣:٢١]

অর্থ: যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর মাঝে উত্তম নমুনা রয়েছে।

(সূরা আহযাব: আয়াত ২১)

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ [٦٨:٤]

অর্থ: আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।

(সূরা কলম: আয়াত ৪)

হাদিসঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاقِ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, সুন্দর ও সৎ চরিত্রের পূর্ণতা দেওয়ার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। (মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ৮৯৫২, মাজমাউয যাওয়াইদ : হাদীস নং ১৩৬৮৩, মুসতাদরাক হাকেম : হাদীস নং ৪২২১, আদাবুল মুফরাদ : হাদীস নং ২৭৩, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা : হাদীস নং ৪৫)

عَنْ بْنُ عَمْرٍو قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاقًا-

অর্থ: হজরত ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) অশ্লীলভাষী ও নিকৃষ্ট-স্বভাবী ছিলেন না। আর তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে উত্তম, যাদের আখলাক-চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৩৫৫৯, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২৩২১, সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ১৯৭৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا -

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ঈমানের দিক থেকে ওই মুমিনই সবচেয়ে কামেল বা পূর্ণ, যার আখলাক সবচেয়ে সুন্দর। (সুনানু আবী দাউদ : হাদীস নং ৪৬৮২, সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ১১৬২, সুনানু দারেমী : হাদীস নং ২৮৩৪, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা : হাদীস নং ২৮৪)

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِيُدْرِكَ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ-

অর্থ: হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি তার সুন্দর ও উত্তম

আখলাকের মাধ্যমে রাতের ইবাদতকারী ও দিনের বেলা রোযা পালনকারীর মর্যাদা লাভ করে নেয়। (সুনানু আবী দাউদ : হাদীস নং ৪৭৯৮, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ২৫০১৩, জামিউল উসূল : হাদীস নং ১৯৭৪, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ২৬৪৩)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, অধিকাংশ কোন্ আমলটি মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, তাকওয়া বা আল্লাহভীতি, সদাচার ও উত্তম চরিত্র। তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো, অধিকাংশ কোন্ আমলটি মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, মুখ ও লজ্জাস্থান। (সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ২০০৪, সহীহ ইবনু হিব্বান : হাদীস নং ৪৭৬, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা : হাদীস নং ৯৭৭, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ১৭২৩)

তাওয়াযু বা বিনয়

আয়াত:

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا [٢٥:٦٣]

অর্থ: রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মুর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম। (সূরা ফুরকান: আয়াত ৬৩)

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ [٣١:١٩]

পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর। (সূরা লোকমান: আয়াত ১৯)

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [٢٦:٢١٥]

এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হোন।

(সূরা শুআরা: আয়াত ২১৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [٥:٥٤]

অর্থ: হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।

(সূরা মায়েদাহ: আয়াত ৫৪)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ [٣:١٥٩]

অর্থ: আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ করুন। অত:পর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করুন আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৫৯)

হাদিস:

عَنْ عَيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا يَفْخُرِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ-

অর্থ: হজরত ইয়ায ইবনে হিমার (রা.)হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) হতে বর্ণিত যে, তিনি সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, মহান আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা বিনয় অবলম্বন কর, এমনকি কেউ যেন কারো ওপর বড়ত্ব না দেখায়। (সুনানু ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ৪১৭৯, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২৮৬৫, জামিউল উসূল : হাদীস নং ৯৪৪৫, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ২৮৯০)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) -এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেছেন, সদকা সম্পদকে হ্রাস করে না। ক্ষমা করার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধিই করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মর্যাদা অবশ্যই বৃদ্ধি করে দেন। (সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২৫৮৮, সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ২০২৯, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ৮৫৮)

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ-

অর্থ: হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, হে আয়েশা! নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ দয়ালু, তিনি দয়া ও নম্রতাকে পছন্দ করেন। আর তিনি নম্রতার জন্য যা দান করেন, কঠোরতার জন্য তা দান করেন না। এমনকি দয়া ও নম্রতার জন্য যা দান

করেন, এ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর জন্য তা দান করেন না। (সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২৫৯৩, জামিউল উসূল : হাদীস নং ২৬৩৬)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُعَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জানাব না, যে জাহান্নামের জন্য হারাম বা জাহান্নামের আগুন যার জন্য হারাম। [আর সে হলো] প্রত্যেক ওই ব্যক্তি যে মিশুক [মানুষের নিকটবর্তী], বিনম্র ও সহজ-সরল-অনড়ম্বর। (সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ২৪৮৮, মুসনাদু আবী ইয়ালা : হাদীস নং ৫০৫৩, জামিউল উসূল : হাদীস নং ৯৩৪৬, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ১৭৪৪)

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لا يُعْطِي عَلَى الْخَرَقِ وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الرِّفْقَ مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُحْرَمُون الرِّفْقَ إِلاَّ قَدْ حُرِمُوا-

অর্থ: হজরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ নম্রতার ওপর অবশ্যই দান করেন, যা তিনি দান করেন না কঠোরতা ও আনাড়িপনার ওপর। আর মহান আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তিনি তাকে নম্রতার গুণ দান করেন। যে পরিবারই নম্রতার গুণ হতে বঞ্চিত হয়েছে, তারা বাস্তবেই [সামগ্রিক কল্যাণ] হতে বঞ্চিত হয়েছে। (মু'জামুল কাবীর : হাদীস নং ২২৭৪, মাজমাউয যাওয়াইদ : হাদীস নং ১২৬৪৩, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ২৬৬৬)

পিতা-মাতার অধিকার

আয়াত:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا [٤:٣٦]

অর্থ: আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে।

(সূরা নিসা: আয়াত ৩৬)

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [١٧:٢٤]

অর্থ: তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল, হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বনি ইসরাইল: আয়াত ২৪)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [٣١:١٤]

অর্থ: আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। (সূরা লোকমান: আয়াত ১৪)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [٢٩:٨]

অর্থ: আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের

আনুগত্য করো না। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অত:পর আমি তোমাদেরকে বলে দেব যা কিছু তোমরা করতে।

(সূরা আনকাবুত: আয়াত ৮)

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا [٧١:٢٨]

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে-তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং যালেমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।

আত্মীয় স্বজনের অধিকার। (সূরা নূহ: আয়াত ২৮)

হাদিস:

عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال سأَلتُ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَيُّ الْعملِ أَحبُّ إلى اللَّهِ تَعالى ؟ قال الصَّلاةُ على وقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قال بِرُّ الْوَالِديْنِ قلتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قال الجِهَادُ في سبِيلِ اللَّهِ-متفقٌ عليه

.

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কারীম (সা.) কে প্রশ্ন করেছি, কোন আমলটি মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়? নবীজি বললেন, সময়মতো নামায আদায় করা। তিনি বলেন, তারপর কোনটি? নবীজি বললেন, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা। তিনি বলেন, তারপর কোনটি? নবীজি বলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৫২৭, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ৮৫, সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ১৮৯৮)

عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) নবী কারীম (সা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত। আর পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার অসন্তুষ্টি

নিহিত। (সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ১৮৯৯, মুসনাদু বাযযার : হাদীস নং ২৩৯৪, জামিউল উসূল : হাদীস নং ১৯৪, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা : হাদীস নং ৫১৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ–

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ওই ব্যক্তির নাক ধুলোয় ধূসরিত হোক! ওই ব্যক্তির নাক ধুলোয় ধূসরিত হোক! ওই ব্যক্তির নাক ধুলোয় ধূসরিত হোক! [অর্থাৎ সে লাঞ্চিত হোক]। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কে? উত্তরে তিনি বললেন, ওই ব্যক্তি যে তার পিতা-মাতাকে অথবা উভয়ের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েছে তথাপি সে [তাঁদের সন্তুষ্ট করে] জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেনি। (সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২৫৫১, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ৮৫৫৭, জামিউল উসূল : হাদীস নং ১৯২)

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْضُرُوا الْمِنْبَرَ فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ قَالَ آمِينَ ثُمَّ ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ آمِينَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَرَضَ لِي فَقَالَ بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَقُلْتُ آمِينَ فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ آمِينَ فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِثَةَ قَالَ بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ الْكِبَرُ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلاهُ الْجَنَّةَ فَقُلْتُ آمِينَ-

অর্থ: হজরত কা’ব ইবনে উযরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা মিম্বরের নিকট সমবেত হও। আমরা মিম্বরের নিকট সমবেত হলাম। রাসূল (সা.) এসে প্রথম সিঁড়িতে পা মুবারক রেখে বললেন, ‘আমীন’। [আল্লাহ আপনি কবুল করুন] তারপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা মুবারক রেখে বললেন, ‘আমীন’। তারপর তৃতীয় সিঁড়িতে পা মুবারক রেখে বললেন, ‘আমীন’। অত:পর যা কিছু বলার তা বলে মিম্বর থেকে নেমে আসলেন। আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আজ

আপনার কাছ থেকে আমরা এমন কিছু শোনেছি যা ইতোপূর্বে শোনতে পাইনি। [অর্থাৎ আগে পরে কোনো কথা না বলে মিম্বরের প্রত্যেক সিঁড়িতে পা রাখতেই 'আমীন' বলা]। তখন রাসূল (সা.) বললেন, যখন আমি মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখছিলাম তখন হজরত জিবরাঈল (আ.) আমার সামনে এসে দুআ করলেন, "ধ্বংস হোক ওই ব্যক্তি যে রমযান মাস পেয়েছে তথাপি তার ক্ষমার ফয়সালা হয়নি। [অর্থাৎ সে বরকতময় রমযানে নেক আমলও তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর দরবার হতে স্বীয় পাপ মোচন করাতে পারেনি] আমি জিবরাঈলের দুআর সমর্থনে বলেছি, 'আমীন'। [আল্লাহ আপনি কবুল করুন।] আমি যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখলাম, তখন হজরত জিবরাঈল (আ.) এই দুআটি করলেন, "ধ্বংস হোক ওই ব্যক্তি যার সামনে আপনার নাম উচ্চারণ করা হয়, তখনও সে আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করে না।" আমি তাঁর দুআর সমর্থনে বলছি, 'আমীন'। যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখলাম , তখন হজরত জিবরাঈল (আ.) এই দুআটি করলেন, "ধ্বংস হোক ওই ব্যক্তি যার সামনে তার মাতা-পিতা উভয়জন অথবা দু'জনের যে কোনো একজন বৃদ্ধ হয়ে যায়। অত:পর সে তাদের খেদমত ও সন্তুষ্ট করে জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য হতে পারেনি। আমি তাঁর দুআর সমর্থনে বলেছি 'আমীন'।

একাধিক সাহাবী থেকে বিভিন্ন সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। (মুসতাদারক হাকিম : হাদীস নং ৭২৫৬, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ৯৯৫, সহীহ ইবনু হিব্বান : হাদীস নং ৪০৯, শুআবুল ঈমান [বায়হাকী] : হাদীস নং ১৫৭২, মাজমাউয যাওয়াইদ : হাদীস নং ১৩৪০৯, আল কাউলুল বাদী' : পৃ: ২৯২)

আত্মীয়তার সম্পর্ক

আয়াত:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [٢:١٨٠]

অর্থ: তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য ওসীয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু শোনেন ও জানেন। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ১৮০)

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا [١٧:٢٦]

অর্থ: আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। (সূরা বনি ইসরাইল: আয়াত ২৬)

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا [٣٣:٦]

অর্থ: নবী কারীম মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মুমিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করতে চাও, করতে পার। এটা লওহে-মাহফুযে লিখিত আছে। (সূরা আহযাব: আয়াত ৬)

হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ۔

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) এর সূত্রে নবী কারীম (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'রেহেম' [আল্লাহ তা'য়ালার গুণবাচক নাম] 'রহমান'- এর একটি শাখা। তাই আল্লাহ তা'য়ালা [একে লক্ষ্য করে] বলেন, যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৫৯৮৮, জামিউল উসূল : হাদীস নং ৪৬৯৪, সহীহুল জামে' : হাদীস নং ৩৫৪৮)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ-

অর্থ: হজরত আব্দুর রহমান আবনে আওফ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, আমি 'রহমান' আর আত্মীয়তার সর্ম্পক হলো, 'রাহিম'। আমি আমার নাম হতে তা বের করেছি। কাজেই যে ব্যক্তি আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখে, আমি তার নিকটবর্তী হই। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ছিন্ন করে আমি আমার সম্পর্কও তার সাথে ছিন্ন করি। (সুনানু আবী দাউদ : হাদীস নং ১৬৯৪, সহীহ ইবনু হিব্বান : হাদীস নং ৪৪৩, মুসতাদরাক হাকেম : হাদীস নং ৭২৬৭, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ২৫২৮)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ-

অর্থ: হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী কারীম (সা.) তাঁকে বলেছেন, নিশ্চয়ই যাকে নম্রতার গুণ দান করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের বড় অংশ দান করা হয়েছে। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক, সুন্দর আচরণ ও উত্তম প্রতিবেশী ঘরসমূহ তথা সমাজকে সুসংহত করে এবং হায়াতের মধ্যে বরকত দান করে। (মুসনাদু আহমাদ :

হাদীস নং ২৫২৫৯, মাজমাউয যাওয়াইদ : হাদীস নং ১৩৬৬৬, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা : হাদীস নং ৫১৯, সহীহতি তারগীব : হাদীস নং ২৫২৪)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَمَرَنِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ أَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ-

অর্থ: হজরত আবু যর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বন্ধু রাসূল (সা.) আমাকে সাতটি কাজ করার আদেশ করেছেন। [১] তিনি আমাকে গরীব-মিসকীনদেরকে ভালোবাসতে এবং তাদের নিকটবর্তী হতে আদেশ করেছেন। [২] আমার চেয়ে যে নীচে রয়েছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে এবং আমার চেয়ে যে উপরে রয়েছে, তার প্রতি দৃষ্টিপাত না করতে আমাকে আদেশ করেছেন। [৩] আত্মীয়-স্বজন মুখ ফিরিয়ে নিলেও তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন। [৪] কারো কাছে কিছু প্রার্থনা না করার জন্য তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন। [৫] তিক্ত হলেও সত্য কথা বলতে তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন। [৬] আল্লাহর পথে কোনো নিন্দাকারীর নিন্দাকে ভয় না করতে তিনি আমাকে আদেশ করেছেন। [৭] আর তিনি আমাকে ‘লা-হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বাক্যটি অধিকহারে পড়ার আদেশ করেছেন। কেননা এগুলো আরশের নীচের খাযানার মধ্য হতে। (মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ২১৪১৫, সহীহ ইবনু হিব্বান : হাদীস নং ৪৪৯, আল-মুজামুস সগীর : হাদীস নং ৭৫৮, মাজমাউয যাওয়াইদ : হাদীস নং ১৭৯০৭, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ২৫২৫)

প্রতিবেশীর অধিকার

আয়াত:

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ [٢:٣٦]

অর্থ: অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলনের চেষ্টা করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও! তোমরা পরস্পর একে

অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে। (সূরা বাকারাহঃ আয়াত ৩৬)

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ [٢٦:٢١٤] وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [٢٦:٢١٥]

অর্থ: আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হোন। (সূরা শুআরা: আয়াত ২১৪-১৫)

হাদিসঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ.-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তিই উত্তম সাথী, যে তার সাথীদের মাঝে উত্তম। আর মহান আল্লাহর নিকট ঐ লোকটাই উত্তম প্রতিবেশী, যে তার প্রতিবেশীর মাঝে উত্তম। (সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ১৯৪৪, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ৬৫৬৬, জামিউল উসূল : হাদীস নং ৪৯২১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ قَالَ لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, যার অত্যাচার হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকতে পারে না, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ৪৬, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ৮৮৫৫)

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَالله لا يُؤْمِنُ وَالله لا يُؤْمِنُ وَالله لا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ الَّذِي لا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوائِقَهُ -

অর্থ: হজরত আবু শুরাইহ্ আল-খুযাঈ (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর শপথ! ওই ব্যক্তি মুমিন নয় [পূর্ণাঙ্গ মুমিন নয়]। আল্লাহর শপথ! ওই ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহর শপথ! ওই ব্যক্তি মুমিন নয়। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কে মুমিন নয়? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশীরা তার অনিষ্ট-অত্যাচার হতে নিরাপদ থাকতে পারে না। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৬০১৬, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ১৬৩৭২, জামিউল উসূল : হাদীস নং ৪৯১৮)

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ-

অর্থ: হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ঐ ব্যক্তি মুমিন নয় যে পেটভরে খায় আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে। (শুআবুল ঈমান : হাদীস নং ৩১১৭, মুসনাদু আবী ই'য়ালা : হাদীস নং ২৬৯৯, মাজমাউয যাওয়াইদ : হাদীস নং ১৩৫৫৫)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ إِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُمِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَاغَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا ؟ قَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَإِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنْ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا ؟ قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ–

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলার আলোচনা করা হয়, তার অধিক নামায আদায়, রোযা পালন এবং দান সদকা করার ব্যাপারে। তবে সে তার যবান দ্বারা নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট দিত। নবীজি বললেন, ঐ মহিলা জাহান্নামী। ওই ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলার আলোচনা করা হয়, তার অল্প-অল্প রোযা পালন, দান-সদকা করা এবং নামায আদায়ের ব্যাপারে। আর সে সামান্য একটু পনির সদকা করে, মোটকথা পূর্বোক্ত মহিলার তুলনায় তার দান-সদকা খুব সামান্য। কিন্তু সে তার যবান দ্বারা তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। নবীজি বললেন, এই

মহিলাটি জান্নাতী। (মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ৯৬৭৫, মাজমাউয যাওয়াইদ : হাদীস নং ১৩৫৬২, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ২৫৬০)

عَنْ عَائِشَةَ و ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ۔

অর্থ: হজরত আয়েশা ও ইবনে ওমর (রা.)-এর সূত্রে নবী কারীম (সা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, প্রতিবেশীর হক ও অধিকার সম্পর্কে হজরত জিবরাঈল (আ.) সর্বদা আমাকে এত উপদেশ ও তাগিদ করছিলেন যে, আমি ধারণা করছিলাম হয়তো বা তাদেরকে আমার ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন। (সহীহ বুভারী : হাদীস নং ৬০১৪, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২৬২৫)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ -

অর্থ: হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ওই ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের প্রতি স্নেহ ও দয়া করে না এবং বড়দেরকে সম্মান করে না। আর সৎ কাজের আদেশ দেয় না এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা দেয় না। (সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ১৯২১, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ২৩২৯, সহীহ ইবনু হিব্বান : হাদীস নং ৪৫৮, জামিউল উসূল : হাদীস নং ৪৮১২)

রিয়া

আয়াত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ

تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ [٢:٢٦٤]

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অত:এব এ ব্যাক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অত:পর এর ওপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ২৬৪)

হাদিস:

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الأَصْغَرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ ؟ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ يُجَازِي الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمُ اذْهَبُوا عَلَى الَّذِينَ كُنْتُم تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً-

অর্থ: হজরত মাহমূদ ইবনে লাবীদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের ব্যাপারে যে বিষয়টিকে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পাই তা হলো, 'শিরকে আসগর' বা ছোট শিরক। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন কররেন, হে আল্লাহর রাসূল! শিরকে আসগর কি? তিনি বললেন, রিয়া বা লোকদেখানো। কিয়ামতের দিন যখন মানুষদেরকে তাদের কর্মের ফল দেওয়া হবে তখন আল্লাহ তা'আলা এদেরকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে [আমল] দেখাতে তাদের নিকট যাও, দেখ! তাদের নিকট তোমাদের কোনো পুরস্কার বা প্রতিদান পাও কি না? (মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ২৩৬৩৬, মাজমাউয যাওয়াইদ : হাদীস নং ৩৭৫, শুআবুল ঈমান : হাদীস নং ৬৪১২, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ৩২)

عَنْ جُنْدَبً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ-

অর্থ: হজরত জুনদব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অন্যকে শুনানোর জন্য কিছু করে আল্লাহ তা'আলা [কিয়ামতের] অন্যকে শুনাবেন। আর যে অন্যকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কিছু করে আল্লাহ তা'আলা [কিয়ামতের দিন] অন্যকে তা দেখাবেন। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৬৪৯৯, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২৯৮৭, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ১৮৮০৮)

عَنْ أَبِي سَعْدِ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ-

অর্থ: হজরত আবু সাঈদ ইবনে আবু ফাযালা আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন একজন সাহাবী, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন যেদিন সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই, যখন আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে একত্রিত করবেন তখন জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবেন, মহান আল্লাহর জন্য কৃত আমলে কেউ যদি কাউকে শরীক করে থাকে, তবে সে তার ওই আমলের প্রতিদান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে তালাশ করুক। কারণ আল্লাহ তা'আলা অংশীদারী থেকে সবার চেয়ে অধিক মুক্ত। (সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ৩১৫৪, সুনানু ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ৪২০৩, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ১৫৮৩৮, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ৩৩)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, আমি অংশীদারী থেকে সবার চেয়ে অধিক

পবিত্র। যে ব্যক্তি আমার জন্য কৃত আমলে আমি ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করেছে, তাহলে আমি তা হতে মুক্ত। কাজেই তা ওই ব্যক্তির জন্যই যাকে সে শরীক করেছে। (সুনানু ইবনে মাজাহ : হাদীস নং ৪২০২, মুসনাদু আবী ইয়ালা : হাদীস নং ৬৫৫২, সহীহ ইবনু খুযাইমা : হাদীস নং ৯৩৮, সহীহুত তারগীব : হাদীস নং ৩৪)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন বিচারের জন্য প্রথম যে ব্যক্তিকে পেশ করা হবে, সে হবে একজন শহীদ। তাকে আনা হবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার নিয়ামতসমূহ স্মরণ করাবেন। সে তা স্মরণ করবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রশ্ন করবেন, তুমি এ সব নিয়ামতের বিনিময়ে কি আমল করেছ? সে ব্যক্তি বলবে, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য [কাফিরদের সাথে] লড়াই করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এ জন্য লড়াই করেছিলে যেন বীর-বাহাদুর বলা হয়। [আর তোমার চাওয়া মাফিক] তোমাকে তা বলা হয়েছে। অত:পর তার সম্পর্কে আদেশ

করা হবে, ফলে তাকে নিম্নমুখী করে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর এক ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করেছে এবং লোকদেরকে শিক্ষা দিয়েছে ও কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আনা হবে, তাকে তার নিয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হবে। সে তা স্বীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি এগুলো পেয়ে কি আমল করেছ? সে বলবে, আমি ইলম শিক্ষা করেছি এবং অন্যকেও শিক্ষা দিয়েছি। আর আপনার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এ জন্য শিক্ষা করেছিলে যেন তোমাকে 'ক্বারী' বলা হয়। আর তা বলা হয়েছে। এরপর তার ব্যাপারে আদেশ করা হবে, তাকে নিম্নমূখী করে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রশস্ততা দান করেছিলেন এবং তাকে সর্বপ্রকার সম্পদ দান করেছিলেন। তাকে আনা হবে। তাকে নিয়ামত সম্বন্ধে স্বরণ করাবেন। সে তা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এর বিনিময়ে তুমি কি আমল করেছ? সে বলবে, আমি আপনার পছন্দনীয় কোনো রাস্তাই ছাড়িনি, আপনার সন্তুষ্টির জন্য যাতে ব্যয় করিনি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এ জন্য ব্যয় করেছ, যাতে বলা হয় সে 'দাতা' বা দানবীর। আর তা বলা হয়েছে। অত:পর তার ব্যাপারে আদেশ করা হবে। ফলে তাকে নিম্নমূখী করে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ১৯০৫, সুনানুন নাসাঈ : হাদীস নং ৩১৩৭)

হিংসা

আয়াত:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا [٤:٥٤]

অর্থ: নাকি যাকিছু আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে? অবশ্যই আমি ইব্রাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হেকমত দান করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য। (সূরা নিসা: আয়াত ৫৪)

হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَيْحُ جَهَنَّمَ وَلا يَجْتَمِعُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ الإِيمَانُ وَالْحَسَدُ۔

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন মুমিন বান্দার ভেতর আল্লাহর পথের (জিহাদের) ধুলা এবং জাহান্নামের লু-হাওয়া (তথা আগুন) একত্রিত হতে পারেনা। আর কোন বান্দার ভেতর ঈমান ও হিংসা একত্রিত হতে পারেনা। (অর্থাৎ যে সত্যিকার মুমিন হবে তার ভেতর হিংসা থাকতে পারবে না।) সহীহ ইবনু হিব্বান: হাদিস নং ৪৬০৬, শুআবুল ঈমান: হাদিস নং ৬১৮৫)

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ حَالِقَةُ الدِّينِ لاَ حَالِقَةَ الشَّعْرِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ۔

অর্থ: হজরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের রোগ-হিংসা ও বিদ্বেষ তোমাদের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। তা মুণ্ডনকারী (তথা মূলোৎপাটনকারী)। আমি মাথার চুল মুণ্ডন করার কথা বলছি না। বরং তা 'দীন' মুণ্ডনকারী। অর্থাৎ দীনকে ধ্বংসকারী। আর আমি সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জান, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ

না তোমরা (পরস্পর এক মুমিন অপর মুমিনকে) ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এই বিষয়টি করতে সাহায্য করবো? আর তা হলো, তোমরা পরস্পর সালামের প্রচার-প্রসার ঘটাও। (সুনানুত তিরমিযী: হাদিস নং ২৫১০, মুসনাদু আহমাদ: হাদিস নং ১৪১২)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا-رواه البخاري

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা ধারণা-অনুমান থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। কারণ, তা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। কারো দোষ খুঁজে বেড়িও না, গোয়েন্দাগিরী করো না। একে অন্যের প্রতি হিংসা করো না, বিদ্বেষ ও শত্রুভাব রেখো না, বিচ্ছেদ ভাব দেখিও না। বরং তোমরা সবাই এক আল্লাহর বান্দা হয়ে ভাই ভাই বনে যাও। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৬০৬৬)

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَا يحلُّ لمسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بالسَّلَامِ-

অর্থ: হজরত আবু আইউব (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন লোকের জন্য তার (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে (হিংসা-বিদ্বেষমূলক ভাবে) তিন দিনের বেশি এভাবে সালাম-কালাম বন্ধ করে রাখা যে, দুজনে দেখা হলে একজন এদিকে আরেকজন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা কোন মতেই জায়েয নেই। আর তাদের দুজনের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে সালাম দ্বারা কথাবার্তার সূচনা করে। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৬০৭৭, সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ২৫৬০)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন মুসলিমের জন্য তার (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে (হিংসা-বিদ্বেষমূলক ভাবে) তিন দিনের বেশি সালাম-কালাম বন্ধ করে রাখা কোন মতেই জায়েয নেই। যে ব্যক্তি এটা করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সুনানু আবি দাউদ: হাদিস নং ৪৯১৪, মুসনাদু আহমাদ: হাদিস নং ৯০৯২)

অহংকার

আয়াত:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا [٤:٣٦]

অর্থ: আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে।

(সূরা নিসা: আয়াত ৩৬)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ [٣١:١٨]

অর্থ: অহংকারবেশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা লোকমান: আয়াত ১৮)

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ [٥٧:٢٣]

অর্থ: এটা এজন্য বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে উল্লাসিত না হও।

আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা হাদীদ: আয়াত ২৩)

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ [٣٧:٣٥]

অর্থ: তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত। (সূরা সাফফাত: আয়াত ৩৫)

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ [٣٧:٣٦]

অর্থ: এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব। (সূরা সাফফাত: আয়াত ৩৬)

হাদিস:

عَنْ حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر -

অর্থ: হজরত হারেসা ইবনে ওয়াহাব আল-খুযাঈ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে সংবাদ দেবনা? প্রত্যেক বিনম্র ও দুর্বল ব্যক্তি, যে আল্লাহর নামে কোন শপথ করলে তা পূরণ করেন। আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিবাসীদের সম্পর্কে সংবাদ দেবনা? প্রত্যেক বদমেজাজ, কর্কশভাষী ও অহঙ্কারী। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং: ৬০৭১, সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ২৮৫৩)

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلا الْجَعْظَرِيُّ قَالَ وَالْجَوَّاظُ الْفَظُّ الْغَلِيظُ-

অর্থ: হয়রত হারেসা ইবনে ওয়াহাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, অহঙ্কারী ও কটু-কর্কশভাষী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সুনানু আবী দাউদ: হাদিস নং ৪৮০১, মুসনাদু আবী ই'য়ালা: হাদিস নং ১৪৭৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار؟ رواه مسلم

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, অহঙ্কার আমার চাদর (এর ন্যায়) আর বড়ত্ব আমার পরিধেয় (এর ন্যায়) সুতারাং যে এ দুটির কোন একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে (তথা অহঙ্কার ও বড়ত্ব প্রদর্শন করবে) আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (সুনানু আবী দাউদ: হাদিস নং ৪০৯০, সুনানু ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৪১৭৪)

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) এর সূত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যার অন্তরে অণু-পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বলল, একজন ব্যক্তি তার পোশাক ও জুতা সুন্দর হওয়াটাকে পছন্দ করে। (তাহলে এটা কি অহঙ্কারের মধ্যে পড়বে?) তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহঙ্কার হলো সত্যকে না মানা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ৯১, সুনানুত তিরমিযী: হাদিস নং ১৯৯৯)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ) (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির

অন্তরে শষ্যের দানা পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসনাদু আহমাদঃ হাদিস নং ৪৩১০, মুসনাদু আবী ইয়ালাঃ হাদিস নং ৫২৮৯)

লোভ

আয়াতঃ

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ [٣:١٩٦]

অর্থঃ নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন তোমাদিগকে ধোঁকা না দেয়। (সূরা আলে ইমরানঃ আয়াত ১৯৬)

হাদিসঃ

عَنْ كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ-

অর্থঃ হজরত কা'ব ইবনু মালেক আল-আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ছাগলের পালে দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছেড়ে দিলে তা যতটুকু না ক্ষতিসাধন করে, কারো সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চাইতেও তার দীনের অনেক বেশি ক্ষতিসাধন করে। (সুনানুত তিরমিযীঃ হাদিস নং ২৩৭৬, মুসনাদু আহামাদঃ হাদিস নং ১৫৭৮৪)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولُ الْحَيَاةِ وَحُبُّ الْمَالِ -

অর্থঃ হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুটি বস্তুর ভালোবাসায় বৃদ্ধব্যক্তির অন্তর যুবক হয়ে উঠে। ১. দীর্ঘ হায়াত ২. সম্পদের ভালোবাসা। (সহীহ মুসলিমঃ হাদিস নং ১০৪৬, সুনানুত তিরমিযীঃ হাদিস নং ২৩৩৮)

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ۔

অর্থ: হজরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যদি আদম সন্তানের সম্পদের দুটি উপত্যকাও থাকে, তবুও সে তৃতীয় আরেকটি উপত্যকা অন্বেষণ করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছু ভরতে পারে না। আর যে আল্লাহর কাছে তাওবা করে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৬৪৩৬, সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ১০৪৯)

عَنْ كَعْبِ بنِ عِيَاضٍ رضي اللَّه عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فتنةً فِتنَةُ أُمَّتي المَالُ۔

অর্থ: হজরত কা’ব ইবনে ইয়ায (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোনো না কোন ফেতনা (পরীক্ষা) রয়েছে। আর আমার উম্মতের ফেতনা হলো ‘ধন-সম্পদ’।

(সুনানুত তিরমিযী: হাদিস নং ২৩৩৬, মুসনাদু আহামাদ: হাদিস নং ১৭৪৭১)

ক্রোধ দমন

আয়াত:

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [٣:١٣٤]

অর্থ: যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৩৪)

হাদিস:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب - رواه البخاري

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন, রাগ করবে না। সে একই প্রশ্ন কয়েকবার করল, আর তিনিও প্রত্যেকবার বললেন, 'রাগ করবে না'। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৬১৬১, সুনানুত তিরমিযী: হাদিস নং ২০২০)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ۔

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যুদ্ধের ময়দানে যে খুব লড়াই করতে পারে সে সত্যিকারের বীর নয়। আসল বীর হলো যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৬১১৪, সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ২৬০৯)

عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ عُذْرَهُ۔

অর্থ: হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার যবানের হেফাজত করবে আল্লাহ তায়ালা তার ত্রুটি ঢেকে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের রাগ দমন করবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তিকে নিজের আযাব হতে আশ্রয় দিবেন। আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকট ওযর পেশ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার ওযর কবুল করবেন।

(শুয়াবুল ঈমান: হাদিস নং ৭৯৫৮, মুসনাদু আবি ইয়ালা: হাদিস নং ৪৩৩৮)

عن معاذِ بنِ أَنسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيظاً وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالى عَلَى رُؤُوسِ الخَلائِقِ يَومَ القِيامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الحُورِ العِينِ مَا شَاءَ۔

অর্থ: হজরত মুআয ইবনে আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধকে বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা সংবরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টি জগতের সামনে ডেকে এনে তাকে তার পছন্দ মতো হুর বেছে নেওয়ার এখতিয়ার দিবেন।
(সুনানু আবী দাউদ: হাদিস নং ৪৭৭৭, সুনানুত তিরমিযী: হাদিস নং ২৪৯৩)

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من جَرْعَةٍ أعظم أجرًا عند الله مِن جَرْعَةِ غَيْظٍ كظمها عبد ابتغاء وجه الله۔

অর্থ: হজরত ইবনু উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রতিদানের দিক থেকে মহান আল্লাহর নিকট ওই ঢোকের চেয়ে উত্তম আর কোন ঢোক নেই বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাগের যে ঢোক গিলে ফেলে। (অর্থাৎ রাগ হজম করে নেয়) (সুনানু ইবনে মাজাহ: হাদিস নং ৪১৮৯, মুসনাদু আহমাদ: হাদিস নং ৬১১৪)

গীবত

আয়াত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ [٤٩:١٢]

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।
(সূরা হুজরাত: আয়াত ১২)

لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا [٤:١٤٨]

অর্থ: আল্লাহ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ।

(সূরা নিসা: আয়াত ১৪৮)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ [١٠٤:١]

অর্থ: প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ।

(সূরা হুমাযাহ: আয়াত ১)

হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِذَا ذَكَرْتَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি জান, গীবত কি? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই সবচেয়ে ভালো জানেন। তখন নবীজি বললেন, গীবত হলো, তোমার ভাইয়ের অগোচরে বা অনুপস্থিতিতে তার ব্যাপারে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হলো, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বাস্তবেই তা থাকে? তিনি বললেন, তার মধ্যে যা থাকে তা যদি তুমি বল, তাহলেই তো তুমি গীবত করলে। আর যদি বাস্তবে তার মধ্যে তা নাই থেকে থাকে তাহলে তো তুমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিলে। (যা এর চেয়ে বড় অপরাধ ও ভয়াবহ শাস্তিযোগ্য)

(সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ২৫৮৯, সুনানু আবী দাউদ: হাদিস নং ৪৮৭৪)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَرَجَ بِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظَافِرُ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ

وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلاءِ يَا جِبْرِيلُ ؟ فَقَالَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ-

অর্থ: হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন আমার রব আমাকে মি’রাজে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন আমি এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি, যাদের হাতের নখগুলো ছিল তামার। তারা তাদের চেহারা ও বুক চিরে ফেলছিল। আমি বললাম, হে জিবরাইল! এরা কারা? তিনি বললেন, ওরা ওইসব লোক, যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করত। (অর্থাৎ গীবত করত) আর মানুষের সম্মানের ওপর হামলা করত। (সুনানু আবী দাউদ: হাদিস নং ৪৮৭৮, মুসনাদু আহমাদ: হাদিস নং ১৩৩৪০)

চোগলখোরী

আয়াত:

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ [٦٨:١١]

অর্থ: যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে। (সূরা কলম: আয়াত ১১)

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [٥٠:١٨]

অর্থ: সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (সূরা ক্বফ: আয়াত ১৮)

হাদিস:

عَنْ حُذَيْفَةَ قَال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ-

অর্থ: হজরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ১০৫, মুসনাদু আহমাদ: হাদিস নং ২৩৩৫৯)

عَنْ حذيفة قَال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ-

অর্থ: হজরত হুযায়ফা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনেছি। তিনি বলেছেন, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সহীহ বুখারি: হাদিস নং ৬০৬৫, সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ১০৫)

عَنْ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ بِقَبْرينِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ-

অর্থ: হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বললেন, নিশ্চয়ই এই দুই ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। তবে এদের এ আযাব বড় কোন অপরাধের জন্য নয়। অত:পর তিনি বললেন , তাদের একজন প্রস্রাব হতে ভালোভাবে পাকসাফ হতো না আর অপর জন চোগলখোরী করে বেড়াত। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ২১৮, সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ২৯২)

মিথ্যা

আয়াত:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [١٧:٣٦]

অর্থ: যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চক্ষু ও অন্ত:করণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।
(সূরা বনি ইসরাইল: আয়াত ৩৬)

হাদিস:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রা.) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, নবী কারীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সততা তোমাদের জন্য অনিবার্য, কেননা সততা মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায় আর কল্যাণ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সদা সত্য কথা বলতে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর দরবারে পরম সত্যবাদী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়ে যায়। আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে পথ দেখায় আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সদা মিথ্যা বলতে থাকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর দরবারে ডাহা মিথ্যাবাদী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৬০৯৪, সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ২৬০৭)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي قَالَا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

অর্থ: হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রাতের বেলা আমি দুজন লোককে (স্বপ্নে) দেখলাম। যারা আমার কাছে এসে বলল,

আপনি যাকে দেখেছেন যে, তার চোয়াল চিরে ফেলা হচ্ছে সে একজন মিথ্যুক। সে একটি মিথ্যা কথা বলে, ওই মিথ্যাটি তার কাছ থেকে বের হয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। অতএব, এই ব্যক্তির সাথে এই শাস্তিদায়ক আচরণ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত চলতে থাকবে। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৬০৯৬, জামিউল উলুম: হাদিস নং ১০১১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ২. যখন আমানত রাখা হয়, খেয়ানত করে ৩. যখন ওয়াদা করে, ওয়াদা খেলাফ করে। (সহীহ বুখারি: হাদিস নং ২৬৮২, সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ৫৯)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ مَنْ قَالَ لِصَبِيٍّ تَعَالَ هَاكَ ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا فَهِيَ كِذْبَةٌ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ছোট বাচ্চাকে বলবে, এখানে এসো আমি তোমাকে কিছু দেব। তারপর কিছু দিল না, তাহলে এটা একটা মিথ্যা। (মুসনাদু আহমাদ: হাদিস নং ৯৮৩৬, মাজমাউয় যাওয়াইদ: হাদিস নং ৬১৩)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَاعِدًا فِي بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا أُعْطِيكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيَهُ؟ قَالَتْ أُعْطِيهِ تَمْرًا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةً-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত যে, একদা আমার আম্মু আমাকে ডাকলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমাদের ঘরে বসা ছিলেন। আমার আম্মু বললেন, এদিকে এসো, আমি তোমাকে কিছু দেব। তখন নবী কারীম (সা.) তাকে বললেন, তুমি তাকে

কি দেওয়ার ইচ্ছে করেছ? তিনি বললেন, আমি তাকে খেজুর দেওয়ার ইচ্ছে করেছি। তখন নবী কারীম (সা.) তাকে বললেন, তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে, তাহলে তোমার ওপর একটি মিথ্যা লিখা হতো।
(সুনানে আবী দাউদ: হাদিস নং ৪৯৯১, মুসনাদু আহমাদ: হাদিস নং ১৫৭০২)

কৃপণতা/বখিল

আয়াত:

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ [٥٧:٢٤]

অর্থ: যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।
(সূরা হাদিদ: আয়াত ২৪)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [٣:١٨٠]

অর্থ: আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পন্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পন্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের পরম সত্ত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর; আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন।
(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৮০)

هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم [٤٧:٣٨]

অর্থ: শুন! তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহবান জানানো হচ্ছে, অত:পর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্থ। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না। (সূরা ছোয়াদ: আয়াত ৪৭)

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [٥٩:٩]

অর্থ: যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (সূরা হাশর: আয়াত ৯)

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا [٤:١٢٨]

অর্থ: যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন গোনাহ নাই। মীমাংসা উত্তম। মনের সামনে লোভ বিদ্যমান আছে। যদি তোমরা উত্তম কাজ কর এবং খোদাভীরু হও, তবে, আল্লাহ তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন। (সূরা নিসা: আয়াত ১২৮)

হাদিস:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلُقِ۔

অর্থ: হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন মুমিনের

মধ্যে দুটি অভ্যাস একত্রিত হতে পারে না। একটি হলো, কৃপণতা। আর অপরটি হলো মন্দ চরিত্র। (সুনানুত তিরমিযী: হাদিস নং ১৯৬২, শুআবুল ঈমান: হাদিস নং ১০৩৩৬)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ يَسْفِكُوا دِمَاءَهُمْ وَيَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَهُمْ-

অর্থ: হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা যুলম করা থেকে বেঁচে থাক, কেননা যুলম কিয়ামতের দিন অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে আসবে। আর কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক। কৃপণতাই ধ্বংস করেছে তোমাদের পূর্বের লোকদেরকে, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে রক্ত ঝরাতে এবং অবৈধকে বৈধ করতে। (সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ২৫৭৮, মুসনাদু আহমাদ: হাদিস নং ১৪৪৬১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ-

অর্থ: হজরত হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, দানশীল এবং কৃপণের উদাহরণ ওই ব্যক্তির ন্যায় যারা বক্ষ থেকে গলার হাসুলী পর্যন্ত লম্বা দু'টি লোহার বর্ম পরিধান করেছে। দানশীল ব্যক্তি দান করবার ইচ্ছা করলে তা সম্প্রসারিত হয়ে যায় অথবা লম্বা হয়ে যায়। সম্প্রসারিত হয়ে তার আঙ্গুল ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন মুছে দেয়। আর কৃপণ যখন ব্যয় করতে ইচ্ছে করে তখন বর্মটি আরও ছোট হয়ে যায় এবং প্রত্যেকটি কড়া নিজ নিজ স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে এবং তাকে এর হাসুলী অথবা ঘাড়ের সাথে আটকিয়ে দেয়। (সহীহ বুখারি: হাদিস নং ১৪৪৩, সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ১০২১)

অপচয়

আয়াত:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا [١٧:٢٧]

অর্থ: নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (সূরা বনি ইসরাইল: আয়াত ২৭)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا [١٧:٢٩]

অর্থ: তুমি একেবারে ব্যয়-কুণ্ঠ হয়োনা এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃতি, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।
(সূরা বনি ইসরাইল: আয়াত ২৯)

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [٧:٣١]

অর্থ: হে বনী-আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও, খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আরাফ: আয়াত ৩১)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [٦:١٤١]

অর্থ: তিনিই উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন তাও, যা মাচার ওপর তুলে দেয়া হয়, এবং যা মাচার ওপর তোলা হয় না এবং খজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র যেসবের স্বাদবিশিষ্ট এবং যয়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন-একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং হক দান কর কর্তনের সময়ে এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আনআম: আয়াত ১৪১)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا [٢٥:٦٧]

অর্থ: এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।
(সূরা ফুরকান: আয়াত ৬৭)

হাদিস:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ-

অর্থ: হজরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কারো ঘরে একটি বিছানা নিজের জন্য, অপরটি তার স্ত্রীর জন্য, তৃতীয়টি মেহমানদের জন্য এবং চতুর্থটি শয়তানের জন্য। (সহীহ মুসলিম হাদিস ৩/২০৮৪)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟ قَالَ أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) একদা সা'দ (রা.) এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন অযু করছিলেন। রাসূল (সা.) বললেন, হে সা'দ! এই অপচয় কেন? সা'দ (রা.) বললেন, অযুর মধ্যেও কি অপচয় আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমি প্রবাহমান নদীর তীরেও থাকনা কেন। (ইবনে মাজাহ হাদিস ১/৪২৫)

ক্ষমা

আয়াত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [٢:١٧٨]

অর্থ: হে ঈমানদারগন! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অত:পর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের

অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যাক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।
(সূরা বাকারাহ: আয়াত ১৭৮)

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [٣:١٣٤]

অর্থ: যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৩৪)

إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا [٤:١٤٩]

অর্থ: তোমরা যদি কল্যাণ কর, প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে, অথবা যদি তোমরা আপরাধ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ নিজেও ক্ষমাকারী, মহাশক্তিশালী। (সূরা নিসা: আয়াত ১৪৯)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [٧:١٩٩]

অর্থ: আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাক। (সূরা আরাফ: আয়াত ১৯৯)

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ [٤٢:٤٣]

অর্থ: অবশ্যই যে সবর করে ও ক্ষমা করে নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ।
(সূরা শুরা: আয়াত ৪৩)

হাদিস:

عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ.رواه مسلم

অর্থ: হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ব্যতীত কখনো কাউকে মারেননি। না কোন স্ত্রী লোককে না কোন খাদেমকে। তাকে কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তিনি কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। অবশ্য কোন নির্ধারিত হারামকে লঙ্ঘন করা হলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। (মুসলিম : বাবু মুবায়াদাতিহি (সা.) লিল আসামি, ৪২৯৬)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ-

অর্থ: হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে হাঁটছিলাম। তার গায়ে ছিল মোটা বা চ্যাপ্টা পাড়বিশিষ্ট একটি নাজরাণী চাদর। এক বেদুঈন তার নিকট এসে তার চাদরটি ধরে সজোরে টান দিল। আমি লক্ষ্য করলাম, নবী কারীম (সা.) এর ঘাড়ের পার্শ্বদেশে সজোরে চাদর টানার দরুন চাদরের দাগ পড়ে গেছে। বেদুঈন বলল, হে মুহাম্মাদ! আপনার নিকট আল্লাহর দেয়া যে মাল সম্পদ রয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তিনি তার দিকে তাকিয়ে হেসে দিলেন, তারপর তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। (বুখারী : বাবু মা কানান নাবিয়্যু (সা.) ইয়ূতিল মুয়াললাফাতা কুলূবুহুম, ২৯১৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কুস্তিতে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জয়লাভ করাতে বীরত্ব নেই বরং রাগের মূহুর্তে নিজকে সংবরণ করতে পারাই প্রকৃত বীরত্বের পরিচায়ক। (বুখারী : বাবুল হাযারি মিনাল গাদাবি, ৫৬৪৯; মুসলিম : বাবু ফাদলি মান ইয়ামলিকু মাফসাহু ইনদাল গাদাবি, ৪৭২৩)

হালাল-হারাম

আয়াত:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٢:١٧٣]

অর্থ: তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শুকর মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালজ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (সূরা বাকারাহ: আয়াত ১৭৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [٥:١]

অর্থ: মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে তা ব্যতীত। কিন্তু এহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন। (সূরা মায়েদাহ: আয়াত ১)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ [٥:٤]

অর্থ: তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কোন বস্তু তাদের জন্য হালাল? বলে দিন! তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্য এবং ওদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্য ধরে রাখে, তা খাও এবং তার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিসত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

(সূরা মায়েদাহ: আয়াত ৪)

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ [٦:١١٩]

অর্থ: কোন কারণে তোমরা এমন জন্তু থেকে ভক্ষণ করবে না, যার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়? অথচ আল্লাহ ঐ সব জন্তুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলোকে তোমাদের জন্য হারাম করেছেন; কিন্তু সেগুলোও তোমাদের জন্য হালাল, যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও। অনেক লোক স্বীয় ভ্রান্ত প্রবৃত্তি দ্বারা না জেনে বিপথগামী করতে থাকে। আপনার প্রতিপালক সীমাতিক্রমকারীদেরকে যথার্থই জানেন।

(সূরা আনআম: আয়াত ১১৯)

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ [٦:١٢١]

অর্থ: যেসব জন্তুর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গোনাহ। নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরেক হয়ে যাবে।

(সূরা আনআম: আয়াত ১২১)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [١٦:١١٥]

অর্থ: অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা জবাই কালে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। অত:পর কেউ সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে নিরুপায় হয়ে পড়লে তবে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নাহল: আয়াত ১১৫)

হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ ، أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ ؟

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মানবজাতীর কাছে এমন এক জামানা আসবে, যখন মানুষ কামাই- রোজগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন বিচার বিবেচনা করবে না। (সহীহ বুখারী হাদিস ৩/২০৫৯)

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا-

অর্থ: হজরত আমর ইবনে আওফ মুযানি (রা.) তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদার সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, মুসলমানরা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি ও অঙ্গিকার করতে পারে তবে এমন চুক্তি ও অঙ্গিকার বৈধ নয় যা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দেয়। মুসলমানরা তাদের সর্তাবলী পালন করবে তবে এমন কোন সর্ত মানা যাবে না। যা হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করে দেয়। (জামে তিরমিযী হাদিস ৩/১৩৫২)

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ و إِنَّ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ-

অর্থ: হজরত মিকদাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মানুষের খাদ্যের মধ্যে সেই খাদ্যই সবচেয়ে উত্তম যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হস্তে উপার্জিত সম্পদ দ্বারা করে। আর

আল্লাহর প্রিয় নবী দাউদ (আ.) আপন হাতের কামাই হতে খাদ্য গ্রহণ করতেন। (সহীহ বুখারী হাদিস ৩/২০৭২)

যাদু

আয়াত:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [٢:١٠٢]

অর্থ: তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান (আ.) কুফরি করেনি, শয়তানরাই কুফরি করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফের হয়ো না। অত:পর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যা দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তা দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত।

(সূরা বাকারাহ: আয়াত ১০২)

হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে বেঁচে থাক। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো কি কি? তিনি বললেন, [১] আল্লাহর সাথে শরীক করা। [২] যাদু-টোনা করা। [৩] আইনসম্মত বিধান ব্যতীত কাউকে হত্যা করা। [৪] অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা। [৫] সুদ খাওয়া। [৬] জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা। [৭] সতী-সাধ্বি নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৬৪৫৭, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ৮৯)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سُحِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا فِيهِ شِفَائِي؟ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ مَطْبُوبٌ؟ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ قَالَ فِيمَا ذَا؟ قَالَ فِي مُشُطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِينَ رَجَعَ نَخْلُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ فَقُلْتُ اسْتَخْرَجْتَهُ؟ فَقَالَ لا أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ثُمَّ دُفِنَتْ الْبِئْرُ - رواه البخاري

অর্থ: হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় নবী কারীম (সা.) কে যাদু করা হয়েছিল। এমন কি এর প্রভাবে তার মনে হতো যে তিনি কোনো কাজ করেছেন, অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি তা করেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি একদিন আল্লাহর কাছে নিজের আরোগ্যের জন্য বার বার দুআ করলেন। তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি জান, আল্লাহ আমাকে সেই জিনিসের কথা জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমার রোগমুক্তি নিহিত। আমার কাছে দুজন লোক এলো। তাদের একজন আমার মাথার কাছে বসল আর অপরজন বসল পায়ের কাছে। এরপর একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করল, এ লোকের রোগটা কি? দ্বিতীয়জন জবাব দিল, তাঁর ওপর যাদু করা হয়েছে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করল, যাদু কে করেছে? সে জানাল, লবীদ ইবনে আসাম। প্রথমজন প্রশ্ন করল, কিসের মধ্যে যাদু করেছে? দ্বিতীয় লোক জবাবে বলল, চিরুনি ও সূতার গিরা এবং খেজুরের কলির উপরের ছালে। প্রথমজন বলল, এসব জিনিস কোথায় আছে? দ্বিতীয়জন জবাব দিল, যারওয়ান কূপে। তখন আল্লাহর নবী (সা.) সেখানে

গেলেন এবং ফিরে এসে হজরত আয়েশাকে বললেন, কূপের কাছের খেজুর গাছগুলো এক একটি যেন শয়তানের মাথা। আয়েশা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, যাদু করা সেই জিনিসগুলো কি আপনি বের করতে পেরেছেন? জবাব দিলেন, না। তবে আল্লাহ আমাকে আরোগ্য করেছেন। আমার আশংকা হয়েছিল এসব জিনিস বের করলে তাতে মানুষের মধ্যে ফ্যাসাদের প্রসার ঘটতে পারে। তারপর সেই কূপটি বন্ধ করে দেওয়া হলো। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৩২৬৮, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২১৮৯, সুনানু ইবনে মাযাহ : হাদীস নং ৩৫৪৫)

গণক

হাদিস:

عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليس بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة-

অর্থ: হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তখন তাদেরকে তিনি বললেন, ওরা কিছুই না। লোকেরা আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কখনো কখনো কোনো কিছু সম্পর্কে এমন এমন কথা বলে, যা বাস্তবে সঠিক হয়ে থাকে। তখন তিনি বললেন, ঐ কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে। [আসমানে এ সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকে] জ্বিন তা হঠাৎ লুফে নেয় এবং নিজের বন্ধুর [গণকের] কানে তা তুলে দেয়। যেভাবে একটি মোরগ অন্য মোরগের কানে আওয়াজ পৌঁছিয়ে থাকে, এটা ঠিক তদ্রুপ। এরপর সে গণক বা জ্যোতিষী ওই কথার সাথে শতাধিক মিথ্যা জড়িয়ে মানুষের কাছে রটায়। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৬২১৩, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২২২৮)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ المَلاَئِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الكُهَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ-

অর্থ: নবী করীম (সা.) এর পবিত্র স্ত্রী হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, ফেরেশতাগণ মেঘের মধ্যে এমন সব ব্যাপারে আলোচনা করেন, যার ফায়সালা আকাশে করা হয়। তখন শয়তানরা চুরি করে কান পেতে থাকে। ফলে কিছু শুনে নিয়ে গণকদের নিকট তা বর্ণনা করে। তখন তারা এই কথাটির সাথে নিজেদের পক্ষ হতে শত প্রকারের মিথ্যা মিশিয়ে বলে থাকে। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৩২১০, জামিউল উসূল : হাদীস নং ৩০৭৪)

بسنده عن بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً-

অর্থ: হজরত সাফিয়্যাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম (সা.) এর জনৈক পবিত্র স্ত্রী এর সূত্রে নবী কারীম (সা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট আসবে, অত:পর তার কাছে কিছু জানতে চাইবে, তার চল্লিশ রাতের আমল গ্রহণ করা হবেনা। (সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২২৩০, মুসনাদু আমাদ : হাদীস নং ১৬৬৩৮)

গান-বাদ্য

আয়াত:

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ [٢٦:٢٢٤]

অর্থ: বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে।

(সূরা শুআরা: আয়াত ২২৪)

হাদিস:

عَنْ عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি। গান-বাদ্য অন্তরে নিফাক সৃষ্টি

করে। (সুনানু আবী দাউদ : হাদীস নং ৪৯২৭, শুআবুল ঈমান : হাদীস নং ৪৭৪৬, সুনানুল কুবরা [বায়হকী] : হাদীস নং ২১০০৬)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ وَعَنْ شِرَائِهِنَّ وَعَنْ كَسْبِهِنَّ وَعَنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ۔

হজরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) গায়িকাদের ক্রয়-বিক্রয়, তাদের উপার্জন ও তাদের মূল্য খেতে নিষেধ করেছেন। (সুনানু ইবনে মাযাহ : হাদীস নং ২১৬৮, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা : ৬/১০১৬)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تبيعوا القيّناتِ ولا تشتروهنّ ولا تُعلّموهنّ ولا خيرَ في تجارةٍ فيهن وثمنهنّ حرامٌ في مثْلِ هذا أنزلتْ هذهِ الآيةِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيضلَّ عَنْ سبيلِ اللهِ۔

অর্থ: হজরত আবু উমামা (রা.) এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, গায়িকা দাসী বিক্রয় করো না, ক্রয়ও করো না এবং তাদেরকে গানের প্রশিক্ষণও দিও না। এদের ব্যবসায় কোনো মঙ্গল নেই এবং এদের বিনিময় মূল্য অবৈধ। এ ধরনের লোকদের ব্যাপারেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে– "মানুষের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছে, যে মন ভুলানো কথা ক্রয় করে নিয়ে আসে, যাতে সে লোকদেরকে অজ্ঞাতসারে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং আল্লাহর পথকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে কঠিন ও অপমানকর শাস্তি" (সূরা লোকমান, ৩১ : ৬)। (সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ১২৮২, জামিউল উসূল : হাদীস নং ৩১৫, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা : হাদীস নং ২৯২২)

عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا قَالَ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا؟ فَقُلْتُ لا قَالَ فَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسِمَعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا۔

অর্থ: হজরত নাফে হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হজরত ইবনে উমর (রা.) বাঁশির সুর শুনতে পেলেন। তখন তিনি তাঁর দু'কানে দু'টি আঙ্গুল প্রবেশ করালেন এবং রাস্তা হতে দ্রুত সরে গেলেন। তারপর আমাকে বললেন, হে নাফে! এখন কি আর কিছু শুনতে পাচ্ছ? আমি বললাম, না। তখন তিনি নিজের কানের ভেতর হতে আঙ্গুল দু'টি বের করলেন আর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি এ ধরনের সুর শুনে এমনটি করেছিলেন। (সুনানু আবী দাউদ : হাদীস নং ৪৯২৪,জামিউল উসূল : হাদীস নং ৬২২৫)

ছবি

হাদিসঃ

عن عبد الله قال سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ-

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ [ইবনু মাসউদ] (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী কারীম (সা.) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শাস্তি তাদের হবে, যারা ছবি তোলে। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৫৯৫০)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ-

অর্থ: হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ (সা.) কে বলতে শুনেছি। যে দুনিয়ায় কোনো ছবি তুলবে বা তৈরী করবে, কিয়ামতের দিন তাকে ওই ছবিতে প্রাণ ফুঁকে দেওয়ার জন্য বলা হবে। অথচ সে তাতে সক্ষম হবে না। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৬৩, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২১১০)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟ فَقُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا

لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَلِتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ بِهَا يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورَةُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ-

অর্থ: হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি একটি আসন ক্রয় করেছিলেন। তাতে ছিল অনেক ছবি। রাসূলুল্লাহ (সা.) তা দেখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ভেতরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দরবারে তাওবা করছি। আমি কি অপরাধ করেছি? তিনি বললেন, এ আসনটি কেন? হজরত আয়েশা (রা.) বললেন, আপনার তাতে বসা এবং বালিশ হিসেবে ব্যবহার করার জন্যই আমি এটি কিনেছি। তখন তিনি বললেন, এ ছবিগুলো যারা তৈরি করেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে আযাব দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, যা সৃষ্টি করেছ, এগুলোর জীবন দান কর। তিনি আরও বলেছেন, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা কখনো প্রবেশ করে না। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ২১০৫, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২১০৭)

عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ-رواه البخاري

অর্থ: হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যারা এসব ছবি তৈরি করবে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা যেসব বানিয়েছ, ওদের প্রাণ দাও। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৫৯৫১)

করযে হাসানা

আয়াত:

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ [٥٧:١١]

অর্থ: কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম ধার দিবে, এরপর তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার।

(সূরা হাদিদ: আয়াত ১১)

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ [٥٧:١٨]

অর্থ: নিশ্চয়ই দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। (সূরা হাদিদ: আয়াত ১৮)

إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ [٦٤:١٧]

অর্থ: যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল।

(সূরা তাগাবুন: আয়াত ১৭)

۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٧٣:٢٠]

অর্থ: আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি এবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হন রাত্রির প্রায় দু'তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ দিবা ও রাত্রি পরিমাপ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরায়ন হয়েছেন। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে-

বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে জেহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর। তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (সূরা মুজ্জাম্মিল: আয়াত ২০)

সালাত

আয়াত:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ [٢:٣]

অর্থ: যারা অদেখা বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।

(সূরা বাকারাহ: আয়াত ৩)

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا [٤:١٠١]

অর্থ: যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। নিশ্চয়ই কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(সূরা নিসা: আয়াত ১০১)

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ [٧:١٧٠]

অর্থ: আর যেসব লোক সুদৃঢ়ভাবে কিতাবকে আঁকড়ে থাকে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে নিশ্চয়ই আমি বিনষ্ট করব না সৎকর্মীদের সওয়াব।

(সূরা আরাফ: আয়াত ১৭০)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ [٨:٣]

অর্থ: সে সমস্ত লোক, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (সূরা আনফাল: আয়াত ৩)

হাদিস:

عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال بايَعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامِ الصلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ، والنُّصْحِ لِكلِّ مُسلمٍ -

অর্থ: হজরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছি নামাজ কায়েম করার ওপর, জাকাত দেয়ার ওপর এবং প্রতিটি মুসলমানের কল্যাণ কামনার ওপর।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ-

অর্থ: হজরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর স্থাপিত। ১. এ বলে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। ২. সালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত দেয়া। ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রমযান মাসে রোযা রাখা।

(সহীহ বুখারী: ১/৮)

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ-

অর্থ: হজরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে কারীম (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি লোক দেখানো সালাত পড়ল সে শিরক করল। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানো রোযা রাখল সেও শিরক করল। (মুসনাদে আহমাদ)

যাকাত

আয়াত:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [٢:٤٣]

অর্থ: আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়। (সূরা বাকারা: আয়াত ৪৩)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [٣٠:٣٩]

অর্থ: মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে। অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। (সূরা রুম: আয়াত ৩৯)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [٣٣:٣٣]

অর্থ: তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। (সূরা আহযাব: আয়াত ৩৩)

أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [٥٨:١٣]

অর্থ: তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে? অত:পর তোমরা যখন সদকা দিতে পারলে না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন তখন তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা কর। (সূরা মুজাদালাহ: আয়াত ১৩)

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [٩:١١]

অর্থ: অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে, আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দীনি ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানি লোকদের জন্য সর্বস্তরে বর্ণনা করে থাকি। (সূরা তাওবাহ্: আয়াত ১১)

হাদিস:

عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال بايَعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامِ الصلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ والنُّصْحِ لِكلِّ مُسلمٍ -

অর্থ: হজরত জারির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছি নামাজ কায়েম করার ওপর, জাকাত দেয়ার ওপর এবং প্রতিটি মুসলমানের কল্যাণ কামনার ওপর। (সহীহ বুখারী হাদিস ১/৫৭)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَاهُ اللَّهُ مَالا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعُ لَهُ زَبِيبَتَانِ يطوَّقُهُ يومَ القِيامَةِ فَيَأْخُذُ بِلِهْزِمَتِهِ وَيَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যাক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে ধন-সম্পদ পেয়েছে কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ এমন বিষধর সাপে পরিণত হবে, যার মাথার উপর থাকবে দুটো কালো দাগ। এ সাপ সে ব্যক্তির গলায় পেচিয়ে দেয়া হবে। অত:পর সাপ উক্ত ব্যক্তির গলায় ঝুলে তার দু'গালে কামড়াতে থাকবে এবং বলবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। (সহীহ বুখারী ৬/৪৫৬৫)

عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إلا مَلَكان يَنْزلاَنِ فَيقُولُ أحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أعْطِ مُمْسِكًا تلَفًا-مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রতিদিন সকালে দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপনকে ধ্বংস করে দিন। (সহীহ বুখারী হাদিস ২/১৪৪২)

সাওম/রোজা

আয়াত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [٢:١٨٣]

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার। (সূরা বাকারাহ্: আয়াত ১৮৩)

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [٢:١٨٤]

অর্থ: গণনার কয়েকটি দিনের জন্য, অত:পর তোমাদের মধ্যে যে অসুখ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোজা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি রোজা রাখ, তবে তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার।
(সূরা বাকারাহ্: আয়াত ১৮৪)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [٢:١٨٥]

অর্থ: রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্যকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে।

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (সূরা বাকারাহ্: আয়াত ১৮৫)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [٢:١٨٧]

অর্থ: রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অত:পর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরন কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অত:পর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা এতেকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে। (সূরা বাকারাহ্: আয়াত ১৮৭)

হাদিস:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ۔

অর্থ: হজরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর স্থাপিত। ১. এ বলে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। ২. সালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত দেয়া। ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রমযান মাসে রোযা রাখা (সহীহ বুখারী: ১/৮)

হজ্জ

আয়াত:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ [٢:١٥٨]

অর্থ: নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন গুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্ব বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সে আমলের সঠিক মুল্য দেবেন। (সূরা বাকারাহ্: আয়াত ১৫৮)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٢:١٨٩]

অর্থ: তোমার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদের বিষয়ে। বলে দাও যে এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্বের সময় ঠিক করার মাধ্যম। আর পেছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোন নেকী বা কল্যাণ নেই। অবশ্য নেকী হল আল্লাহকে ভয় করার মধ্যে। আর তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা নিজেদের বাসনায় কৃতকার্য হতে পার। (সূরা বাকারাহ্: আয়াত ১৮৯)

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [٥:٩٦]

অর্থ: তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে এবং তোমাদের এহরামকারীদের জন্য হারাম করা হয়েছে স্থল শিকার, যতক্ষণ এহরাম অবস্থায় থাক। আল্লাহকে ভয় কর, যার কাছে তোমরা একত্রিত হবে। (সূরা মায়েদাহ্: আয়াত ৯৬)

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [٩:٣]

অর্থ: আর মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরেকদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অবশ্য যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহকে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সুসংবাদ দাও। (সূরা তাওবাহ্: আয়াত ৩)

হাদিস:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ-

অর্থ: হজরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর স্থাপিত। ১. এ বলে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। ২. সালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত দেয়া। ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রমযান মাসে রোযা রাখা (সহীহ বুখারী: ১/৮)

শাহাদাৎ

আয়াত:

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ [٢:١٥٤]

অর্থ: আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। (সূরা বাকারাহ্: আয়াত ১৫৪)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ [٣:١٦٩]

অর্থ: আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।

(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১৬৯)

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا [٤:٦٩]

অর্থ: আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। (সূরা নিসা: আয়াত ৬৯)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [٥٧:١٩]

অর্থ: আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে সিদ্দীক ও শহীদ বলে বিবেচিত। তাদের জন্য

রয়েছে পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কাফের ও আমার নিদর্শন অস্বীকারকারী তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।
(সূরা হাদীদ: আয়াত ১৯)

হাদিস:

عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ- رواه مسلم

অর্থ: হজরত সাহল বিন হুনায়ফ (রা.) বর্ণিত, নবী কারীম (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি সত্য দিলে শাহাদাৎ কামনা করে আল্লাহ পাক তাকে শহীদের সম্মানে অধিষ্ঠিত করেন। যদিও মৃত্যু বরণ করে।

عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرُ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ-

অর্থ: হজরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করার পর দুনিয়ার সবকিছুর বিনিময়েও পুনরায় দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করতে চাইবেনা। কিন্তু শহীদ ব্যক্তি তার বিপরীত, সে আপন মান-মর্যাদা দেখে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এ রকম আরো দশবার আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার কামনা করবে।

عن الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ-

অর্থ: হজরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। ১. প্রাণবায়ু বের হবার সাথে সাথেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং জান্নাতে তাঁর বাসস্থান তাকে দেখানো হবে। ২. কবরের আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে। ৩. হাশরের ময়দানের বিভীষিকা থেকে মুক্ত থাকবে। ৪. তাকে এমন সম্মান এবং মর্যাদার মুকুট পরানো হবে যার একটা ইয়াকূত পাথর দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম এবং মূল্যবান। ৫. তার বিবাহ বন্ধনে

ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট বাহাত্তর জন হুর প্রদান করা হবে। ৬. তার নিকটাত্মীয়-স্বজন থেকে সত্তর জনের জন্য তাঁর সুপারিশ গৃহীত হবে।

عن أَبى مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ مَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ-

অর্থ: হজরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর খেদমতে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেউ গণীমতের মালের জন্য জিহাদ করে, কেউ সুনাম খ্যাতির জন্য জিহাদ করে আবার কেউ (বীরত্বের ক্ষেত্রে) নিজেদের মর্যাদা দেখানোর মানসে জিহাদ করে। তাদের মধ্যে আল্লাহর রাহে কে আছে? রাসূল (সা.) বলেন, (কেউ নেই) যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার মানসেই জিহাদ করে সেই আল্লাহর রাহে আছে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْغَزْوُ غَزْوَانِ فَأَمَّا مَنْ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ-

অর্থ: হজরত মু'য়াজ বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, জিহাদ দু'ধরণের হয়ে থাকে। ১. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে জিহাদ করছে আমীরের অনুগত রয়েছে তাতে উত্তম মাল খরচ করছে। সাথীদের সাথে বন্ধুসূলভ আচরণ করেছে এবং সর্বপ্রকার ঝগড়া ফাসাদ থেকে দূরে রয়েছে এরকম ব্যক্তির জেগে থাকা এবং নিদ্রা যাওয়া সবকিছুই সওয়াবে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের বড়ত্ব, রিয়া এবং প্রসিদ্ধি লাভের মানসে জিহাদ করেছে আমীরের নাফরমানী করেছে এবং যমীনে ফেৎনা ছড়িয়েছে এরকম ব্যক্তি সমান-সমানও ফিরবেনা। (অর্থাৎ সওয়াব তো হবেনা বরং উল্টা গুনাহের বোঝা নিতে হবে)

জান্নাত

আয়াত:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [٢:٢٥]

অর্থ: এবং হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সু-সংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এত অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকূল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাকারাহ্: আয়াত ২৫)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا [١٨:١٠٧]خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا [١٨:١٠٨]

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল ফেরদাউস। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না। (সূরা কাহাফ: আয়াত ১০৮)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ [٤١:٣٠]

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অত:পর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শুনো। (সূরা হা-মীম সাজদাহ্: আয়াত ৩০)

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ [٥٩:٢٠]

অর্থ: জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম। (সূরা হাশর: আয়াত ২০)

হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ وَلا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ثُمَّ قَرَأَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন সব নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কখনো কোন চক্ষু দেখেনি। কখনো কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কখনো কোন মানুষের হৃদয় যা কল্পনাও করেনি। (এর সত্যতা প্রমাণে) তোমরা চাইলে এই আয়াতটি তেলাওয়াত করতে পার: (অনুবাদ) “অতএব, কোন অন্তরই জানে না, তাদের চক্ষু শীতলকারী যে সব নেয়ামত তাদের জন্য গোপন রাখা হয়েছে। (সহীহ বুখারী: হাদিস নং ৩২৪৪)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَلا يَتَغَوَّطُونَ وَلا يَبُولُونَ وَلا يَتْفِلُونَ وَلا يَتَمَخَّطُونَ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ يَكُونُ طَعَامُهُمْ جُشَاءً وَرَشْحًا كَرَشْحِ الْمِسْكِ-

অর্থ: হজরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতবাসীগণ সেখানে আহার করবে এবং পান করবে। তারা সেখানে থু থু ফেলবে না। মল-মূত্র ত্যাগ করবে না এবং তাদের নাক হতে শ্লেষ্মা ঝাড়বে না। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন

করলেন, তাহলে তাদের খাদ্যের অবস্থা কি হবে? তিনি বললেন, ঢেকুর এবং মেশকের ন্যায় সুগন্ধি ঘাম দ্বারা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আল্লাহর তাসবীহ ও প্রশংসাবাণী তাদের অন্তরে এমন ভাবে ঢেলে দেয়া হবে যেমন (দুনিয়ায়) তোমাদের মধ্যে শ্বাস-নিশ্বাস চালু রয়েছে। (অর্থাৎ তোমরা যেমন শ্বাস-নিশ্বাস চালু রাখতে ক্লান্ত হও না, তেমনি তারাও জান্নাতে তাসবীহ ও প্রশংসাবাণী পাঠ করতে ক্লান্ত হবে না। (সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ২৮৩৫)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِ يُنَادِي مُنَاد إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ-

অর্থ: হজরত আবু সাঈদ খুদরী ও হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশের পর) একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, তোমরা এখানে সর্বদা সুস্থ থাকবে, আর কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। সর্বদা জীবিত থাকবে আর কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। সর্বদা যুবক থাকবে, আর কখনো বৃদ্ধ হবেনা। সর্বদা আরাম আয়েশে থাকবে, আর কখনো দুশ্চিন্তা তোমাদেরকে পাবে না। (এ কথাগুলোর প্রমাণই হলো) মহান আল্লাহর বাণী: (অনুবাদ) "আর তাদেরকে ডাকা হবে যে, ওই হলো জান্নাত। তোমরা যা আমল করতে, তার বিনিময়ে তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। (সূরা আরাফ:৪৩) (সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ২৮৩৭)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا-

অর্থ: হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ জান্নাতবাসীকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! জবাবে তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু আমরা উপস্থিত। আর সৌভাগ্য আপনারই হাতে। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা উত্তরে বলবে, আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? অথচ আমাদেরকে এমন সব নেয়ামত দান করেছেন, যা আপনার সৃষ্টিজগতের কাউকে আপনি দান করেননি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে আরো উত্তম নেয়ামত দান করব? তারা বলবে, হে আমাদের রব! এর চেয়ে আর উত্তম নেয়ামত কি হতে পারে? তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমি তোমাদের ওপর সন্তুষ্টি দান করেছি। অতএব, এরপর হতে আমি আর তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হব না। (সহীহ বুখারি: হাদিস নং ৬৫৪৯, সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ২৮২৯)

عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى-

অর্থ: হজরত সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমরা কি এইরূপ আকাঙ্খা কর যে, আমি আমার অনুগ্রহ আরও বাড়িয়ে দেই? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারাসমূহ আলোকোদ্ভাসিত করে দেননি? আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি প্রদান করেননি? নবী কারীম (সা.) বলেন, তারপর আল্লাহ তা'আলা পর্দা উন্মুক্ত করবেন। বস্তুত আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করা এবং তাঁর দিকে

তাকিয়ে থাকার চেয়ে অধিকতর প্রিয় আর কোন নিয়ামত তাদেরকে দান করা হয়নি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, (অনুবাদ) "যারা উত্তম কাজ করেছে, তাদের প্রতিদান নেকই। (অর্থাৎ জান্নাত) এবং তার ওপরে অতিরিক্ত আরো কিছু (অর্থাৎ দীদারে ইলাহী বা মহান রবের দর্শন লাভ) (সূরা ইউনুস:২৬)

(সহীহ মুসলিম: হাদিস নং ১৮১)

জাহান্নাম

আয়াত:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ [٢:٢٤]

অর্থ: আর যদি তা না পার, অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।
(সূরা বাকারাহ্: আয়াত ২৪)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [٢:٣٩]

অর্থ: আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অনন্তকাল সেখানে থাকবে। (সূরা বাকারাহ্: আয়াত ৩৯)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ [٣٥:٣٦]

অর্থ: আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। (সূরা ফাতির: আয়াত ৩৬)

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ [٤٠:٤٩]

অর্থ: যারা জাহান্নামে আছে, তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বল, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব লাঘব করে দেন। (সূরা মু'মিন: আয়াত ৪৯)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [٦٦:٦]

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে। (সূরা ওয়াকিয়াহ্: আয়াত ৬)

হাদিস:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تُوقِدُونَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالُوا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا-

অর্থ: হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের [ব্যবহৃত] আগুন [-এর উত্তাপ] জাহান্নামের আগুনের [উত্তাপের] সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! [শাস্তি দেওয়ার জন্য তো দুনিয়ার আগুনই যথেষ্ট ছিল] তিনি

বললেন, দুনিয়ার আগুনের ওপর তার সমপরিমাণ উত্তাপসম্পন্ন আরো উনসত্তর গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৩২৬৫, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২৮৪৩, মিরকাতুল মাফাতীহ : ৯/৩৬১২)

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ لا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ عَذَابًا مِنْهُ وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا۔

অর্থ: হজরত নু'মান ইবনে বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, জাহান্নামীদের মধ্য হতে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি ওই ব্যক্তির হবে, যাকে আগুনের ফিতাসহ দুটি জুতা পরিধান করানো হবে। এতে তার মগজ এমনভাবে ফুটতে থাকবে, যেভাবে পাত্র ফুটতে থাকে। সে মনে করবে, তার অপেক্ষা কঠোর শাস্তি আর কেউ ভোগ করছে না অথচ সেই হবে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। (সহীহ বুখারী : হাদীস নং ৬৫৬২, সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২১৩)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ وَهَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অর্থ: হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্য হতে দুনিয়ার সবচেয়ে সম্পদশালী ও সুখি ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামের আগুনে একবার ডুবিয়ে আনার পর বলা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কখনো দুনিয়ার সুখ ও শান্তি দেখেছ কি? কখনো তুমি স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাচুর্যের মধ্যে অবস্থান করেছ কি? সে বলবে, আল্লাহর কসম, হে আমার প্রতিপালক! না, কখনো তা

দেখিনি, কখনো তা করিনি। তারপর জান্নাতের অধিবাসীদের মধ্য হতে দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা দুঃখ ও দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। অত:পর এক মুহূর্তের জন্য তাকে জান্নাতে ঘুরিয়ে এনে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কখনো দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছ কি? কখনো কোনো কঠোরতার সম্মুখীন হয়েছ কি? সে বলবে, আল্লাহর শপথ, হে আমার প্রতিপালক! না, আমি কখনো দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিনি। কখনো কোনো কঠোর অবস্থার সম্মুখীন হইনি। (সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২৮০৭, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ১৩১১২)

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ-

অর্থ: হজরত সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম (সা.) কে বলতে শুনেছেন, জাহান্নামীদের মধ্যে কোনো কোনো লোক এমন হবে যে, জাহান্নামের আগুন তার দু'পায়ের টাখনু পর্যন্ত পৌঁছবে। তাদের মধ্যে কোনো কোনো লোক এমন হবে যে, জাহান্নামের আগুন তার হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছবে। তাদের মধ্যে কোনো কোনো লোক এমন হবে যে, জাহান্নামের আগুন তার কোমর পর্যন্ত পৌঁছবে। তাদের মধ্যে কোনো কোনো লোক এমন হবে যে, জাহান্নামের আগুন তার গর্দান পর্যন্ত পৌঁছবে।

(সহীহ মুসলিম : হাদীস নং ২৮৪৫, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ২০১০৩)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ دَلْوًا مِنْ غَسَّاقٍ يُهْرَاقُ فِي الدُّنْيَا لأَنْتَنَ أَهْلَ الأَرْضِ-

অর্থ: হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, জাহান্নামীদের কদর্য-পুঁজের এক বালতি যদি দুনিয়ায় ঢেলে দেওয়া হতো, তবে তা গোটা দুনিয়াবাসীকে দুর্গন্ধময় করে দিত। (সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ২৫৮৪, মুসনাদু আহমাদ : হাদীস নং ১১২৩০)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سورة آل عمران آية قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّومِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ۔

অর্থ: হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এই আয়াতটি পাঠ করেছেন, [অনুবাদ] "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করবে আর মুসলিম না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না।" [আলে ইমরান : ১০২] পরে তিনি বললেন, [জাহান্নামীদের খাদ্য] যাক্কুম একটা ফোঁটাও যদি দুনিয়ায় পড়ত, তবে তা পৃথিবীবাসীদের জীবন ধারণের উপকরণসমূহ বিনষ্ট করে ছাড়ত। তাহলে এই জিনিস যাদের খাদ্য হবে, তাদের কি অবস্থা হবে? (সুনানুত তিরমিযী : হাদীস নং ২৫৮৫, মুসতাদরাক হাকেম : হাদীস নং ৩৬৮৬)

সমাপ্ত



প্রকাশনায়

আই.এস.সি.এ পাবলিকেশন্স

৫৫/বি, পুরানা পল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০

www.iscabd.org

www.iscalibrary.com